শ্রীশ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী

শ্রীমদ্ ঘনশ্যাম দাস-বিরচিতা

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—

শ্রীশ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী

শ্রীমদ্ ঘনশ্যাম দাস-বিরচিতা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীহরিবোলকুটীরতঃ
শ্রীহরিদাস দাস-কর্ত্তৃক-প্রকাশিতা।

ঢাকা-নগর্য্যাং '[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্' ইত্যাখ্য-যন্ত্রে
শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা।

৪৫৯ গৌরাব্দঃ

 [মূল্যমর্দ্ধরূপ্যকম্
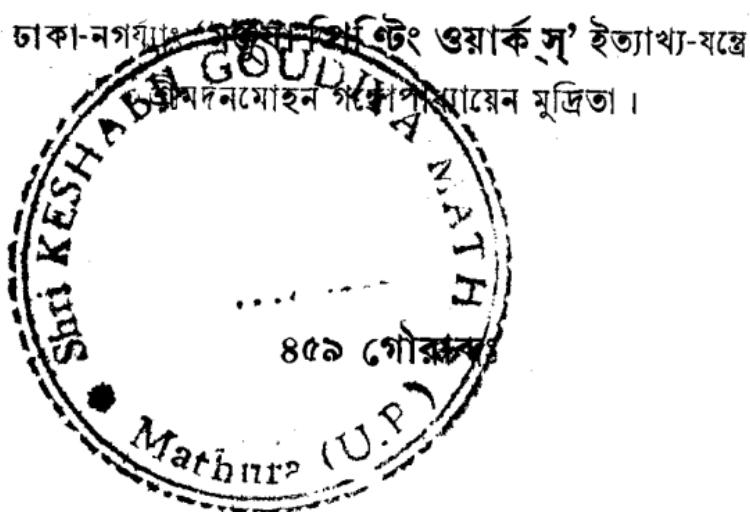
অবতরণিকা

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমদ্ গোবিন্দগতি প্রভুর শিষ্য এবং শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও শ্রীমদ্ দিব্যসিংহ কবিরাজের পুত্র—শ্রীঘনশ্যাম দাসই এই 'শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী'র নির্মাতা। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্ত্তীর নামান্তরও ঘনশ্যাম—শ্রীপদকল্পতরুতে ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী প্রভৃতি পদাবলিগ্রন্থে ঘনশ্যাম-ভণিতাযুক্ত পদ দেখিয়া কেহ কেহ উভয়েরই সাম্যবোধে ভ্রম করিয়াছেন। এই গ্রন্থের যে সকল পদ শ্রীপদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পদের শিরোদেশস্থ অঙ্ক * দেখিয়া সহজেই নির্ণীত হইবে। অন্যান্য পদগুলি পদকল্পতরুতে ধরা হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থে পাঁচটি স্তবক আছে—'গোবিন্দরত্যঙ্কুর'-নামক **প্রথম** স্তবকে শ্রীগুরু-শ্রীগৌরাঙ্গনিত্যানন্দাদি বন্দনা, স্ববংশ-পরিচয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। 'গোবিন্দরতি-পল্লব'-নামক **দ্বিতীয়** স্তবকে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, স্বয়ং দৌত্য, অভিসার, সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ইত্যাদি। 'গোবিন্দরতি-কোরক'-নামক **তৃতীয়** স্তবকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা; 'গোবিন্দরতি-প্রসূন'-নামক **চতুর্থ** স্তবকে সম্পন্ন সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা; এবং 'গোবিন্দরত্যামোদ'-নামক **পঞ্চম** স্তবকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ; ভাবী, ভবন্ ও ভূতবিরহ, রতিমঞ্জরী-নামক দূতীর সাহায্যে শ্রীগোবিন্দ ও গোপীগণের সংবাদাদি আদানপ্রদান, গোপীদের 'বারমাস্যা', বিরহাবসানে পুনর্মিলন ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের বিরহ-লীলায় প্রচুরতর আবেশ দেখা যায়। পঞ্চম স্তবকে ৯২।৯৩ শ্লোকে গ্রন্থকার যে বিপরীত বিলাসের ইঙ্গিত দিয়াছেন—তাহাতেই তিনি

---

* অঙ্কগুলি শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবাসী-সম্পাদিত শ্রীপদকল্পতরুর পদসংখ্যা-দ্যোতক।

সুরসিক ভাগবত-সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় গ্রন্থখানি নিবদ্ধ হইলেও রচনা-পারিপাট্য এবং ভাব-গাম্ভীর্য্যে ইহা অতুলনীয় কাব্যই বটে। সংস্কৃত শ্লোকাবলির ভাব প্রায়শঃই পদাবলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বরাহনগর পাটবাড়ীর একখানা খণ্ডিত পুঁথি (৯৬৬ নং) এবং শ্রীবৃন্দাবন হইতে পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্ গুরুচরণ দাসজি-কর্ত্তৃক প্রেরিত একখানা পুঁথির সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। বেনারস সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারেও একখানা পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; (কাব্য ২৪) কিন্তু বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও তাহা হস্তগত হইলেন না। পাঠান্তর-সমূহ কোথাও বন্ধনী-মধ্যে, কোথায়ও বা পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ ভক্তগণের জন্য শ্লোক-সমূহের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনিবার্য্য কারণে কতগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ গ্রন্থমধ্যে রহিয়া গেল। সাধকগণ কৃপা করিয়া শুদ্ধিপত্র-সাহায্যে পূর্ব্বেই শোধন করত পাঠ করিবেন—এই প্রার্থনা। প্রকাশকের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনীয়। ইতি ভাদ্র, ৪৫৯ গৌরাব্দ।

শুদ্ধিপত্রম্

পৃষ্ঠে	পংক্তৌ	অশুদ্ধঃ	শুদ্ধঃ
১৯	২	সুরঃ	পুরঃ
২৭	৫	সন্ধ্যারণেঽপি	সন্ধারণেঽপি
২৯	৫	ভোগলক্ষণাঙ্কিতঃ	ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ
২৯	১০	··· বক্ষোবিরতি	··· বক্ষোবিয়তি
৩০	৩	দত্তালোকস্তদপি	দত্তালোকস্তদপি
৩১	৫	সতমসি তুল্যে	সতমসি মসিতুল্যে
৩৭	৩	··· ধদিতি	··· ধদতি
৪১	৮	যব কাল	যব কান।
৪৩	৬	মমত্বমেব	মম ত্বমেব
৪৪	৮	চৌঠ	চৌঠ
৪৮	৪	দেওয়	দেওল
৪৯	৮	মনিমৌতিম	মণিমৌতিম
৫০	৫	ছিন্নদ্রুমাভিপতৎ	ছিন্নদ্রুমাভাপতৎ
৬০	৮	··· ব্যক্তাদ্ভূতান্ত	ব্যক্তাদ্ভুতান্ত
৬৪	৭	··· প্লাবয়	প্লাবয়দ্
৬৬	৫	প্রতূহ্	প্রতূহঃ
৬৬	৭	রামং	বামং
৬৯	৪	··· মধোনয়	··· মধোনয়দ্
৬৯	১৬	জিগমিষুং তদস্থ্ ···	জিগমিষূংস্তদস্থ্
৭৭	২	শম্বররিপো	শম্বররিপোঃ
৮৯	৬	মনিগণে	মণিগণে

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ

শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী

শ্রীশ্রীগৌরহরি র্জয়তি

প্রথমঃ স্তবকঃ

স শ্রেয়ানিহ দিব্যসদ্‌গুণযুজামদ্বৈত-নাম-প্রভু-
* নিত্যানন্দরসপ্রবর্ষুক-ঘনশ্যামান্তরোল্লাসকঃ।
গান্ধর্বীয়কলা-বিলাসরসিকো গানপ্রবীণঃ স্বয়ং
শ্রীগোবিন্দগতি র্ভবন্নবনবপ্রেম্ণাং জয়ত্যাশ্রয়ঃ॥ ১

অনুবাদ।

গিরিহরি-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
রতিমঞ্জরীর ভাষা কহে দীন হরিদাস॥

(১) জগতে দিব্যসদ্‌গুণশালিদের মধ্যে যাঁহার নাম (প্রকাশ) অদ্বিতীয়, যিনি সর্বশক্তিমান্, নিত্যই আনন্দরসবর্ষণশীল, মেঘশ্যামল-কান্তি এবং অন্তরের উল্লাসকর, যিনি গান্ধর্ববিদ্যা (গান) বিলাস-রসিক

---

*...রসপ্রবর্ত্তকঘনশ্যামান্তরুল্লাসকঃ ইতি বৃন্দাবনীয়পাঠঃ।

গোবিন্দঃ শ্রুতিবর্ত্মনা বিশতু হৃদ্ গোবিন্দমীক্ষে মুদা
গোবিন্দেন সুখং লভেয় ন পরং দাতাস্তি গোবিন্দতঃ।
গোবিন্দস্য পদারবিন্দযুগলধ্যানায় নির্বন্ধিনী
গোবিন্দে রতিরস্তু মে কৃপয় হে গোবিন্দ তুভ্যং নমঃ ॥ ২

শ্রীগোবিন্দগতিং নত্বা শ্রীচৈতন্যরসপ্রদম্।
শ্রীকৃষ্ণমনুসেবেঽহং গোবিন্দরতিমঞ্জরীম্ ॥ ৩

সারাসারবিবেক-তত্ত্বরহিতৈরপ্যুক্তমাভাসতঃ
সংসার-জ্বরসংহরং সুমধুরং শ্রীকৃষ্ণনামাক্ষরম্।
গায়ং গায়মসৌ স্বয়ং রতিময়ং কুর্বন্নপূর্বং কলৌ
গৌরাঙ্গো বিহরত্যহো প্রতিজনং যচ্ছন্নজস্রং ক্ষিতৌ ॥ ৪

(অথবা শ্রীরাধার ৬৪ কলার বিলাসরসের আস্বাদক); স্বয়ংও সঙ্গীত-বিশারদ, সেই শ্রীগোবিন্দরূপ মদীয় অতি প্রশস্তগতি (চরমবিশ্রান্তি-স্থান) নবনবায়মান প্রেমের আশ্রয় (আধার) হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন। [পক্ষান্তরে—জগতে দিব্য সদ্গুণবান্দিগের মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় ও স্বনামধন্য, সর্বশক্তিসম্পন্ন, নিত্যানন্দপ্রভুর রসবর্ষণশীল, 'ঘনশ্যাম'-নামক এই জীবের অন্তরের উল্লাসপ্রদায়ক, যিনি সখীস্বরূপে শ্রীরাধার ৬৪ কলাবিদ্যার রসিক (অথবা সঙ্গীতশাস্ত্রপারদর্শী), স্বয়ংও গানকুশল, সেই আরাধ্যতম শ্রীগোবিন্দগতিপ্রভু নিত্য নবনবায়মান প্রেমের আশ্রয়-স্বরূপে জয়যুক্ত হউন।]

(২) মদীয় কর্ণপথ দিয়া হৃদয়ে 'গোবিন্দ' প্রবেশ করুক, আনন্দে 'গোবিন্দকে' দর্শন করি, 'গোবিন্দ'-দ্বারাই সুখ লাভ করিতে পারি, 'গোবিন্দ' হইতে অধিকতর দাতা আর কেহ নাই, 'গোবিন্দে'র পাদপদ্ম-

সিন্ধুর্বিন্দুমহো প্রযচ্ছতি নহি স্বৈরী ন ধারাধরঃ
সংকল্পেন বিনা দদাতি ন কদাপ্যল্পঞ্চ কল্পদ্রুমঃ।
স্বচ্ছন্দোঽপি বিধুঃ সুধাবিতরণে রাত্রিন্দিবাপেক্ষতে
ধর্ত্তুং কোঽপি ন দৃশ্যতে ত্রিভুবনে শ্রীগৌরচন্দ্রোপমাম্ ॥ ৫
[দাতা কোঽপি ন দৃশ্যতে বিনিময়ঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং বিনা ॥ ৫]

অপি চ—ভক্তস্বান্ত'সরোবরং প্রবিশতি' * শ্রোত্রপ্রণালীপথে-
নাপূর্য্যাজর্ব-নির্ঝরেণ চ দৃশোদ্বারা পরাবর্ত্ততে।
নিষ্পঙ্কস্খলদঙ্ঘ্রিকা তনুরুহশ্রেণী-সমুল্লাসিনী
যল্লীলামৃতবৃষ্টিরদ্ভুতচরী কিন্তৎ স্বরূপং ব্রুবে ॥ ৬

যুগলের ধ্যান করিবার জন্য আমার নির্বন্ধিনী (আগ্রহশীলা) রতি 'গোবিন্দে'ই হউক—হে 'গোবিন্দ'! আমাকে কৃপা কর, তোমার চরণে প্রণত হই। (৩) শ্রীচৈতন্যরস-প্রদ শ্রীগোবিন্দগতি প্রভুকে নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত 'শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী'র সেবা করিতেছি। (৪) যে সুমধুর শ্রীকৃষ্ণনামাক্ষর—সারাসারবিবেকরহিত (তত্ত্বজ্ঞানশূন্য) জনগণকর্ত্তৃকও আভাসমাত্রেও উক্ত হইয়া সংসারের ত্রিবিধ-তাপ সংহার করেন, অহো! সেই নাম স্বয়ং গান করিয়া করিয়া যিনি এই কলিযুগে প্রতি-জনকে (আপামর সর্বসাধারণকে) অজস্র বিতরণপূর্বক অপূর্বরূপে রতিময় (প্রেমময়) করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ পৃথিবীতে (নিত্য) বিহার করিতেছেন। (৫) অহো! স্বেচ্ছাক্রমে সিন্ধু বিন্দুও দান করে না, ধারাধর (মেঘ)ও স্বেচ্ছায় বারিবিন্দু দান করে না। কল্পবৃক্ষও সংকল্প-ব্যতিরেকে কখনও অল্পও দান করে না; চন্দ্রমা সুধাবিতরণে স্বচ্ছন্দ (স্বাধীন) হইলেও কিন্তু রাত্রিদিবার অপেক্ষা করে; সুতরাং ত্রিভুবনে

---

* সরঃ প্রবিশ্য ঝটিতি (বৃ)

কামোদ (২৯১৫)

কো কহু অপরূপ প্রেমসুধানিধি কোহি কহত রসমেহ।
কোই কহত ইহ সোই কল্পতরু মঝু মনে হোত সন্দেহ॥
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম॥ ধ্রু
যো এক সিন্ধু সো বিন্দু ন যাচই পরবশ জলদ-সঞ্চার।
মানস অবধিঁ রহত কলপতরু কো অছু করুণ অপার॥
যছু চরিতামৃত শ্রুতি-পথে সঞ্চরু হৃদয়-সরোবর পূর।
উমড়ই অধম নয়ন মরুভূমহি হোওত পুলক-অঙ্কুর॥
নামহি যাঁক তাপ সব মেটই তাহে কি চাঁদ উপাম।
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত কোটি কোটি একু ঠাম॥ ১

দোষাণামুদধৌ ধরাধরবরোদগ্রাঘরাশিস্থিতৌ
ধ্যানজ্ঞান-সমর্চনাদিবিরতৌ শশ্বৎকুচেষ্টারতৌ।
বাঞ্ছাবর্ত্ম ভবে গৃহান্ধকুহরে গাঢ়ং নিমগ্নেঽপ্যহো
শ্রীচৈতন্য কদা ভবে ময়ি ভবেৎ কারুণ্যদৃষ্টি স্তব॥ ৭
[শ্রীচৈতন্যগুণোৎসব-শ্রবণতঃ প্রেমচ্ছটা দৃশ্যতে॥ বৃ]

এমন কোনও বস্তু নাই, যে শ্রীগৌরচন্দ্রের উপমা ধারণ করিতে পারে !! (৬) অধিকন্তু—যাঁহার লীলামৃত-রূপ অদ্ভুত বৃষ্টি—ভক্তদের স্বীয় মনোরূপ সরোবরে কর্ণরূপ প্রণালী-পথে সহসা প্রবিষ্ট হইয়া আবার নয়নযুগল-রূপ সরল-নির্ঝরদ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করে অর্থাৎ ভক্তহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সতত অশ্রুপাত করাইয়া থাকে, পঙ্কহীন স্থলেও পদস্খলন করায় এবং দেহেতেও পুলকরূপে অঙ্কুরোদ্গম করায়—সেই শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপের কথা আর কি বলিব ?

উদ্যন্ গৌড়োদয়মভিলসন্ ভক্ত-নক্ষত্রবৃন্দৈ-
রঙ্গীকুর্বন্নপি সমতয়া কিঞ্চনাকিঞ্চনাখ্যম্।
সিঞ্চন্ প্রেমামৃত-বিতরণৈঃ সপ্রপঞ্চাপ্রপঞ্চং
নিত্যানন্দো জয়তি হৃদয়ধ্বান্ত-হন্তাদ্ভুতেন্দুঃ ॥ ৮

কামোদ (২৩১০) সিন্ধুড়া

ভকতি-রতন-খনি উঘাড়িয়া প্রেমমণি
নিজগুণ-সোণায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তার ঠাঞি
দান করে জগত বেড়িয়া॥

সোঙরি নিতাই-গুণ যেমন করয়ে মন
তাহা কি কহিতে পারি ভাই ?
লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনের সুখ
নিতাইচাঁদের গুণ গাই।

---

(৭) দোষ-সমুদ্র, গিরিবর (হিমালয়) হইতেও অত্যুচ্চ অঘ (পাপ)-রাশিমধ্যে অবস্থিত ও ধ্যান, জ্ঞান বা সংরাধনাদি হইতে বিরত ; অথচ নিরন্তর কুচেষ্টানিরত এবং বাসনাময় গৃহান্ধগর্ত্তে গাঢ়রূপে নিমগ্ন হইলেও অহো ! শ্রীচৈতন্য !! কবে এই পৃথিবীতে (বা কোন্ জন্মে) আমার প্রতি তোমার কারুণ্যদৃষ্টিপাত হইবে ? [পাঠান্তরে—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর গুণ-গরিমরাজির শ্রবণেই প্রেমাঙ্কুর হইতে দেখা যায় !!] (৮) গৌড়দেশরূপ উদয়পর্বতে উদয়লাভ করিয়া—ভক্তবৃন্দরূপ নক্ষত্রগণসহ বিরাজমান হইয়া—সমানভাবে ধনি-নির্ধনকে উত্তমাধমকে অঙ্গীকারপূর্বক—প্রেমামৃত-বিতরণে প্রাপঞ্চিক অপ্রাপঞ্চিক সকল জীবকেই অভিষিঞ্চনকারী

এমন দয়ার ঠাঞি কোথায় শুনিয়ে নাই
আছুক দেখিবার দায় (কাজ) দূরে।
যার নামেই আনন্দময় সকল ভুবন হয়
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে॥
পাষাণ-সমান হিয়া সেহো যায় মিলাইয়া
নিতাইগুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘনশ্যাম দাস যার নাহি বিশ্বাস
সেই সে পাষণ্ডী অবনীতে॥ ২

কিঞ্চ—তাবদ্ গীতিসুগদ্যপদ্যরচনাঃ কর্ত্তুং স্পৃহা জায়তে
গর্ব স্তাবদহো অহং কবিরিতি প্রায়েণ খর্বো নহি।
শ্রীমদ্‌রূপ-সনাতনানুকথনং শ্রীজীবগোস্বামিনঃ
শ্রীগোবিন্দকবে র্বিচিত্রকবিতা যাবন্ন কর্ণং ব্রজেৎ॥ ৯

কিঞ্চ— প্রোৎসাহং নিজবাহিনীষু জনয়ন্নন্যস্য মন্যুস্তথা
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ খলু ভবেদ্‌ভঙ্গায় রঙ্গোদ্যমে।
রৌদ্রোঽয়ং দ্বিরদাবলী-বিদলনে দুর্বারমুজ্জৃম্ভতে
ডিম্ভানাং পরমোৎসবৈঃ শ্রবণগঃ শ্রীমন্নৃসিংহধ্বনিঃ॥ ১০

হৃদয়ান্ধকারবিনাশী অদ্ভুতচন্দ্রমা সেই নিত্যানন্দের জয় হউক (তাঁহার চরণে প্রণত হইতেছি)।

(৯) শ্রীমদ্‌রূপ-সনাতনের অমৃতবিনিন্দী সুললিত কাব্যকলা, শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের বিচিত্র কবিতা যতক্ষণ কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হয়, ততক্ষণ-পর্য্যন্তই সঙ্গীত বা সুন্দর গদ্য-পদ্যাদি রচনা করিতে স্পৃহা হয় এবং অহো! ততক্ষণ-পর্য্যন্তই 'আমি কবি'—এই অভিমানও প্রায়ই খর্ব্ব হয় না!! (১০) এই শ্রীমন্ 'নৃসিংহ'-নামের ধ্বনি

কিঞ্চ—তেষামঙ্ঘ্রিমহোৎপলাধি-মুকুটো যৎ কিঞ্চিদারভ্যতে
তস্যাভীপ্সিতসিদ্ধিরাশু কৃপয়া তৈরেব নিষ্পাদ্যতে।
ইত্যালোচ্য বিমুচ্য ভীতিমভিতঃ স্বচ্ছন্দমত্যুৎসুকঃ
শ্রীবৃন্দাবন-কেলিবর্ণনবিধৌ শ্রীদিব্যসিংহাত্মজঃ ॥ ১১

তত্তন্মহাকবিকৃতে সতি গদ্যপদ্যে
হাস্যায় যদ্যপি ভবেদয়মুদ্যমো মে।
চেত স্তথাপি সততং যততে নু[১] সন্তঃ
শৃণ্বন্তি যচ্ছুকমুখাদপি কৃষ্ণগাথাঃ ॥ ১২

[পক্ষান্তরে—নৃসিংহ-নামক কবির নাম] শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইয়া—স্বীয় সেনাসমূহে (ভক্তবৃন্দে) প্রোৎসাহ এবং অন্যের (অভক্তের) ক্রোধ জন্মাইয়া থাকে, যুদ্ধের উদ্যমভঙ্গের জন্য ইনি বজ্র হইতেও সুদুঃসহ হইয়া থাকেন—এই ধ্বনি (মত্তকামাদি) হস্তিসমূহ-বিদলনে মহাভীষণ ও দুর্ব্বাররূপেই আত্মপ্রকাশ করেন—অথচ স্বীয় শাবকের (লাল্য ভক্তের) পরমোৎসব (সুখরাশি) সম্পাদন করেন !! (১১) তাঁহার চরণপদ্ম মস্তকে মুকুটরূপে ধারণ করিয়া যে-কোনও ব্যক্তি (যৎসামান্য) যে-কোনও কার্য্যই আরম্ভ করুক না কেন—তাহার অভীষ্টসিদ্ধি শীঘ্রই তিনি কৃপাবলোকনে অচিরাৎ সম্পাদন করিয়া থাকেন—এই কথা মনে ভাবিয়া সর্ব্বভয় পরিহারপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দচিত্তে **শ্রীদিব্যসিংহ-পুত্র** * (গ্রন্থকর্ত্তা ঘনশ্যাম দাস) শ্রীবৃন্দাবনীয় কেলিবর্ণনাবিষয়ে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে ॥ (১২) পূর্ব্বকথিত মহাকবিগণ-নির্ম্মিত বহু বহু গদ্য পদ্য বিরাজমান

১। যততেঽত্র।

* শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।

প্রভুর পাদপদ্মে যিঁহো হয় মত্তভৃঙ্গ ॥ কর্ণানন্দ ১২৩ পৃঃ

কিঞ্চ—যস্যান্তে পুরুষক্রমেণ নিয়তং সদ্ধর্মকর্ম্মাদিকং
তচ্চেন্মন্দমতিঃ স্বয়ং ন কুরুতে গচ্ছেৎ স নিন্দাস্পদম্।
উৎপন্নো হি শুকান্বয়ে পরিচিতঃ পক্ষৈশ্চ বক্তা ন চে-
ত্তদ্বংশঃ কিময়ং ভবেন্নহি ভবেদেবং স সন্দিহ্যতে ॥ ১৩

কিঞ্চ —সুনীচৈরুদ্গীতং যদপি হরিলীলান্বিতপদং
বিধাস্যন্তে ধীরাঃ কিমিহ তদলং ন শ্রুতিতটে।
পুরা শুক্তেরন্তর্গতমিতি সমালোচ্য সুচিরং
ন কে যুক্তা মুক্তাফলমপি সহর্ষং বিদধতি ॥ ১৪]

থাকিতেও আমার এই কাব্যরচনার উদ্যম হাস্যাস্পদ হইলেও কিন্তু আমার চিত্ত সততই এই বিষয়ে যত্নশীল হইতেছে। যেহেতু শুক (পক্ষির) মুখেও সজ্জনগণ কৃষ্ণগাথা শ্রবণ করিয়া থাকেন। (১৩) আর এক কথা—যাহার বংশানুক্রমে নিরন্তর সদ্ধর্ম্মকর্ম্মাদি চলিয়া আসিতেছে, অথচ সে যদি মন্দমতি হইয়া স্বয়ং তদনুষ্ঠান-পরাঙ্‌মুখ হয়, তবে সে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। শুক-বংশে উৎপন্ন ও পক্ষসমূহে 'শুক' বলিয়া পরিচিত হইয়াও যদি বক্তা না হয়, অর্থাৎ পাঠ না করে, তাহা হইলে লোকের মনে স্বভাবতঃই এই সন্দেহ হয় যে, ইহা শুকবংশে জন্মিয়াছে কি না? (তদ্রূপ আমিও কবিবংশে জন্মিয়া যদি কবিতা-রচনায় পরাঙ্মুখ হই, তবে কবিরাজবংশে জন্ম হইয়াছে কিনা—এ বিষয়ে লোকের সন্দেহ হইবে।) (১৪) শ্রীহরিলীলাঙ্কিত পদাবলী যদি মহানীচ ব্যক্তিকর্ত্তৃকও উচ্চকণ্ঠে গীত হয়, তবে কি ধীর (গুণগ্রাহী) পণ্ডিতগণ তাহা আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করেন না? প্রাক্‌কালে উহা শুক্তির (ঝিনুকের) অন্তর্গত ছিল—ইহা দীর্ঘকাল সমালোচনা করিয়াও কোন্ অভিযুক্ত (পণ্ডিত) ব্যক্তি মুক্তাফলকে সহর্ষে ধারণ না করিয়া থাকেন? (১৫) যদি কোনও পরম

যদি ব্যক্তং ক্ষুদ্রাৎ কিমপি পরমং বস্তু তদিদং
সতাং গ্রাহ্যং ন স্যাদধিকরণদোষ-স্মরণতঃ।
অসৃঙ্‌মাংসাভ্যন্তর্গত-পশুনখোৎক্ষিপ্তমধুনা[১]
কিমিত্যুক্ত্বা কোঽসৌ[২] ত্যজতি গজমুক্তাফলমিহ ॥ ১৫

অপি চ—সরাগঃ পুন্নাগপ্রভৃতিমহতামদ্ভুতরসে
সদালীনাং ব্যূহোঽপরসুমনসাং ন ক্ষণমপি।
শুচেরেব গ্রাহ্যো গুণ ইতি তদা কঃ খলু সুধী
র্বিদন্ কৃষ্ণস্যেতি ত্যজতি মৃগনাভেঃ পরিমলম্ ॥ ১৬

উদ্যত্তারুণ্যবন্যাস্মিতরুচিলহরী চারুহেলোজ্জ্বলশ্রী-
র্বালাবাপীমুখাম্ভোরুহ-পরিবিলসন্নেত্রভৃঙ্গীপ্রলোভা।
শোভানামেকধাত্রী রুচিরশুচিমনোরত্নদানার্হপাত্রী
সদ্‌বৃন্দানন্দদাত্রী স্ফুরতি হৃদি মম স্রগ্ধরা কাপি মূর্ত্তিঃ ॥১৭

ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং গোবিন্দরত্যঙ্কুরো নাম
প্রথমঃ স্তবকঃ ॥১॥

বস্তু ক্ষুদ্র স্থান হইতেও অভিব্যক্ত হয়, উৎপত্তি-স্থানের দোষ স্মরণ করিয়া কি তাহা সজ্জনগণের গ্রহণীয় হয় না ? রক্তমাংসের মধ্যস্থিত এবং পশু-নখরে উৎক্ষিপ্ত হইলেও এই পৃথিবীতে কে গজমুক্তা ব্যাধহস্তদুষ্ট বলিয়া ত্যাগ করে ? (১৬) পুন্নাগ-প্রভৃতি মহাপুষ্পবৃক্ষের অদ্ভুত-রসে সর্ব্বদার জন্য ভ্রমরকুল অনুরাগী হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য পুষ্পে উহারা ক্ষণকালের জন্যও গমন করে না, 'পবিত্র বস্তুরই গুণ গ্রাহ্য'—এই নীতিই যদি সর্ব্বত্র আদৃত হইত, তবে কোন সুধী ব্যক্তি ইহা কৃষ্ণবর্ণ মৃগনাভির পরিমল

১। মপি কঃ; ২। কিরাতস্বঞ্চেতি।

দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ

যত্রাস্তে মধুপচ্ছলেন মনসঃ শ্রেণী ব্রজৈণীদৃশাং
স্বচ্ছন্দং বনমালয়া পরিচিতা পাদারবিন্দাবধি।
বিদ্যুদ্দাম-সমাবৃতাঞ্জনঘনশ্যামাভিরামদ্যুতি-
মূর্ত্তিঃ কাপি কলাপিনী স্ফুরতু বঃ স্বান্তে নিতান্তোজ্জ্বলা॥ ১

কামোদ (২৪২১)

উজোর হার উর পীতবসনধর ভালহি চন্দনবিন্দু।
মিলিত-বলাকিনী তড়িত-জড়িতঘন উপরে উজোরহি ইন্দু॥
পেখলু অপরূপ শ্যামর ধাম।
কুঞ্জ সমীপ নীপ অবলম্বন রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥ ধ্রু
চরণ অবধি বনমাল বিরাজিত হেরইতে উনমত হোই।
মধুকরছলে কত ব্রজরমণী-চিত তঁহি রহু মতিগতি খোই॥
মুরলী আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি গায়ত কতহুঁ সুতান।
ভণ ঘনশ্যাম দাস চিত ঝুরত মদন রায় মন মান॥ ১

জানিয়াও ত্যাগ করেন ? (১৭) যাহার সদ্যোদ্‌গত তারুণ্যবন্যার উচ্ছ্বাসে রুচি-(লাবণ্য বা স্বাভিলাষ) মালা খেলিয়া বেড়াইতেছে—মনোমদ হেলা-(ব্যক্তশৃঙ্গারসূচক ভাববিশেষ) প্রকটনে যাহাতে উজ্জ্বল শোভা ফুটিয়াছে—বালা (গোপকুমারী)-রূপ সরোবরে প্রস্ফুটিত মুখরূপ কমলে যাহার নেত্ররূপ ভৃঙ্গী প্রকৃষ্ট লোভে নিত্য বিলাস করিতেছে—শোভারাশির একমাত্র (মুখ্য) নিধান, রুচির এবং বিশুদ্ধ মনোরত্নদানের সুযোগ্য পাত্রস্বরূপা—সজ্জনগণের আনন্দদায়িকা কোনও স্রগ্ধরা (মাল্যধারিণী) (শ্রীকৃষ্ণ) মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন॥

ইতি শ্রীগোবিন্দরত্যঙ্কুর-নামক প্রথম স্তবক॥

ইত্থং কৃষ্ণস্য সৌন্দর্য্যমাকলয্য সখীমুখাৎ।
রাধা তদ্দর্শনোৎকণ্ঠাগুণ্ঠিতাত্মানবস্থিতা ॥ ২

অথোজ্জ্বলরসো ধীরৈর্দ্বিবিধঃ কথ্যতে যথা।
স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ ॥ ৩

ন বিনা বিপ্রলম্ভেণ সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
ইত্যাদি মুনিনা প্রোক্তং ক্রমেণ তদিহোচ্যতে ॥ ৪

পূর্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ ॥ ৫

চতুর্বিধাদ্ বিপ্রলম্ভাৎ সম্ভোগঃ স্যাচ্চতুর্বিধঃ।
ক্রমাৎ সংক্ষিপ্ত-সংকীর্ণ-সম্পন্নাখ্য-সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৬

---

(১) যাহাতে মধুকরচ্ছলে ব্রজগোপীদের মানসশ্রেণী নিত্য বিরাজ করে—যাহার চরণারবিন্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ স্বচ্ছন্দভাবে বনমালাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—তড়িৎকান্তি-(বসন) দ্বারা সংবেষ্টিত, অঞ্জন ও ঘন-(মেঘ) বৎ শ্যামল, অভিরামকান্তি-বিশিষ্ট; মহা উজ্জ্বলা কোনও ময়ূরপিঞ্ছভূষিতা মূর্ত্তি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ (২) সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার সৌন্দর্য্যাদি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা তাঁহার দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল ও অধীর হইলেন ॥ (৩) পণ্ডিতগণ উজ্জ্বল রসের দ্বিবিধ বিভাগ করিয়াছেন—(ক) বিপ্রলম্ভ ও (খ) সম্ভোগ। (৪) 'বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।'—এই কথা ভরতমুনি বলিয়াছেন—ক্রমে ক্রমে তাহাই এখানে বলিতেছি। (৫) পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত ও প্রবাসভেদে বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার। (৬) চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভের পরে চতুর্বিধ সম্ভোগ হয়, যথা সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। যদিও সম্ভোগের বহুবিধ অঙ্গ

যদ্যপ্যঙ্গং বহুবিধং বিভর্ত্ত্যঙ্গং তথাপি যৎ।
ব্রজলীলা-স্বাদনার্হং তৎ সংক্ষেপেণ লিখ্যতে ॥ ৭

পূর্বরাগঃ শ্রবণজঃ পূর্বমেব প্রদর্শিতঃ।
রাধায়াঃ কৃষ্ণবিষয়েঽধুনালোকজ উচ্যতে ॥ ৮

তথাহি—লোলাপাঙ্গেঙ্গিতপরশুনাচ্ছিন্ন ধৈর্য্যদ্রুমং মে
স্মিত্বা স্মিত্বা স্মরশিখিকণাং যোজয়ামাস তত্র।
জাগ্রদ্রূপং তমবকলয়ন্ বেণুমাধায় বক্ত্রে
ফুৎকারেণ জ্বলয়তি ভৃশং শ্যামধামা ক এষঃ ॥ ৯

বরাড়ী (কামোদ) ১৫০

সহজই বিষম অরুণ দিঠি অঞ্চল আর তাহে কুটিল কটাখি।
হেরইতে হামারি ভেদি উর-অন্তর ছেদল ধৈরয শাখী ॥
দেখ সখি! বিহরই কো পুন এহ।
পীত বসন জনু বিজুরী-বিরাজিত সজল-জলদরুচি-দেহ ॥ ধ্রু
মৃদু মৃদু ভাষি হাসি উপজায়ল দারুণ মনসিজ-আগি।
যাকর ধূমে ধরম-পথ কুলবতী হেরই বহু পুন ভাগি ॥
তঁহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন আনু আন হৃদয়ক মাঝ ॥

আছে, তথাপি ব্রজলীলার আস্বাদনোপযোগী করিয়া যৎসামান্য লিখিত হইতেছে। (৮) শ্রবণজ পূর্ব্বরাগ পূর্ব্বেই (২।১) প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার দর্শনজ পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইতেছে। (৯) চঞ্চল অপাঙ্গবিক্ষেপরূপ কুঠার দ্বারা আমার ধৈর্য্যবৃক্ষকে ছেদন করত হাসিতে হাসিতে সেই ধৈর্য্যবৃক্ষে আবার কামানলকণা যোজনা করিয়াছেন যিনি, সেই জাগ্রদ্রূপ বেণুটিকে অধরদেশে স্থাপনপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ

অপি চ—চেত শ্চৌরতয়াঙ্কিতা তনুবনী কান্তি র্ঘনশ্যামলা
নিঃশঙ্কা মুরলীরুতিঃ কুলবতী-ধর্মদ্রুমোন্মূলিনী।
দৃক্তারা তড়িতোঽপি চঞ্চলতরা সেয়ং পরা তস্করী
নো জানে সখি মে কয়া বিষময়া চিত্তং হৃতং সম্প্রতি ॥১০

বরাড়ী (১৫১)

অলখিত গতি জিতি বিজুরী-সঞ্চার।
চৌদিশি ধাবই লোচন তার॥
এ সখি অতএ ন পাওল ওর।
কৈছন চিত চোরাওল মোর॥ ধ্রু
জানলুঁ অবহি কয়ল (নিজ) মুঝে হাত।
অতয়ে সে অবশ ভেল সব (মঝু) গাত॥
লোচন যুগল লোরে পরিপূর।
কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর॥
চলইতে চরণ অচল সম ভেল।
কুলবতী-ধরম-করম দূরে গেল॥
কয়ল বিপতি এত অব হরি আয়।
হাহা অবহু ন ছোড়ই তায়॥
পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ।
না বুঝিয়ে কহয়ে ঘনশ্যামদাস॥ ৩

করিতে করিতে তাহাতে ফুৎকারদ্বারা সেই অগ্নিকে পুনঃপুনঃ বা অতি-মাত্রায় জ্বালাইতেছেন—এই শ্যামল বিগ্রহটি কে হে?

(১০) হে সখি! উহার তনুরূপ ক্ষুদ্র বনটি (যুবতিদের) চিত্ত চুরি করিতেই রচিত—কান্তি মেঘশ্যামল, উহার নিঃশঙ্ক মুরলীধ্বনি কুলবতী নারীদের ধর্ম্মবৃক্ষের উন্মূলনকারী, নয়নতারা বিদ্যুতের অপেক্ষাও চঞ্চলতরা,

অপি চ—ধৈর্য্যাদের্নিভৃতং স্থলং কুলবতীচেতঃ পরং নির্ম্মলং
দৈবেনাদ্য বলেন যৌবনজলে ন্যস্তং ঘনশ্যামলে।
মগ্নং ক্বাস্তি ন লক্ষ্যতে পরমিদং হাস্যাস্পদং ভূতলে
পাদান্তং ন পরিত্যজন্তি চ গুণা হা কিং বিধেয়ং ময়া ॥১১

আবাসং পরমস্মদীয়মচিরাদস্মৈ পুরোবর্ত্তিনে
ক্রোধেনৈব হঠাদসৌ স্বয়মদাম্মত্বেতি ধৈর্য্যাদয়ঃ।
অন্যদ্বা বত নঃ করিষ্যতি কিমিত্যাশঙ্ক্য নির্বুদ্ধয়ঃ
পাদান্তে পতিতাঃ করোমি সখি কিং স্থাতুং ন গন্তুং ক্ষমা ॥১২

উহাও আবার মহা তস্করী, আমি জানিনা কোন্ বিষম তস্করী সংপ্রতি আমার চিত্ত চুরি করিয়াছে ?

(১১) লজ্জা-ধৈর্য্যাদির নিভৃত স্থলরূপ পরম নির্মল কুলবতীর চিত্ত-খানি অদ্য দৈবাৎ মেঘশ্যামলকান্তি যৌবন-জলে বলাৎকারে ন্যস্ত (সমর্পিত) হইয়াছে। উহা কোথায় যে মগ্ন হইয়াছে, তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, একথা কিন্তু জগতে বলিতেও হাস্যাস্পদ হইতে হয় যে, ঐ গুণরাজি আমার চরণপ্রান্ত কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছে না, হায় ! আমি কি উপায় করি !! (১২) 'আমাদের পরম (সুন্দর) আবাসস্থলটি (চিত্ত) উনি (শ্রীরাধা) স্বয়ং ক্রোধ করিয়া ঝটিতি ঐ সম্মুখবর্ত্তী (শ্যামল-সুন্দর) পুরুষটিকে হঠাৎ দান করিয়াছেন'—এই মনে করিয়া এবং 'আমাদের আরও কি না দুর্দ্দশাই করিতে পারে'—এই আশঙ্কা-পূর্ব্বক বুদ্ধিহীন ধৈর্য্যাদি সকলে আমার চরণতলে পড়িয়াছে, হা সখি ! আমি এখন এস্থানে অবস্থান করিতে বা গৃহে যাইতেও আর পারিতেছিনা ! [হায় কি করি, বলত !!]।

বরাড়ী

দূর অবগাহ পয়োনিধি ভাঁতি।
যৌবনজল তাহে শ্যামর কাঁতি॥
দেখ সখি না বুঝিয়ে দৈবকি রীত।
তহি ডারল মঝু নিরমল চিত॥ ধ্রু
ধৈরয আদি সকল গুণ মেলি।
নিশিদিশি বসিয়া করতহি কেলি॥
সো সব গুণ অব আকুল হোয়।
চরণে লাগি পুন রোওই মোয়॥
না বুঝিয়ে তহু যো নিজঘর খোই।
রহইতে শকতি অবধি করু কোই॥
কিয়ে নিজপর কিয়ে হিত অহিত।
বিপতি সময়ে করু সব বিপরীত॥
ধৈরয পদ অবলম্বন কেল।
মন্দির চলইতে সঙ্কট ভেল॥
কহ ঘনশ্যামর দাস উচিত।
বাধি লেহ তুহু শ্যামর চিত॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগোঽপি তাদৃশঃ।
তত্রানভিজ্ঞঃ সুবল স্তমালোক্য বিশঙ্কতে॥ ১৩

তথাহি—নাস্যে হাস্যরসঃ কথা ন চ তথা বেণৌ ন ধেনৌ স্বধী-
রুল্লাসো ন দৃশোস্তনৌ মরকতাদর্শপ্রভা নাদ্যতে।
ম্লানেন্দীবর-সন্নিভং মুখমিদং দৃষ্ট্বা সখেদং সখে!
নো জানে মম কিং করোতি হৃদয়ং হৃদ্যং কথং নোদ্যতে॥১৪

---

(১৩) শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগও শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগবৎ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগবিষয়ে অনভিজ্ঞ সুবল তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নানাবিধ শঙ্কা

দেশাগ (৫৫)

অনুখণ হেরিয়ে তোহে আনচিত।
দূরে গেও মুরলী-আলাপন গীত ॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ-সাঁঘাতি।
তুয়া মুখ হেরি জ্বলত মঝু ছাতি ॥
[মরকত জিনি যো কলেবর কাঁতি।
সো অব ঝামর কুবলয় ভাঁতি ॥]
হেরইতে নিরমল লোচন তোর।
কো জানে কৈছন করত হিয়া মোর ॥
শুনইতে ঐছন সহচর-বাণী।
ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পাণি ॥
দুর অবগাহ হৃদয়-অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ৫ ॥

অথৈতস্মিন্নবসরে সখীভিঃ সহ রাধিকা।
পুষ্পাবচয়নং কর্ত্তুং প্রমদা-বনমাগতা ॥ ১৫

কৃষ্ণোঽপি নিভৃতং গত্বা ক্বচিৎ কুঞ্জলতান্তরে।
নিগূঢ়াঙ্গঃ স্থিতঃ শ্রোতুং তাসাং সংলাপ-মাধুরীম্ ॥ ১৬

করিতেছেন। (১৪) হে সখে! তোমার মুখে হাস্যরস নাই, কথাও সরস নয়, বেণুবাদনে বা গোচারণে তোমার মন নাই, নয়নে উল্লাস নাই, তোমার দেহের মরকতাভ কান্তি এক্ষণে ম্লান হইয়াছে! মলিন পদ্মের ন্যায় তোমার এই বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া সখা হে! আমার হৃদয় যে কেমন করিতেছে, তাহা আমি জানিনা, তোমার অন্তরের কথাটি কেন বলিতেছ না হে?

তত্র সংলাপো যথা—

দৃষ্টং যদস্থ বনমালি বিচিত্ররূপং
তস্মিন্ন কস্থ হৃদয়ং নিতরাং রমেত।
কৃষ্ণং বিলোক্য পথি কিং তরলাসি রাধে
নৈবং বিচিত্রবিপিনং স্ফুটমেব বচ্মি ॥ ১৭

প্রেয়ানেষ বিধু র্যথা সখি শুচৌ তদ্বচ্ছিখাবান্ হি মে
দাক্ষিণ্যেন সদাগতিঃ সুমনসামামোদদঃ সর্বতঃ।
কৃষ্ণং কাম্যসি রাধিকে নন্থু কয়া কৃষ্ণ-প্রসঙ্গঃ কৃতঃ
শুভ্রাংশ্বগ্নিমরুৎস্বধম্বনিহ হা ধন্যাসি বাল্যায়সে ॥ ১৮

---

(১৫) অনন্তর ঠিক সেই অবসরে (প্রমদা) শ্রীরাধিকা সখীগণ-সহ প্রমদকাননে কুসুম চয়ন করিতে আসিলেন। (১৬) শ্রীকৃষ্ণও তখন নিভৃতভাবে কোনও কুঞ্জলতার অন্তরালে নিগূঢ়াঙ্গ হইয়া তাঁহাদের সংলাপ- (পরস্পর রহস্যালোচনা) মাধুরী-শ্রবণলালসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে **সংলাপ** বর্ণনা করিতেছেন—(১৭) শ্রীরাধা বলিতেছেন—'হে আলি ! অন্ত যে বিচিত্ররূপ বনশোভা দর্শন করিলাম, তাহাতে কাহার চিত্তে না আনন্দ জন্মে ?' [মূল শ্লোকের 'বনমালিবিচিত্ররূপ-শব্দে বনমালী কৃষ্ণের বিচিত্র রূপ'—এই ব্যাখ্যা করিয়া সখী বলিলেন—] হে রাধে ! পথে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া কি চঞ্চলা হইয়াছ ? শ্রীরাধা— না, না—সে কথা নয়। বিচিত্র বিপিনের কথাই ত পরিষ্কারভাবে বলিতেছি। (১৮) শ্রীরাধা—হে সখি ! আষাঢ় মাসে এই চন্দ্রমা যেমন প্রীতিকর হয়, তদ্রূপ হিমে (শীতকালে)ও শিখাবান্ (অগ্নি) সকলের তৃপ্তিকর হয়। সদাগতি (পবন) দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া

সানন্দং হৃদয়ং সুশীতলকরং দৃষ্ট্বা স্বয়ং নির্ম্মলা
দৃষ্টিঃ কাময়তে বিধুং দিনপতেরালোকনেঽপ্যক্ষমা।
যদ্বৃত্তে পরমোজ্জ্বলে সখি হরৌ তৃষ্ণা ন কস্য প্রিয়ে
মৈবং বচ্মি নিশাপতিং সুচতুরে প্রোক্তং তদন্যৎ কয়া॥ ১৯

এবঞ্চেদ্ বসসি[১] স্মিতং ন কুরুষে ক্ষেমং তদা ভাবিনি !
প্রত্যর্থং বিবিধং বিভাবয়সি চেত্তত্রোত্তরং নাস্তি মে।
ইত্থং হাস্যসুধাঝরী মৃগদৃশামন্যোন্যবাক্‌চাতুরী
তাং চিন্বন্নবলোকয়ংশ্চ সুষমাং গূঢ়ো হরিঃ পাতু বঃ॥ ২০
[চতুর্ভিঃ কুলকম্]

সর্ব্বদিকে পুষ্পরাজির সুগন্ধ বিস্তার করে। [শুচি-শব্দে শৃঙ্গার, শিখাবান্-শব্দে ময়ূরপুচ্ছধারী কৃষ্ণ, দাক্ষিণ্য-শব্দে আনুকূল্য, সদাগতি-শব্দে সর্ব্বদা আগমন, 'সুমনসাং'-শব্দে মনস্বিনী নারীদের, 'আমোদদঃ'-শব্দে আনন্দপ্রদ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া সখী বুঝিলেন—'হে সখি ! শৃঙ্গার-উদ্দীপনে এই বিধু যেমন আমার প্রিয়, তদ্রূপ শিখিপিঞ্ছধারী কৃষ্ণও আমার প্রিয়। তিনি যদি অনুকূল হইয়া সর্ব্বদা আগমন করেন, তবে মনস্বিনী নারীদের সর্ব্বথা আনন্দপ্রদ হইয়া থাকেন।'] তখন সখী বলিলেন—রাধিকে ! তুমি কৃষ্ণকে কামনা করিতেছ বুঝি ? রাধা—কে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিল হে ? হায় হায় ! চন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু-প্রভৃতির সুন্দর স্থলেও সংশয় করিতেছ ? তুমিই ধন্যা [অর্থাৎ অধন্যা]। বালকের মত তোমার আচরণ হে !! (১৯) শ্রীরাধা—বিধুর সুশীতল কর (কিরণ) দর্শন করিয়া হৃদয়ে আনন্দ হইতেছে, দৃষ্টি নির্ম্মল হইয়া

১। বদসি।

ইত্যাকর্ণ্য ততঃ কৃষ্ণো বিনির্গত্য বহিঃ স্থিতঃ।
তমালোক্য স্বরঃ কিঞ্চিৎ স্বাভিযোগং ব্যনক্তি সা॥ ২১

তত্র **স্বয়ং দৌত্যং** যথা—

তিরোহিতা ধানশ্রীঃ

শীতলকর-কর পরশহি মীঠ।
যাহে হেরি নিরমল হোওত-দীঠ॥

এ হরি তোহারি তিলক-নিরমাণে।
হেরি নিশাপতি করি অনুমানে॥ ধ্রু

অতএ সে লোচন পুন পুন চাহ।
ইথে জানি আন বুঝ বিমন মাহ।

বিধিনিরমিত কছু কহন ন জাত।
দিনপতি দরশনে দিঠি জরি জাত॥

কহ ঘনশ্যামদাস মুখ গোই।
কহইতে আন আন জনি হোই॥ ৬

স্বয়ং বিধুকেই কামনা করিতেছে, যেহেতু উহা দিনপতি সূর্য্যের দিকে দর্শন করিতেও অক্ষমা। সখী—হে সখি! সুচরিত্র, পরম উজ্জ্বল, প্রিয়তম হরিতে কাহার না তৃষ্ণা (লোভ) হয়? শ্রীরাধা—হে সুচতুরে, ঐ কথা নয়, নিশাপতির বিষয়েই বলিয়াছি, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কথা তোমাকে কে বলিল হে? (২০) সখী—হে ভাবিনি! এই কথাই যদি বল, এবং যদি মৃদু মধুর হাস্যও না কর—তবে তোমারই ভাল হউক। শ্রীরাধা—প্রত্যেক বিষয়ে তুমি যদি বিবিধ বিরুদ্ধ ভাবনাই কর, তবে তাহাতে আমার আর বলিবার কিছুই নাই। এইভাবে সেই

পরতন্ত্রতয়া যূনোরপ্রাপ্তাভীষ্টয়োরিহ।
পূর্বরাগোঽপি বিরহাবস্থা যোগো বিয়োগবৎ ॥ ২২

অথৈতস্যা **আপ্তদূতীবাক্যং** কৃষ্ণাগ্রে যথা—

শয্যায়াং ন তনু দিনং দিনমতিক্ষীণা চ দৃষ্টিঃ ক্ষিতৌ
সন্তত্যাবহতীক্ষণাম্বু চরণাল্লেখঃ স্থিতি র্নিজনে।
চেতোবৃত্তি-বিবিৎসুকপ্রিয়সখী-প্রশ্নেঽপি নাস্ত্যুত্তরং
নো জানে কিমভূদুপেন্দ্র! হৃদয়ে তস্যা স্ত্বদালোকতঃ ॥ ২৩

মৃগনয়না গোপীদের পরস্পর বাক্‌চাতুরীসহ হাস্যামৃতনির্ঝর প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিগূঢ়াঙ্গ হরি ঐ চাতুরী ও হাস্যসুধা সঙ্কলনপূর্ব্বক তাঁহাদের সুষমা দর্শন করিতে করিতে তোমাদিগকে পালন করুন অর্থাৎ তাৎকালীন সেবারসদানে আনন্দিত করুন। (২১) এই আলাপশ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণ লতান্তরাল হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া সেই শ্রীরাধা সামান্যভাবে স্বাভিযোগ প্রকাশ করিতেছেন।

(২২) পরাধীনতা-প্রযুক্ত নায়ক-নায়িকার অভীষ্ট প্রাপ্তি না হইলে এই পূর্ব্বরাগেও উভয়ের বিয়োগবৎ বিরহাবস্থা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (২৩) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে শ্রীরাধার আপ্তদূতীবাক্য যথা—শ্রীরাধা শয্যায় শয়ন করেন। দিন দিন উহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইতেছে, অবিরলধারে অশ্রুপাত করিয়া মহী লিখিতেছে, নির্জনে অবস্থান করিতেছে; চিত্তবৃত্তি জানিবার জন্য প্রিয়সখী প্রশ্ন করিলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায় না,—হে উপেন্দ্র (কৃষ্ণ)! তোমার দর্শন—প্রভাবে তাহার হৃদয়ে যে কি ভাব হইয়াছে, তাহা ত বুঝিতে পারি না!!

সিন্ধুড়া (১৫৫)

সখীগণ সঞ্জে নাহি হাস-পরিহাস।
অনুখন ধরণী-শয়নে অভিলাষ॥
এ হরি যব ধরি পেখলুঁ তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয়॥ ধ্রু
নয়ন-কমলে জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায়॥
তহি যব প্রিয়সখী আওত কোই।
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই॥
যতনে পুছিয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেয়ই রোয়ে উতরোল॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয়ে অভিলাষ।
না বুঝিয়ে কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৭

অথাভিসারঃ। তত্রাদৌ তৈর্ব্যক্তং লক্ষণং যথা—

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা॥ ২৪
নাগস্যেব গতির্নিতম্বিনি তব স্বাভাবিকী মন্থরা
বিন্যাসঃ পদয়ো র্ভবেৎ প্রতিপদং বীক্ষ্যান্ধকারাধ্বনি।
আকল্পং সময়োচিতং বিরচয় প্রেষ্ঠস্য সম্ভাষণে
যামিন্যাঃ প্রথমক্ষণেঽভিসরণং মন্যে পরং পর্বণঃ॥ ২৫

---

(২৪) এক্ষণে **অভিসার** বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-কৃত লক্ষণ—"যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায় বা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা বলে।" এই নায়িকা জ্যোৎস্না ও অন্ধকারে গমন-যোগ্য বেশভূষাদ্বারা জ্যোৎস্নী ও তামসীভেদে দ্বিবিধ। (২৫) হে

হারং সুন্দরি নীলরত্নখচিতং কুঞ্জপ্রয়াণোদ্যমে
দত্ত্বার্ঘ্যং কুচহেমমঙ্গলঘটং কস্তূরিকাভি র্বৃণু।
মঞ্জীরং মণিকিঙ্কিণীঞ্চ দিশ মে হস্তেহস্তু কুঞ্জান্তিকং
গত্বাভ্যাঞ্চ বিভূষয়ামি চরণদ্বন্দ্বং নিতম্বঞ্চ তে ॥ ২৬

কামোদ

সহজই মন্থর গতি জিতি কুঞ্জর আরো তাহে ঘন আঁধিয়ার।
প্রতিপদ নিরখি নিরখি তহি হোওব চলইতে চরণ-সঞ্চার ॥
সুন্দরি! সমুচিত করহ সিঙ্গার।
কানু-সম্ভাষণে শুভখন মানিয়ে পহিল রজনী-অভিসার ॥ ধ্রু
নীলরতনগণ বিরচিত ভূষণ পহিরহ নীলিম বাস।
মৃগমদে ভরু কুচ কয়ল কলস যাহে শ্যামর অধিক উল্লাস ॥
গুপত বেকত কর কিঙ্কিণী নূপুর এ দুহু রহু মঝু পাশ।
কেলিনিকুঞ্জ- নিকটে পহিরাওব কহ ঘনশ্যামর দাস॥

নিতম্বিনি! গজরাজবৎ তোমার গতি স্বাভাবিকই মন্থরা, অন্ধকারপথে প্রতিপদেই পথ দেখিয়া পদবিন্যাস করা উচিৎ। সময়োচিত বেশভূষাদি রচনা কর—প্রিয়তমের সম্ভাষণ-বিষয়ে রাত্রির প্রথমক্ষণে অভিসার করাই মহানন্দকর বলিয়া মনে করি অথবা পর্ব (অমাবস্যা)-রাত্রির প্রথমক্ষণে অভিসারই উত্তম বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। (২৬) হে সুন্দরি! নিকুঞ্জাভিসারের কালে নীলরত্নখচিত হার পরিধান কর, কুচদ্বন্দ্বরূপ হেম মঙ্গলঘটে কস্তূরিকা দ্বারা অর্ঘ্য দান করিয়া উহাকে আবরণ কর। নূপুর ও মণিময় কিঙ্কিণী আমার হস্তে অর্পণ কর দেখি, কুঞ্জনিকটে গিয়া এই মঞ্জীর ও মণিকিঙ্কিণী দ্বারা আমি যথাক্রমে তোমার চরণদ্বয় ও নিতম্বদেশের শোভাবিধান করাইব।

অথ **সংক্ষিপ্তসম্ভোগঃ**। তল্লক্ষণং যথা—

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বস-ব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥

রহঃ সংপ্রাপ্তয়ো র্যূনো র্দর্শন-স্পর্শনাদিভিঃ।
দ্বয়োরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ইষ্যতে ॥ ২৭

তথা হি—দৃষ্ট্বা ত্বন্মুখপঙ্কজাদ্ভুতরুচিং কৃষ্ণাক্ষি-ভৃঙ্গদ্বয়ী
বিস্মৃত্যাত্মগতিং[১] প্রবিষ্টমিহ যদ্‌যোগ্যং তদেতৎ পরম্।

ত্বন্নেত্রালিযুগং রহস্যপি চিরাৎ প্রাপ্যাপ্যপূর্বাম্বুজং
কৃষ্ণাস্যং যদিহ ক্ষণং ন লভতে স্থৈর্য্যং তদেতৎ কথম্ ॥ ২৮

---

(২৭) অথ **সংক্ষিপ্ত** সম্ভোগ—উহার লক্ষণ যথা 'উজ্জ্বলে'—যেস্থলে লজ্জা, ভয় ও অসহিষ্ণুতাদি বশতঃ নায়ক-নায়িকা সম্ভোগাঙ্গ বস্তুসমুদায় অল্পমাত্রায় ব্যবহার করে, তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। নির্জ্জনে মিলিত যুবক-যুবতীর দর্শনস্পর্শনাদি দ্বারা উভয়ের উল্লাসোপরি যে ভাব হয়, তাহাকে সম্ভোগ কহে।

(২৮) তোমার মুখকমলের অদ্ভুত শোভা দর্শন করিয়া কৃষ্ণনেত্র-ভৃঙ্গদ্বয় নিজের গতি বা চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া যে এই তোমার মুখ-কমলেই নিবিষ্ট হইল—ইহা পরম যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু তোমার এই নেত্রভ্রমরদ্বয় বহুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণবদনরূপ অপূর্ব্ব কমলকে নির্জ্জনেও প্রাপ্তি করিয়া যে তাহাতে ক্ষণকালও স্থিরতা লাভ করিতে পারিল না—

১। অন্যগতিং।

পাদান্তং ক্ষণমীক্ষতে সচকিতং গাত্রং স্বকীয়ং তথা
যাতায়াতমলক্ষিতং প্রকুরুতে কৃষ্ণাস্যপদ্মে মুহুঃ।
এষা কিং বরমাধুরী-পরিচয়ে চাতুর্য্যচর্য্যাচরী
ত্বন্নেত্রভ্রমরী সুহৃদ্ভ্রমকরী ভীরু র্বরীবর্ত্তি কিম্ ॥ ২৯

কামোদ

তুয়া মুখকমল দূর সঞে হেরইতে হরিলোচন অলি জোর।
বিছুরল চপল চরিত সব তৈখনে মাতি রহল তঁহি ভোর॥
সুন্দরি মঝু মনে হোত সন্দেহ।
কথি লাগি চঞ্চল তুয়া লোচন-অলি কতিহু না বাঁধই থেহ॥ ধ্রু
ক্ষণে নিজচরণ- কমল অবলম্বই ক্ষণে শঙ্কিত নিজ গীত।
ক্ষণে ক্ষণে কামুক বদন-সরোরুহে অলখিতে আওত যাত॥
কিয়ে রসমাধুরী পরিখন-চাতুরী কিয়ে পিবই নাহি জান।
কহ ঘনশ্যাম দাস সখি বুঝহ মনহি মনহি অনুমান॥ ৯

সাকূতস্মিতয়ো র্নিকুঞ্জগতয়ো স্তর্ষান্মিথঃ পশ্যতো-
রাশ্লেষোত্থতয়ো রসেচনকতামন্যোন্যতঃ প্রাপ্তয়োঃ।
সুস্নিগ্ধাধরপান-পাত্রকলনাস্পর্দ্ধাবৃতান্যার্থয়ো
রাধা-মাধবয়ো র্দিশন্তু তরলাপাঙ্গচ্ছটা বঃ সুখম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং গোবিন্দরতি-পল্লবো নাম
দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ ॥ ২ ॥

ইহার হেতু কি বল দেখি রাধে? (২৯) তোমার এই নেত্রভ্রমরী ক্ষণকাল তোমার চরণতলে দৃষ্টিপাত করিতেছে, কখনও বা স্বীয় গাত্রের প্রতি সচকিত নিরীক্ষণ করিতেছে, আবার মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণবদনকমলে অলক্ষিতভাবে যাতায়াতও করিতেছে! ইহা কি বরমাধুরীর পরীক্ষা

তৃতীয়ঃ স্তবকঃ

অথ সঙ্কীর্ণসম্ভোগঃ স চ মানজ উচ্যতে।
যত্র সঙ্কীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ ॥
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ।
প্রেমৈব হেতুর্মানস্য তৈরুক্তং লক্ষণং যথা ॥
অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনো র্মান উদঞ্চতি ॥ ১

অপি চ—স্নেহং বিনা প্রিয়ং ন স্যান্নের্ষ্যা চ প্রণয়িং বিনা।
তস্মান্মান-প্রকারোঽয়ং দ্বয়োঃ প্রেম-প্রকাশকঃ ॥ ২

তথা হি—পদ্মালী মৃদুলা পরং সুমনসাং বৃন্দে মনোহারিণী
স্নিগ্ধত্বেন বিশেষতঃ প্রিয়তমা সৌখ্যপ্রদাত্রী শুচৌ।
কৃষ্ণস্যেতি বচো নিশম্য পিশুনাম্মত্বা পরাশংসনং
রাধা নম্রমুখী বভূব সহসা হিত্বাভিসারোদ্যমম্ ॥ ৩

অথ তাং মানিনীং বীক্ষ্য কৃষ্ণদূত্যাহ ভাষয়া।

করিবার জন্য চাতুর্য্যবিশেষ প্রকট করিতেছে? অথবা ঐ ভয়শীলা নেত্রভঙ্গী সুহৃদ্গণের ভ্রম জন্মাইয়া জন্মাইয়া ইতস্ততঃ অবস্থান করিতেছে?

(৩০) সাভিলাষ-মৃদুহাস্যযুক্ত, নিকুঞ্জগত, তৃষ্ণায় পরস্পরকে দর্শনকারী, আলিঙ্গনে উদ্যত, পরস্পর দর্শনে আনন্দের অবধিতেও অতৃপ্ত, সুস্নিগ্ধ অধরচষকের গ্রহণেও মহাগর্ব্ববশতঃ অন্য অর্থ-(প্রয়োজন) বরণকারী শ্রীরাধামাধবের চঞ্চল অপাঙ্গ-(নেত্রপ্রান্ত) চ্ছটা তোমাদের সুখদান করুন ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দরতিপল্লব-নামক দ্বিতীয় স্তবক ॥

তথা হি—কালিন্দী-কিনারে কান বৈঠহি তুহারি ধ্যান
একহু পলকক যুগ কোটি কোটি মানহি।
কুহু কুহু লিয়ে তান কোকিলাক শারী গান
দু-শরে অঙ্গবাণ হোই প্রাণ হানহি॥
ফুলহি বিছাই সেজ দূরহি দূর নু তেজ
শ্রবণে বয়নে আওর আন নাহি বাতহি।
বাঁশুরী মে সোই ঠাম নেতহি তোহারি নাম
যামিনী সো যাম যাম যায় হোয় যাঁতহি॥ ১

---

(১) এক্ষণে **সঙ্কীর্ণ** সম্ভোগের বিষয় বলিতেছি—উহা মানের পরে সংঘট্যমান হয়। নায়ককৃত ব্যলীক (বিপক্ষযূথের গুণকীর্ত্তন বা স্ববঞ্চনাদিরূপ অপ্রিয়) স্মরণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা আলিঙ্গন-চুম্বনাদি উপকরণ-সমূহ যেস্থলে সঙ্কীর্ণ (মিশ্রিত) হয়, তাহাকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলে; ইহাতে কিঞ্চিৎ তপ্ত ইক্ষুচর্বণের ন্যায় যুগপৎ উষ্ণতা ও স্বাদুতা অনুভূত হয়। প্রেমই মানের নিদান—প্রাচীন রসশাস্ত্রকারগণ এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। সর্পের স্বভাবকুটিলা গতির ন্যায় প্রেমেরও (সহজবক্রা) গতি, সুতরাং নায়ক-নায়িকার মানোদয়ে কোনও হেতু থাকিতেও পারে, আবার নাও থাকিতে পারে।

(২) অধিকন্তু স্নেহ ব্যতীত প্রিয় হয় না আর ঈর্ষাও প্রণয়িজন ব্যতীত অন্যত্র হয় না অতএব এই মানের প্রকার নায়ক-নায়িকাগত প্রেমেরই প্রকাশ করে।

(৩) 'পুষ্পরাজিমধ্যে পদ্মালি (পদ্মসমূহই) পরম মৃদুল, মনোহর, বিশেষতঃ স্নিগ্ধস্পর্শ বলিয়া গ্রীষ্মকালে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রীতিকর ও সুখ-দায়ক'—দূতীমুখে এই বাক্য শুনিয়া অন্যার্থ (পদ্মালী=পদ্মার সখী চন্দ্রাবলী, সুমনসাং=মনস্বিনী নারীবৃন্দের, শুচী=শৃঙ্গার রসে) করিয়া

সংস্কৃতেন—

জ্ঞাতং স্বপ্নেঽপি তস্য শ্রুতিরুতি-[১]মতিষু ত্বাং বিনা নান্যদস্তী-
ত্যস্মান্মানান্ধকারং ত্যজসি ন হৃদয়াৎ কৃষ্ণবর্ণভ্রমেণ।
বন্দে দেবি প্রসীদ ত্যজ গমন-বিধৌ চাতুরী বক্রিমাণং
ত্বদ্বিশ্লেষে সমর্থো নহি স গিরিধরঃ স্বাঙ্গসন্ধারণেঽপি ॥ ৪

গান্ধার (৫৩৭)

তুয়া বিনু কানু আন নাহি জানত ফুলশরে জর জর দেহ।
তুহুঁ বিনি মান আন নাহি জানসি অপরূপ তোহারি সিনেহ ॥
সুন্দরি! দূর কর বচন-বিভঙ্গ।
তোহারি বিরহ-জ্বরে সো গিরিবরধর ধরই না পারই অঙ্গ ॥ ধ্রু
কি কহব তোহে অতি তোহারি চরণে নতি কহইতে বচন না ফুর।
এতহুঁ পরাভব শুনইতে তুহুঁ যব অবহি ন চাতুরি দূর ॥
হেরইতে রীত ভীত মঝু চিতহিঁ কঠিন হৃদয় হেন মানি।
কহ ঘনশ্যাম দাস তুয়া পাশহিঁ অতয়ে সে ঐছন বাণী ॥ ২

শ্রীরাধা ঈর্ষাবশতঃ অন্য নায়িকা চন্দ্রাবলীর প্রশংসা হইল মনে ভাবিয়া সহসা অভিসারচেষ্টা ত্যাগপূর্ব্বক নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। তাঁহাকে মানিনী দেখিয়া কৃষ্ণদূতী ভাষায় (বঙ্গভাষায়) বলিতেছেন—

(৪) তুমি জান যে, স্বপ্নেও কৃষ্ণের কর্ণে, বাক্যে ও মনে তোমা-বিনা অন্য কিছুই নাই, তথাপি কৃষ্ণবর্ণভ্রমে হৃদয় হইতে মানান্ধকার ত্যাগ করিতেছ না!! হে দেবি! চরণে প্রণত হই; প্রসন্না হও, অভিসার-বিষয়ে চাতুর্য্যবক্রতা ইত্যাদি ত্যাগ কর। তোমার বিরহে সেই গিরিবরধর নিজের দেহধারণেও অক্ষম হইয়াছে!!

১। রতি-।

অপি চ—কান্তে ধ্বান্তে নিতান্তে নিবসতি বিপিনে মাধবী বীরুধান্ত
ধ্যানালম্বী লয়েন ক্ষণমপি ভবতীং বীক্ষ্য সন্ধুক্ষ্যমাণঃ।
দম্ভোলেরপ্যসহ্যং কলয়তি বিকলঃ কোকিলাধ্বানমুচ্চৈ-
র্ভঙ্গাদ্ভূয়ঃ সমাধে র্বিলুঠতি ধরণৌ ব্যগ্রচিত্তঃ প্রিয়স্তে ॥ ৫

গান্ধার (৪৯১)

ঘোর তিমির অতি ঘন কাজর জিতি নিবসই বিপিনে একান্ত।
পিক-কুল বোলে সমাধি সমাপই চমকি নেহারই পন্থ॥

মানিনি! ইথে কিয়ে নাহি অবধান।
নিমিখ বিমুখে যছু জীবন-সংশয় কি ফল তা সঞে মান॥ ধ্রু

যাক শয়ন পুন শিরীষ কুসুম জনু অতি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো বিরহানলে লুঠই মহীতলে লোরে ততহিঁ করু পঙ্ক॥

পেখলুঁ সো পুন তোহারি পরশ বিনু পানী-বিহনে জনু মীন।
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি জগমাহা ঐছন প্রেমক চিন॥ ৩

অনাগতিমনালোচ্য নিশাশেষং প্রতীক্ষ্য চ।
রাধায়াঃ কেলিনিলয়ং স্বয়মেব সমাগতঃ॥ ৬

---

(৫) নিবিড় অন্ধকারময় বনপ্রদেশে মাধবীলতার তলে প্রাণকান্ত বসন্ত-ঋতুতে বাস করিতেছে—চিত্তের লয় (সমাধিভঙ্গ)-বশতঃ ক্ষণ-কালের জন্যও তোমাকে দেখিয়া আবার উদ্বেজিত হইতেছে। কোকিলের উচ্চ কলধ্বনিশ্রবণে বিকল হইয়া বজ্রনাদ হইতে অসহ্য যন্ত্রণাবোধ করিতেছে এবং তাহাতে সমাধিভঙ্গ হইলে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তোমার প্রিয়তম ধরাতলে লুণ্ঠন করিতেছে !!

সা সমীক্ষ্য হরে র্বক্ষঃ কুঙ্কুমাদিভিরঙ্কিতম্ ।
ভোগাঙ্কমিতি তন্মত্বা খণ্ডিতা-পদমাস্থিতা ॥ ৭

তৈরুক্তং যথা—

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্ ।
ভোগলক্ষণাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা ॥ ৮
অদোষেঽপি হরৌ দোষমারোপ্য পরমের্ষয়া ।
ধীরাধীরগুণোপেতা তমাহ স মনাক্ স্মিতম্ ॥ ৯

তথাহি—একশ্চন্দ্রো নভসি স পুনঃ কৃষ্ণসারাঙ্কধারী
ম্লানোঽপি স্যাদরুণকিরণৈ র্লজ্জয়া নাহ্নি ভাতি ।
ভোস্ত্বদ্বক্ষোবিরতি বিদিতা হন্ত চন্দ্রাবলীয়ং
কান্ত্যাত্যন্তোজ্জ্বলরুচিমহো যদ্ দিবাপি ব্যনক্তি ॥ ১০

---

(৬) স্বীয় অন্যগতি বিবেচনা না করিয়া এবং নিশা শেষ হইল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীরাধার কেলিগৃহে সমাগত হইয়াছেন। (৭) শ্রীরাধা কৃষ্ণের বক্ষঃ কুঙ্কুমাদি-দ্বারা অঙ্কিত দেখিয়া এবং তাহা অন্যনায়িকার ভোগাঙ্ক মনে করিয়া খণ্ডিতাভাবাপন্ন হইলেন। খণ্ডিতালক্ষণ যথা উজ্জ্বলে—(৮) পূর্বসঙ্কেতিত আগমনকাল উল্লঙ্ঘনপূর্বক যাহার প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীর সহিত নিশা যাপন করত তদীয় ভোগচিহ্নধারণে প্রাতঃ-কালে সমাগত হয়েন, তদ্দর্শনে পূর্বনায়িকা খণ্ডিতাভাব প্রাপ্ত হয়েন। (৯) হরি নির্দ্দোষ হইলেও তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পরম ঈর্ষাভরে ধীরাধীরত্ব-গুণযুক্তা রাধা ঈষৎ হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন— (১০) একটি মাত্র চন্দ্র আকাশে উদিত হইয়া থাকে, তাহাও আবার কৃষ্ণসার-মৃগচিহ্ন ধারণ করে, অরুণকিরণে ম্লানও হইয়া যায়, অতএব লজ্জাবশতঃ

অপি চ—চন্দ্রানূরুদ্বয়মুপহৃতং দিব্যশক্ত্যা যয়া তে
হিত্বা তৎসেবনমনুচিতং প্রাতরন্যত্র গন্তুম্।
দত্তালোকস্ত্বদপি যদিতো নাধুনাপি প্রয়াসি
জ্ঞাতং তস্মাদহমকরবং প্রাগজনৌ ভূরিভাগ্যম্ ॥ ১১

যথারাগ (৩৮-৪)

গগনহি এক চাঁদ নাহি দোসর ধরু তাহে কালিম চিন।
অরুণ কিরণে পুন লাজে মলিন তনু বেকত না হোয়ত দিন॥
মাধব! অপরূপ তোহারি বিলাস।
তুয়া উর-অম্বরে চাঁদঘটা অব দিনহিঁ হোত পরকাশ॥ ধ্রু
বিহিক শকতি জিতি কোন কলাবতী অরুণ ঘটায়ল তায়।
তছু সেবন বিনু প্রাতরি তোহে পুন আনত গমন না জুয়ায়॥
জানলু অতয়ে কয়লি হাম বহু পুন যব তুহুঁ অবহুঁ না যাব।
কহ ঘনশ্যাম দাস হাম কৈছনে ঐছন দরশন পাব॥ ৪

অথ **কলহান্তরিতা**। তৈ র্যথোক্তং—
যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥ ১২

দিবসে প্রকাশ পায় না; ওহে! তোমার হৃদয়াকাশে ঐযে চন্দ্রাবলী দেখা যাইতেছে, অহো! ঐ চন্দ্রমালা দিবসেও যে কান্তিতে অতি উজ্জ্বল শোভা প্রকাশ করিয়াছে!! (১১) যে দিব্যশক্তি (পরম প্রেয়সী) তোমার ঊরুদ্বয়ে চন্দ্রমালা উপহার দিয়াছে—তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে অন্যত্র গমন অনুচিত। আমাকে দর্শন দিয়াও যে এখনও এস্থান হইতে যাইতেছ না, তাহাতেই জানিলাম যে, আমি পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য করিয়াছিলাম। (১২) অথ কলহান্তরিতার লক্ষণ যথা উজ্জ্বলে—'যে

গতেঽস্যা ভবনাৎ কৃষ্ণে মানোপি মানসাদিতঃ।
অপি প্রিয়সখী প্রাহ রুষাতিপরুষা গিরঃ ॥ ১৩

যুবতিসমিতি সংঘে[১] সন্ততং যস্য বাসঃ
প্রতিনবমুপভোক্তুং তত্র যস্যাভিলাষঃ।
স তমসি তুল্যে স্পর্শসৌখ্যাশয়া তে
বনমধি সমনৈষীদ্ যামিনীং জাগরেণ ॥ ১৪
তদপি চ নিশান্তে হন্ত মান-প্রশান্তে
নভসি ন শশিভান্তেপ্যাগত স্তন্নিশান্তে।
পদমভি নতচূড়োপ্যক্ষিকোণেপি নৈক্ষি
স্মরশর-বিধুরান্তশ্চেদ্গতঃ কিং করিষ্যে ॥ ১৫
[যুগ্মকম্]

নায়িকা সখীজন-সমক্ষে পদাবনত বল্লভকে ক্রোধবশতঃ ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ তাপান্বিত হয়, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে'। (১৩) শ্রীরাধার মন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলে ইঁহার মানও মন হইতে অন্তর্হিত হইল। তখন প্রিয়সখী ক্রোধে অতি কর্কশবাক্যে ইঁহাকে বলিলেন—(১৪) যুবতি-সমাজে যাহার নিত্য বাস—তাহাতেও আবার প্রত্যেক নবীনা কামিনী উপভোগ করিতেই যাহার অভিলাষ, সেই কৃষ্ণচন্দ্র তোমার স্পর্শসুখাশায় বনমধ্যে কালীর ন্যায় অন্ধকারে জাগরণ করিয়া সমগ্র যামিনী যাপন করিল! (১৫) তথাপি হায়! নিশাশেষে আকাশে চন্দ্রতারকার অস্ত না হইতেই তোমার কেলিগৃহে তোমার মান প্রশমন করিতে আসিল—তোমার পাদান্তে মস্তক অবনত করিল, কিন্তু তুমি নয়নকোণেও তাহার

১। সঙ্গে।

বরাড়ী (৪৬৭)

যুবতি-নিকর মাহ যাকর বাস। অনুখন নব নব যছু অভিলাষ॥

ঐছন জন তুয়া পরশক লাগি।
বিপিনে গোঙায়ল যামিনী জাগি॥ ধ্রু
তবহুঁ প্রাতে নিজ পৌরুষ ছোরি।
তোহারি সমীপে করহিঁ করযোরি॥

আয়ল যব নব নাগর কান। তৈখনে ভেল তোহে দারুণ মান॥
অনুনয়-বচন না শুনবি জানি। চরণে পশারল সো নিজ পাণি॥
লোচন ওরে তবহুঁ নাহি হেরি। বৈঠলি তহিঁ পুন আনন ফেরি॥
অবনতমুখ যব চলু নিজ বাস। কি করব অব ঘনশ্যামর দাস॥ ৫

অথ রাধা মনোবাধামাহ গদ্‌গদভাষয়া।
গলন্নেত্রাম্বু-ধারাভি র্ধৃতহারা সখীপুরঃ॥ ১৬

তথাহি— অলং কৃত্বা কৃষ্ণং সকলগুণরত্নালয়মহং
পরং মত্বাত্মানং যমিহ হতমানং ধৃতবতী।
স চৈবায়ং[১] কালানল ইব বলত্তীব্রশিখয়া
গতস্নেহং দেহং দহতি সততং দারুসদৃশম্॥ ১৭

দিকে দৃষ্টিপাত করিলে না! এক্ষণে কামবাণে ব্যথিতচিত্ত হইয়া সে যদি প্রস্থান করিল, তবে আর আমি কি করিব?

(১৬) অনন্তর শ্রীরাধা গদ্‌গদবাক্যে নিজ মনঃপীড়ার বিষয় বলিতেছেন। অবিরলধারে তাঁহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল। সখী-সমক্ষে নিজ কণ্ঠের হারটী রাখিয়া বলিতেছেন—(১৭) সকল গুণরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিয়া নিজেকে বড় মনে ভাবিয়া আমি যে হতমানকে

১। এবায়ং।

সহায় স্তত্রায়ং মলয়পবনোদ্দীপ্ত-দহনে
স যজ্ঞাধিষ্ঠাতা সকলবিধিদাতা চ মদনঃ।
পিকালাপ স্তন্ত্র-প্রভবশুচিমন্ত্রঃ সখি হরেঃ
সচাটূক্তিমূর্ত্তিস্মৃতিরতিনতি শ্চাহুতিরভূৎ ॥ ১৮
[যুগ্মকম্]

বরাড়ী

এ সখি যতহু বিনতি পহুঁ কেল। সো সব অব তহিঁ আহুতি ভেল ॥
পরিহরি সো গুণরতননিধান। যতনহি যো হাম রাখলো মান ॥
সো অব কাল অনল সম হোই। দগধয়ে নীরস দারু হিয়া মোহি ॥
মুখরিত পিককুল যাজক তায়। তহিঁ মলয়ানিল রচয়ে সহায় ॥
জানলুঁ দেব বিমুখ যাহে হোয়। তাকর তাপ না মেটই কোই ॥
ভরমহু মঝুমনে নাহি এত ভান। রোখি চলব কিয়ে নাগর কান ॥
শুনইতে রাইক ঐছন ভাষ। জরজর ভেল ঘনশ্যামর দাস ॥ ৬

নিশম্যৈবং সখীবক্ত্রাদ্রাধায়াঃ পরিদেবনং।
মুমোহ সবিষেণৈব মধুনা মধুসূদনঃ ॥ ১৯

ধরিয়াছিলাম, সেই মানই এক্ষণে কালানলের ন্যায় বিবর্দ্ধিষ্ণু তীব্র শিখা-বিস্তারে আমার এই স্নেহরহিত কাষ্ঠসদৃশ দেহকে সতত দগ্ধ করিতেছে !! (১৮) হে সখি ! সেই উদ্দীপ্ত অগ্নিতে আবার এই মলয় মারুত সহায় হইয়াছে ! যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ও সকল বিধিদাতা হইলেন মদনদেব। কোকিলের কুহুধ্বনি তন্ত্রোক্ত শুচি (পবিত্র অথবা শৃঙ্গার-রসের) মন্ত্র, আর শ্রীহরির সেই চাটুবাণী-উচ্চারণকারী মূর্ত্তির স্মৃতি-সহিত প্রণতি ইত্যাদি তাহার আহুতি হইয়াছে !!

স্বয়মথ রচয়িত্বা পুষ্পমালাং বিশালা-
মনুনয়বিনয়েন প্রীণয়িত্বা চ রাধাম্ ।
তদনু স বনমালী[১] মালিনীং তাঞ্চ কৃত্বা
রতিরণ-বনভূমিং প্রাবিশদ্ বেণুপাণিঃ ॥ ২০

লসদধরসুধাসংসর্গিশীতানিলেন
প্রতিবিলমবিলম্বং পূরয়িত্বা সরাগম্ ।
বিরচিতনবরন্ধ্রং সিদ্ধকন্দর্পমন্ত্রং
স্মৃতমনসিজতন্ত্রো বাদয়দ্ বেণুযন্ত্রম্ ॥ ২১

কলপদমভিগম্য স্বস্বনাম্নৈব সম্যক্
প্রতিভটমিব কৃষ্ণং চাহ্বয়ন্তং সতৃষ্ণম্ ।
স্মর-সমরসুধীরা যোষিতঃ শ্যামনীরা-
তটভুবি নটবেশং জগ্মুরুদ্দীপনেশং ॥ ২২

---

(১৯) সখীমুখে শ্রীরাধার এই বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া মধুসূদন বিষমিশ্রিত মধুপানেই যেন মুগ্ধ হইলেন। (২০) তখন সেই বনমালী একটি বিশাল পুষ্পমালা স্বহস্তে নির্মাণ করত রাধাকে পরাইয়া অনুনয়-বিনয়ে সন্তুষ্ট করিলেন; এবং হস্তে বেণু ধারণ করত সুরতরণক্ষেত্র বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। (২১) সুন্দর অধরসুধার সংস্পর্শি শীতল ফুৎকার বায়ুদ্বারা শীঘ্রই বেণুযন্ত্রের নবরন্ধ্রের প্রত্যেকটিকে আনন্দে পরিপূরিত করিয়া কামতন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্র একইকালে নবরন্ধ্রে সিদ্ধ কন্দর্পমন্ত্র ধ্বনি করিতে লাগিলেন। (২২) বেণুর সেই অব্যক্ত

১। তদনুসরণমালী (পা)

শশধর-করগম্যা রত্নবেদী সুরম্যা
তদুপরি হরিরেষ ক্ষুব্ধকন্দর্পবেশঃ।
বিগলিতগুরুলজ্জাভীতিভি র্বেণুনাদৈ-
র্যুবতিভি রভিবব্রে বিদ্যুদোঘৈ র্যথাব্দঃ ॥ ২৩

কাচিদ্ বাহুং প্রসার্য্য প্রসরতি নিভৃতং বন্ধনায়াশু পশ্চাৎ
বক্ষোজাদ্রিং প্রদর্শ্য ভ্রময়তি সশরং ভ্রূধনুঃ কাচিদগ্রে।
কৃষ্ণোঽপ্যেবং যুযুৎসুঃ স্মিতরুচিসুধয়া মোহয়ং স্তাঃ প্রকামং
গায়ং স্তাভি র্মিলিত্বা নটতি নটবরঃ পশ্য রাসোন্মদিষ্ণুঃ ॥ ২৪

মধুর নিনাদে নিজনিজ নামেই সম্যক্ আহ্বান হইতেছে বুঝিতে পারিয়া স্মরসমরসুধীর গোপাঙ্গনাগণ প্রতিযোদ্ধাবৎ সতৃষ্ণভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'বলিয়া যমুনার পুলিনে উদ্দীপনরাজ নটবেশ হরির নিকটে গমন করিলেন। (২৩) চন্দ্রকিরণে মার্জিত সুরমণীয় রত্নবেদীর উপরিভাগে এই মদনমোহনবেশী হরিকে বেণুনাদে গুরুজনকৃত ভয়লজ্জা-রহিতা যুবতি-মণ্ডলী বেষ্টন করিলেন, মনে হয়, যেন স্থির সৌদামিনীমালা মেঘকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। (২৪) কোনও গোপী পশ্চাদ্দেশ হইতে বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে নিভৃতভাবে আলিঙ্গন করিতে চলিলেন, কেহ বা সম্মুখেই আসিয়া কুচগিরি দেখাইয়া শরসহিত ভ্রূধনু ভ্রমণ করাইলেন—শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সহিত রতিরণেচ্ছু হইয়া তাঁহাদিগকে ঈষৎ মৃদুমধুর হাস্যসুধায় বেশ মোহিত করিলেন। দেখ দেখ—রাসরসমত্ত নটবর গোপীগণ-সমভিব্যাহারে মিলিত হইয়া গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন !!

কেদার

অধরসুধাকণ মিলিত সমীরণ ভরি নবরন্ধ্র সুযন্ত্র।
মনসিজতন্ত্র বিচার-বিসারদ গাওত মনসিজ মন্ত্র ॥
অপরূপ (পেখলুঁ) নটবররাজ।
পরিসর শশধর রতনবেদি পর মদন-মনোহর সাজ ॥ধ্রু
কলপদ সম্মুখি নাম সঞে নিজ নিজ পরিহরি গুরুভয় লাজ।
হেরি সুলম্পট রতিরণ-প্রতিভট বেঢ়ল যুবতি-সমাজ ॥
কেহো ভুজপাশ পশারল পীঠহি কেহো কুচগিরি দরশায়।
ভুরুযুগ কাম- কামান ধুনাওত জোড়ি বিষম শর তায় ॥
ঈষত হাস- সুধারসে মাতল বিছুরল নিজপর ভান।
কহ ঘনশ্যাম দাস মিলি সব সঞে নাচত নাগর কান ॥ ৭

ইত্থং রাসমদোন্মত্তে তারতম্যোজ্ঝিতে হরৌ।
ভানুজাতটমুৎসৃজ্য জগাম বৃষভানুজা ॥ ২৫

কৃষ্ণোঽপি তামনালোক্য ক্ষণাদুদ্বিগ্নমানসঃ।
রাধামন্বেষয়ামাস বিহায় রাসমণ্ডলম্ ॥ ২৬

প্রতিকুঞ্জং সমালোক্য তামপ্রাপ্য তদালয়ং।
গত্বা স্বাগতিবিজ্ঞপ্ত্যৈ নীচৈ র্হুঙ্কুরুতে মুহুঃ ॥ ২৭

---

(২৫) এইভাবে শ্রীহরি রাসরসে উন্মত্ত হইয়া নারীদের সহিত ব্যবহারে তারতম্য পরিত্যাগ করিলে বার্ষভানবী যমুনাতট হইতে অন্তর্ধান করিলেন। (২৬) ক্ষণকাল পরে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে না দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে রাসমণ্ডল ত্যাগ করত শ্রীরাধার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৭) প্রতিকুঞ্জে দেখিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া তখন তিনি শ্রীরাধার গৃহে উপস্থিত হইয়া নিজের আগমন জানাইবার জন্য নীচস্বরে মুহুর্মুহু

তথাহি—কোঽয়ং হুঙ্কুরুতে হরি র্গিরিগুহাং হিত্বাত্র হর্ম্যে কুতঃ
কান্তেহং মধুসূদন স্তদিহ কিং পদ্মালয়ং গচ্ছতু।
কৃষ্ণোস্মীতি গুণোঽতনু র্বদিতি কিং ন শ্যামমূর্ত্তিঃ প্রিয়ে
সোমাভা-পরিখেদিতঃ কিমিতি সুস্মেরো হরিঃ পাতুঃ বঃ॥২৮

তিরোতিয়া রাগ (৩৫০)

কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার। হরি হাম জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরিকন্দরমাঝ। মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ॥
সো হরি নহেঁ মধুসূদন হাম। চলু কমলালয় মধুকর-ঠাম॥
এ ধনি শুনহু হাম ঘনশ্যাম। তনু বিনে গুণ কিয়ে কহে নিজনাম॥
শ্যামমূরতি হাম তুহুঁ কিনা জান। তারাপতি ভয় বুঝি অনুমান॥
ঘরমাহা রতন দীপ উজিয়ার। কৈছনে পৈঠব ঘর আন্ধিয়ার॥
পরিচয়পদ যব সব ভেল আন। হাসি পরাভব মানল কান॥
তৈখনে জাগল মনমথশূর। অব ঘনশ্যাম মনোরথ-পূর॥ ৮

ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং গোবিন্দরতি-কোরকো নাম
তৃতীয়ঃ স্তবকঃ॥ ৩॥

হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। (২৮) শ্রীরাধা প্রশ্ন করিলেন—কে হে হুঙ্কার করিতেছে? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—হরি। শ্রীরাধা—হরি (সিংহ) গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া এই অট্টালিকায় আসিল কেন? শ্রীকৃষ্ণ—হে কান্তে! আমি মধুসূদন। শ্রীরাধা—যদি মধুসূদন (ভ্রমর) হও, তবে এখানে কি প্রয়োজন? পদ্মবনেই যাও। শ্রীকৃষ্ণ—আমি কৃষ্ণ। শ্রীরাধা—যদি দেহহীন (কৃষ্ণ) গুণই হও, তবে কি প্রকারে বলিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ—হে প্রিয়ে! আমি শ্যামমূর্ত্তি। শ্রীরাধা—তুমি বুঝি সোমাভা (চন্দ্রকিরণ, পক্ষে চন্দ্রাবলী)- কর্ত্তৃক পরিখেদিত

চতুর্থঃ স্তবকঃ

অথ **সম্পন্নসম্ভোগঃ** প্রেমবৈচিত্ত্যহেতুকঃ।

প্রেমবৈচিত্ত্যং যথা—

দত্তাশ্লেষাদিভি র্ভাবৈ র্নিত্যমপ্যনুভূতয়োঃ।
অন্যোন্যয়োরপূর্বত্বং প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥ ১

তথাহি— অদ্যাহং যমুনামুপৈতুমমুনা স্নানাধ্বনা সাধুনা
শঙ্কাহীনমনা গৃহীত-সুমনাঃ সূর্য্যার্চনালম্বনা।
মামালোক্য তমালমূলমিলিতাং স শ্যামধামা দ্রুম-
স্কন্ধাদ্ দ্রাগবরুহ্য যচ্চকিতদৃক্ চক্রে নু কিং তদ্‌ব্রুবে ॥২
গৃহ্নন্নাশু শয়েন যেন বিনয়-প্রায়েণ মৎপ্রীতয়ে
দাতুং মূর্ধ্নি তমুদ্যত শ্চটুলধী র্দিব্যায় নির্ব্যাজতঃ।
হস্তাহস্তি ন ভদ্রমত্র বলিনা যূনা বনে নির্জনে
বালায়া ইতি শঙ্কয়া সখি ময়া তদ্বাক্যমঙ্গীকৃতম্ ॥ ৩

যথারাগ

আজু হাম যাইতে যমুনা একান্ত। একলি নেহারি আগোরলি পন্থ ॥
চৌদিশে সচকিত পুন পুন হেরি। ঈষৎ হাসি পুছত বেরি বেরি ॥
কর পরশিতে মঝু করু অনুবন্ধ। শপতি করাওল রতি-নিরবন্ধ ॥
কুল-অবলা হাম সো যুবরাজ। নিরজনে তা সঞে হঠ নাহি কাজ ॥
পেখলোঁ হাম সে সঙ্কট ভেল। লোচন-ইঙ্গিতে অনুমতি কেল ॥
এ সখি অব কিয়ে করব বিধান। আজু পুন মন্দিরে আওব কান ॥
কহ ঘনশ্যাম দাস সুখ গোই।
সতী-অনুমতি কভু অসতী না হোই ॥ ১

হইয়াছ? (পরাভূত হইয়া) মৃদু মধুর হাস্যশোভিত হরি তোমাদিগকে পালন করুন।

কোরকনামক তৃতীয় স্তবক ॥ ৩ ॥

অথ বাসকসজ্জা।

কান্তো মমায়াস্যেতি বাসগেহং বিদ্ধীতি বিজ্ঞাপ্য সখীং মূঢ়া যা।
সজ্জীকরোত্যাত্মবপু গৃহঞ্চ সা বাসসজ্জা কথিতা রসজ্ঞৈঃ॥ ৪

পূগৈ স্তাম্বূলবল্লীদলমবকলয় দ্রাক্ সকর্পূর-পূরৈঃ
কস্তূরীভিঃ সুচর্চাং গুরুভিরগুরুভিঃ কুর্বিতি ব্যাহরন্তী
আকল্পং কল্পয়ন্তী নিজবপুষি মুহুঃ কেলিতল্পঞ্চ ভূয়
স্তদ্বর্ত্ম প্রেক্ষতে সা মুহুরপি চ তথা স্রগ্ধরামাত্মমূর্ত্তিম্॥ ৫

---

(১) প্রেমবৈচিত্ত্যহেতুক **সম্পন্ন** সম্ভোগ বর্ণিত হইতেছে। প্রেম-বৈচিত্ত্যের লক্ষণ যথা—আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সম্ভোগের পরস্পর আদান-প্রদানের নিত্য অনুভব হইলেও যেভাবে উভয়ের অপূর্ব্বত্ব-প্রতীতি হয়, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। উদাহরণ—(২) অদ্য আমি ঐ স্নানের প্রশস্ত রাস্তা ধরিয়া যমুনা যাইতেছিলাম—মনে কোনই শঙ্কা নাই, পুষ্প লইয়া সূর্য্যার্চন করিতে ইচ্ছা করিলাম। তমালমূলদেশে আমাকে দেখিয়া সেই শ্যামলশরীর বৃক্ষশাখা হইতে সত্বর অবতরণপূর্বক সচকিত নয়নে যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহা আর কি প্রকারে বলি হে? (৩) শীঘ্রই আমার হস্তে ধরিয়া সেই চঞ্চলমতি শ্যাম আমার প্রীতির জন্য বিনয়-ব্যবহারে নিষ্কপটে দিব্য (শপথ) করিবার জন্য আমার হস্ত তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিতে উদ্যত হইল !! এই নির্জন বনে বলবান্ যুবকের সহিত অবলার হস্তাহস্তি করা সঙ্গত নহে—এই শঙ্কা করিয়া সখি হে! আমি তাঁহার বাক্যই অঙ্গীকার করিলাম।

(৪) **বাসকসজ্জা**—'আমার প্রাণনাথ অদ্য এই সঙ্কেতকুঞ্জে আসিবেন জানিবে' এই কথা সখীকে আনন্দে নিবেদন করিয়া যে নায়িকা নিজদেহ ও গেহ সজ্জিত করেন, তাঁহাকে রসজ্ঞগণ বাসকসজ্জা

কামোদ

কুসুম শয়নে সাজি পুন নিন্দই পুন সাজই কত বেরি।
আভরণ তেজি তঁবহি পুন পহিরহি নিজ তনু পুন পুন হেরি॥
মাধব আজু পুন কি তুহুঁ কেল।
সো ধৈরযবতী তোহারি সমাগতি লাগি উনমতি মতি ভেল॥ ধ্রু
পুন পুন কহই যতন করি রচইতে মৃগমদ সঞে ঘনসার।
অগুরু-বলিত ললিত অনুলেপন তোহারি মিলন-উপচার॥
উজর দীপ উজারই পুন পুন কহত ভরমময় ভাষ।
হৃদয় উলাস হাসি দরশাওই কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ২

অথোৎকণ্ঠিতা।

যা বাসসজ্জা কথিতা পুরস্তাৎ কান্তস্য বীক্ষ্যাগমনে বিলম্বম্।
উৎকণ্ঠিতা সৈব ভবে ন্নিশায়াঃ প্রায়েণ যামদ্বিতয়ে ব্যতীতে॥ ৬

তথা হি—নির্বন্ধঃ সুরতোৎসবায় বিহিত স্তেনৈব সাচীক্ষণে-
নাহূতঃ সখি সাক্ষিলক্ষমতনু র্মচ্চিত্তমধ্যাসিতঃ।
ব্যস্মারীতি রুষা ধ্রুবং সতনুভাগ্‌ভীমোত্তম স্তৎকৃতে
মাং ব্যর্থং কবলীকরোতি রচয়ন্ শার্দূলবিক্রীড়িতম্॥ ৭

বলেন। (৫) 'কর্পূরচূর্ণ ও গুবাক সহিত তাম্বূলবীটিকা শীঘ্র রচনা কর, প্রচুরতর অগুরু ও কস্তূরিকা সহিত নিরুপম অনুরাগ প্রস্তুত কর'—এই কথা সখীগণকে বলিয়া নিজদেহে বিবিধ বেশভূষা করিতেছেন, মুহুর্মুহু কেলিশয্যা রচনা করিতেছেন, আবার পুনঃ পুনঃ তিনি তোমার পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন; আবার মুহুর্মুহু মাল্যধারী আত্মমূর্ত্তির প্রতিও নিরীক্ষণ করিতেছেন।

(৬) **উৎকণ্ঠিতা**—পূর্বে যাঁহাকে বাসক-সজ্জিকা বলা হইয়াছে, রাত্রির প্রায় দুই প্রহর অতীত হইলেও প্রাণনাথের আগমনে বিলম্ব

মালা স্থূলতরা চিরেণ বলিতব্যালীব নালীকজা
শয্যা পুষ্পময়ী কৃতা শরময়ী জাতো বিধাতা স্মরঃ ।
কিং কুর্মঃ কিমিহ ব্রুবে হরি হরি ক্বাহং লভে নির্বৃতিং
রম্যং বাসগৃহং মমাদ্য যদভূৎ শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৮

শ্রীরাগঃ

আজুক মিলন সময় নিরবন্ধ। সোই কয়ল করি কত পরবন্ধ॥
করে কর পরশি আপন শিরে রাখি। শপতি করায়ল মনমথ সাখী
বিছুরল মোহে তবহুঁ যব কাল। জানলুঁ বিঘটন বিধিক বিধান॥
উয়ল চাঁদ নহি আওল নাহ। কামিনী কৈছে সহই ইহ দাহ॥
আরে অবলা পর মদন-তুরন্ত। বেকত জনাহব ধরুনেহ দন্ত (?)॥
থার সন্ধানে ফিরই চহুঁ পাশ। ঝাঁপি পড়ল অরু করল গরাস॥
কহ ঘনশ্যাম দাস তব ওত। সুপুরুষসিংহ দরশ যব হোত॥ ৩

দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠিতা অবস্থা লাভ করেন। (৭) হে সখি! সুরতোৎসব-সম্বন্ধে সেই শ্যামই সময় নির্বন্ধ করিয়াছে, বক্রদৃষ্টিপাতে আহ্বান করিয়া সাক্ষিচ্ছলে কামদেবকে আমার চিত্তে বসাইয়াছে; এক্ষণে সেই আমাকে বিস্মৃত হইয়াছে দেখিয়া অতনু (মদন) নিশ্চয়ই ক্রোধে তনুধারণপূর্বক তাহারই জন্য মহাপরাক্রমে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত (ব্যাঘ্রবৎ লীলা)-প্রকটনে অর্থাৎ মুখব্যাদান করিয়া আমাকে বৃথা গ্রাস করিতেছে। (৮) পদ্মরচিত বিশাল মালাটি বহুক্ষণযাবৎ মহা-ভুজঙ্গবৎ মনে হইতেছে, পুষ্পময়ী শয্যা শরময়ী হইয়াছে, বিধাতা কামদেব হইয়াছে, কি করিব? এই বিষয়ে আর কিই বা বলিব? হরি হরি!! আমি কোথায় শান্তি পাইব? আজ যে আমার রমণীয় বাসকগৃহও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত অর্থাৎ মহাযন্ত্রণাকর হইল!!

অথ **বিপ্রলব্ধা**—

নির্ণীতসময়েঽতীতে প্রিয়ে পার্শ্বমনাগতে।
উৎকণ্ঠিতৈব লব্ধার্থী বিপ্রলব্ধা নিগদ্যতে ॥ ৯

মালামোদভরৈ র্বিষাণি বমতি ব্যালীব নালীকজা
শয্যা পুষ্পময়ী কৃতা শরময়ী যাতা বিধাতা স্মরঃ।
কিং কুর্ম্মঃ কিমিহ ব্রুবে হরি হরি ক্বাহং লভে নির্বৃতিং
রম্যং বাসগৃহং মমাদ্য যদভূৎ শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ১০

যথারাগ

কুসুম শেজ ভেল শর-পরিযঙ্ক। বরজ-নিঘাতন মধুকর-ঝঙ্ক ॥
গাথনু পদুমিনি ভেল ভুজঙ্গ। গরল উগারল মলয়জ-সঙ্গ ॥
হরি হরি কোই নহত অনুকূল। পাওলুঁ হরি সঞে প্রেমক মূল ॥
কি করব কাহে কহব পুন এহ। যাওব কাঁহা নাহি পাওব থেহ ॥
দোষক দৈব বুঝিয়ে অনুমান। অতনু হ তনু ধরে কতহি বিধান ॥
কৈছন জিউ রহত হই দেহ। নাশক ভেল মঝু বাসক গেহ ॥
হরি রহ কোন কলাবতী পাশ। আওত কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ৪

অথাগতং কৃষ্ণমবেক্ষ্য রাধা সখীমুখন্যস্তবিলোচনান্তা।
সহর্ষসামর্ষ-সবিভ্রমান্তা স্তমাহ বামা খলু দক্ষিণেব ॥ ১১

---

(৯) **বিপ্রলব্ধা**—নির্ণীত সময় অতীত হইলেও যদি প্রিয়তম পার্শ্বদেশে না আসেন, সেই উৎকণ্ঠিতা নায়িকাই পুনরায় চৈতন্য লাভ করিলে তাঁহাকে বিপ্রলব্ধা বলা হয়। (১০) পদ্মময়ী মালাটিও আমোদ-ভরে যেন সর্পবৎ বিষরাশিই উদ্‌গার করিতেছে। পুষ্পরচিতা শয্যাটি

প্রস্থানং ভবতঃ কুতোঽদ্য মধুভিৎ কান্তে তবৈবান্তিকে
কস্মাদত্র সমাগতোঽসি বদ তৎ ত্বৎসঙ্গমৈকাশয়া।
ধূর্ত্তাভী রজনী ব্যনীয়ত কুত স্বৎপ্রাপ্তয়েঽস্মিন্ ব্রজে
জিজ্ঞাসা হি বিভাবরীতি-বিষয়ে দ্বেধা বিভাবঃ প্রিয়ে॥ ১২

ভাবো যত্র বিভাব্যতে স্থিরতয়া যেন প্রকারেণ বা
দ্বৈবিধ্যেন মমত্বমেব নিতরা মুদ্দীপনালম্বনা।
ক্বাতীতা ক্ষণদা ননু প্রিয়তমে ত্বং বর্ত্তমানাসি মে
প্রত্যক্ষেতি মৃদুস্মিতাঞ্চিতমুখীং চুম্বন্ হরিঃ পাতু বঃ॥ ১৩
[যুগ্মকম্]

শরময়ী হইয়াছে, বিধাতাও মূর্ত্তিমান্ কাম হইল! কি করি? কিই বা বলি? হরি হরি!! কোথায় গেলে প্রাণ জুড়াইব? আজ আমার রম্য বাসগৃহও মহাকষ্টকারণ হইল!! (১১) অনন্তর কৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীরাধা সখীমুখে নয়নপ্রান্ত নিঃক্ষেপপূর্বক আনন্দ-ক্রোধে বিভ্রম-(মদনাবেশসম্ভ্রমে হারভূষাদির বিপর্য্যয়) মিশ্রিত চিত্তে বামা হইলেও দাক্ষিণ্যাশ্রয়ে সেই কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—(১২) হে মধুভিৎ অদ্য আপনার কোথায় গমন হইতেছে? কৃষ্ণ—হে কান্তে! তোমারই নিকটে। রাধা—এস্থানে কেন সমাগম হইল বলুন দেখি? কৃষ্ণ—তোমার সঙ্গমেরই আশায়। রাধা—ধূর্ত্তা কামিনীগণ-সঙ্গে গত রজনী কোথায় অতিবাহিত করিলেন? কৃষ্ণ—তোমার প্রাপ্তি-উদ্দেশ্যে এই ব্রজে। রাধা—'বিভাবরী' (রাত্রি)-বিষয়েই আমার জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণ—['বিভাবরীতি' লক্ষ্য করিয়া] হে প্রিয়ে! বিভাব দ্বিবিধ।

আজুক গমন কোন ধনী সেবি। তুয়া বিনু আন নাহি অধিদেবী॥

এ হরি পুছিয়ে কেলিনিবাস।
তোহারি পরশ বিনু নাহি অভিলাষ॥ ধ্রু

পুছইতে এক কহসি পুন আন। মান সঞে কিয়ে মতি করু দান॥
এ ধনি সো পুন তোহারি সমীপ। অনুখন যৈছে অরুণ মণিদীপ[১]॥

পশুপ-স্বভাব রজনী কাঁহা দেল[২]।
তোঁহারি পরশ লাগি গোকুলে ভেল॥

চীঠ বিভাবরী পুছিয়ে তোহে।
তুহুঁ অরু তোঁহারি সঙ্গিনী যত হোয়ে॥

আজু তুয়া শুভ খন কাঁহা গেলি।
তুহুঁ চিরজীব আলি সঞে মেলি॥

শুনইতে কানুক ঐছন ভাষ। সখীমুখ হেরি রাই মৃদু মৃদু হাস॥

তব ঘনশ্যাম দাস মহি লেখ।
অনুগত জন নাহি কবহুঁ উপেখ॥ ৫

---

(১৩) স্থিরভাবে যাহাতে বা যে প্রকারে, ভাব বিভাবিত হয়, তাহাই ক্রমশঃ আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব নামে কথিত হয়। দুই প্রকারেই তুমিই আমার একান্ত আলম্বন ও উদ্দীপন। শ্রীরাধা—কোথায় 'ক্ষণদা' (রাত্রি) যাপন করিয়াছেন? কৃষ্ণ—হে প্রিয়তমে! তুমিই আমার সাক্ষাৎ ক্ষণদা (সুরতোৎসবদায়িনী) বর্ত্তমান আছ। এই বাক্যে শ্রীরাধার মুখে মৃদু মধুর হাস্য-রেখার উদয় হইলে শ্রীহরি তাঁহাকে চুম্বন করিতে করিতে তোমাদিগকে পালন করুন॥

ইতি গোবিন্দরতি-প্রসূন -নামক চতুর্থ-স্তবক॥

১। দিনদীপ; ২। নেল।

যথারাগ (২০২১)

ঝাঁপল বিরহ- মিহির নবজলধর পহিলহি দরশন ছায়।
কমল সুশীতল সুরত-তরঙ্গিনী সরস সমাগম-বায়॥
দেখ সখি ! চতুর-শিরোমণি নাহ।
সরস-সম্ভাষ সুধারস-বরিখনে পূরল অব অবগাহ॥ ধ্রু
তহিঁ অতি খরতর মনসিজ মারুত বাঢ়ল গাঢ় তরঙ্গ।
বোরল লাজ- ধরাধর ধৈরয মানমতঙ্গজ-সঙ্গ॥
ভাসল হাস- কুমুদ পুলকাঙ্কুর উয়ল স্বেদ-উদবিন্দু।
কহ ঘনশ্যাম দাস অছু[১] হোয়ল যৈছে তটিনী অরু সিন্ধু॥ ৬

কামোদ

সকল কলারস- সায়র নায়র নায়রীমুখশশী চাহ।
কেলিবিলাস ছরম ঘরমায়িত কালিন্দী করু অবগাহ॥
দেখ সখি ! এ পুন নহ জলকেলি।
শীকর-নিকরহিঁ ঘুমল মদন পর শর বরিখয়ে দুহুঁ মেলি॥ ধ্রু
নীল বসন তনু নীর-নিষিঞ্চন বেকত হোওত প্রতি অঙ্গ।
তোরি নলিনীদল ধনী কুচমণ্ডলে ধরু কিয়ে ফলক অনঙ্গ॥
সো অব নখর-নিকরে হরি ফারল মনসিজ ভেল উদাস।
তঁহি পুন ভুজযুগ পাশ পশারল কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৭

ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং গোবিন্দরতি-প্রসূনো নাম
চতুর্থঃ স্তবকঃ ॥ ৪ ॥

১। দুহুঁ সঙ্গম।

পঞ্চমঃ স্তবকঃ

অথ সমৃদ্ধ-সম্ভোগঃ স প্রবাসমনূচ্যতে।
প্রবাসস্থে তু কান্তে স্যাৎ কান্তা প্রোষিতভর্তৃকা।
ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ বিরহোঽস্যাস্ত্রিধা মতঃ ॥ ১

তত্র **ভাবী** যথা—

আর্য্যানার্য্যমতিঃ কদাপি ন ময়ি প্রাণেশ্বরোঽপ্যুন্মুখঃ
সখ্যঃ কিং নন্বু মৎকৃতে পরিজনঃ প্রাণার্পণেঽপ্যুৎসুকঃ।
মামালোক্য মনস্বিনী কথমভূৎ সার্দ্রেক্ষণা পিঙ্গলা
কস্মাদ্বিক্লবতাস্ত মে হৃদি চমৎকারঃ স্বয়ং জায়তে ॥ ২

ভুপালি (১৬০৮)

গুরুজন মোহে কবহু নহু বাম। শুনইতে উলসিত পিয়া মঝু নাম॥
সখীগণ পিরিতি সে কহই না জান।
পরিজন মোহে লাগি নিছয়ে পরাণ॥
এ সখি অকুশল কছু নাহি হেরি।
চমকি উঠয়ে কাহে হিয়া বেরি বেরি॥ ধ্রু
সহচরি এক দৈবগতি জান। মোহে হেরি সো কাহে সজল নয়ান॥
পুছইতে মৌনে রহল মঝু পাশ। কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥১

---

(১) **'সম্বৃদ্ধিমান্'** সম্ভোগ প্রবাসের পরেই উক্ত হইয়াছে। কান্ত প্রবাসে থাকিলে কান্তাকে 'প্রোষিতভর্তৃকা' বলা হয়। ভাবী, ভবন্ ও ভূত ভেদে এই বিরহ তিন প্রকার। (২) তন্মধ্যে **ভাবী** বিরহ— আর্য্যা (শ্বশ্রূ) আমার প্রতি কখনও বক্রমতি (কঠিন) নহেন, প্রাণেশ্বরও উন্মুখই আছেন, সখীগণ ও পরিজনগণ সকলেই ত আমার

সত্যং স গন্তা পুরমিত্যুদন্তঃ সংগোপ্যতে কিং ননু মৌনবৃত্ত্যা।
আচ্ছাদ্যতে পাণিতলেন মূর্দ্ধ্নি স্যাদিন্দ্রবজ্রাহতি-বারণং কিম্? ৩

স জীবাতু র্দূরং যদি জিগমিষু র্যাস্যতি তদা
ভবিষ্যন্তি প্রাণাঃ প্রিয়মনুগতা স্তর্হি সুতরাম্।
অমাঙ্গল্যং মাভূদ্ গমন-সময়ে তস্য পুরতো
বিধেয়ং যৎ প্রেম্নস্তদলমধুনৈবোচিতম্॥ ৪

কিং বক্ষ্যসি ত্বং স্বয়মেব বক্তি ব্যক্তং বপু র্মে হৃদয়েন সার্ধম্।
বৈক্লব্যমভ্যেতি মুহু র্বদন্তঃ স্ফুরত্যসব্যং নয়নং সবাষ্পম্॥ ৫

পুরং স গত্বা পুনরেষ্যতীতি ব্যামিশ্রবাচা মনুশীলনাৎ কিম্।
মধূনি কিঞ্চিদ্গরলেন সার্ধং পীত্বা স মৃত্যুং কিমু নাভ্যুপৈতি॥ ৬

জন্য প্রাণত্যাগ করিতেও উৎসুক হইয়া থাকে। তবে কেন মনস্বিনী পিঙ্গলা অদ্য আমাকে দেখিয়া অশ্রুমুখী হইল? অদ্য আমার বিক্লবতা হইতেছে কেন? হৃদয়ে স্বয়ং (বিনা কারণে) চমৎকার আসিতেছে কেন?

(৩) সত্যই তিনি মথুরাপুরী আগামী কল্য প্রাতে গমন করিবেন—এই বৃত্তান্ত কি মৌনাবলম্বনে সংগোপিত হয়? মস্তককে হস্ততলে আচ্ছাদন করিলেই কি বজ্রঘাত নিবারিত হইতে পারে? (৪) সেই জীবিতেশ্বর যদি দূরে যাইতে ইচ্ছাই করেন, তবে আমার প্রাণও নিশ্চয়ই প্রিয়তমের অনুগমন করিবে। তাঁহার গমনকালে সম্মুখেই কোনও অমঙ্গল না হয়—অতএব প্রেমের যাহা কিছু কর্ত্তব্য (দেহত্যাগ) আছে, তাহা এক্ষণেই হইলে সর্বথাই উচিত হয়!! (৫) সখিরে! তুই আর কি বলিবি? আমার হৃদয় ও মনই স্বয়ং পরিষ্কার করিয়া সব কথা বলিতেছে, যেহেতু মনে

বরাড়ি (১৬০৩)

ঝাঁপলু উৎপল লোরে নয়ান। কৈছে করত হিয়া কহন না জান॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি।
তনু মন তুহুঁ মুঝে দেওয় সখী॥
অবহুঁ যো গোপসি কি কহব তোয়।
বজর কি বারণ করতলে হোয় ?
পাওলুরে সখি মৌনকি ওর। পিয়া পরদেশে চলব মুঝে ছোড়॥
সময় সমাপন কি ফল আর। প্রেমক সমুচিত অবহি বিচার॥
গমন সময়ে পুন কহ জানি কোই।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়॥
এ ধনি অচিরহি তোহারি সে পাশ। আওব কহ ঘনশ্যাম র দাস॥২

অথ **ভবন্** বিরহঃ—

হীরস্তম্ভ-চতুষ্টয়ং পরিলসন্মুক্তাদিরত্নোজ্জ্বলং
হৈমং যোঽয়মুপস্থিতঃ সখি রথং নীত্বা হরে দৃ ক্পথম্।
প্রস্থানায় যুনক্তি হন্ত তুরগানক্রূরনামা ন হি
জ্ঞাতং মদ্বিধ-পঞ্চতাপ্তিসময়ঃ স্ফূর্জত্যসৌ মূর্ত্তিমান্॥ ৭

মুহুর্মুহু বৈক্লব্য আসিতেছে আর বামনয়ন অশ্রুপাতসহ মুহুর্মুহু স্ফুরিত হইতেছে। (৬) মথুরায় গিয়া পুনরায় তিনি আসিবেন—এইরূপ ব্যামিশ্র (-সন্দিগ্ধ) বাক্যের চর্চ্চাতে কি লাভ ? কিঞ্চিৎ বিষের সহিত মধু পান করিয়া সেই জীব (যে ঐরূপ চর্চ্চা করে) মৃত্যুকে কেন বরণ করে না ?

(৭) **ভবন্** বিরহ—হীরক-খচিত স্তম্ভচতুষ্টয়শোভিত, মহাসুন্দর মুক্তাদি বিবিধ রত্নে উজ্জ্বল, হেমময় রথ লইয়া শ্রীহরির নয়নপথে এই যে ইনি উপস্থিত হইয়াছেন—হায়রে! ঐ যে প্রস্থান করিতে রথে অশ্বযোজনাও করিলেন !! ইনি ত নামে অক্রূর হইলে কার্য্যতঃ অক্রুর

গচ্ছাগচ্ছ নয়েত্যলং কলরবৈ র্ঘোষং সমুদ্‌ঘোষয়ন্
বেণুং বাদয়তীহ গোপনিবহঃ শৃঙ্গং ধমন্ মন্দধীঃ।
নৈতদ্ বেত্তি যদেষ গোকুলবিধুং নীত্বা পুরং গান্দিনী-
সূনু র্গচ্ছতি নন্দসদ্ম তমসাচ্ছন্নং বিধত্তে খলঃ ॥ ৮

উন্নতপাণিঃ স্বহৃদি সমন্তাদর্পিতরাধাবদনদৃগন্তা।
ব্যঞ্জিতরাগদ্রুমবহুমূলা ভাতি মুরারে স্তনুরনুকূলা ॥ ৯

যথারাগ

কনয়া গঠিত ঘটিত মনিমৌতিম খচিত হীর চৌখম্ভ।
হরিলোচন পথ আনি ধরল রথ বাজি সাজি অবলম্ব ॥
দেখ সখি! এ পুন নহত অক্রূর।
জানলু নিচয় গোপবধূ সংশয় সময় মূরতিময় ক্রূর ॥ ধ্রু
চাহত নাহ অনত দিঠি অঞ্চল রাই বয়ান অনুকূল।
করতলে হৃদয় ঝাঁপি দরশাওল প্রেম মহীরুহ মূল ॥
অবুধ গোপগণ পূরয়ে ঘন ঘন চৌদিশে বেণু বিষাণ ॥
কহ ঘনশ্যাম দাস পরবাসহিঁ চলু মাথুরপুর কান ॥ ৩

নহেন! বুঝিয়াছি রে—আমাদের মৃত্যুকালই মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঐ উপস্থিত হইয়াছে !! (৮) 'যাও, আস, লও' ইত্যাদি বাক্যের মহাকলরবে সমগ্র ব্রজমণ্ডল সমুদ্‌ঘোষিত করিয়া মন্দবুদ্ধি গোপসকল শৃঙ্গে (শিঙ্গা) ফুৎকার দিয়া বেণু বাজাইতেছে—ইহারা জানেনা যে, এই অক্রূর গোকুলচন্দ্রমাকে লইয়া মথুরাপুরে যাইতেছে এবং এই খল লোকই (অক্রূরই) নন্দালয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতেছে !! (৯) নিজের বুকে হস্ত উন্নয়নপূর্ব্বক রাধাবদনেই দৃষ্টিকোণ সম্যক্ প্রকারে নিবদ্ধ করিয়া—রাগ (উন্নত উজ্জ্বল প্রেম)-রূপ বৃক্ষের বহু বহু মূল ব্যঞ্জিত (প্রকাশিত) করত মুরারির অনুকূল বিগ্রহখানি শোভা পাইতেছে !!

অথ ভূতঃ বিরহঃ—

আর্দ্রীভূততনু র্নিলীনবসনা নেত্রান্তসাং ধারয়া
পশ্যন্তী মথুরাপথং গতরথং গোপীততি র্মুহ্যতি।
কাচিত্তত্র বিধেয়শূন্যহৃদয়া চিত্রার্পিতেবাস্থিতা
যাবদ্ দৃষ্টিপথে রথ স্তদনু সা ছিন্নদ্রুমাভিপতৎ॥ ১০

বালা ধানশ্রী (১৬৩৫)

পেখলুঁ গোকুল বসতি বেয়াকুল গোপনারীগণ রোই।
ভিগল বসন লাগি রহল তনু তোহারি গমনপথ জোই॥
এছু বিদূর নগরে মঝু গেহ।
তুহুঁ আওলি যব সঙ্গহি গোপসব তব হাম গোকুলে থেহ॥ ধ্রু
তঁহি এক রমণী থোরি বয়স ধনী চিত্র পুতলি সম ঠারি।
যবহুঁ লোচনপথ দূরহিঁ গেও রথ তবহু পড়ল তনু ঢারি॥
ঘেরল সকল সখীগণ রোয়ই কি ভেল বলি অবধারি।
কুন্তল তোড়ই বসন কোই ফারই বিধিরে দেই কোই গারি।
কোই শিরে কঙ্কণ হানই ঘন ঘন কোই কোই হরই গেয়ান।
কহ ঘনশ্যামদাস হাম আওল পুন কিয়ে ভেল নাহি জান॥৪

---

(১০) ভূত বিরহ—গোপীগণের নয়নধারায় দেহ সংসিক্ত হওয়ায় তাহাতে বসন লাগিয়া রহিল, মথুরার যে পথে রথ গিয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করিয়া তাঁহারা মোহিত হইলেন! তাঁহাদের মধ্যে একজন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া যতক্ষণ রথ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিলেন; তৎপরে তিনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরায় পতিত হইলেন!!

ইত্থং পুরোপান্তনিবাসিনীবাগুষ্ণাম্বুবিন্দূন্ সহসা নিষেব্য।
ব্যামুগ্ধমন্তর্বিরহজ্বরেণ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো নিতরাং বভূব ॥ ১১
স্বপুষ্করপ্লাবিতনেত্রপুষ্করঃ ক্ষণং বিধায়াত্মহৃদি প্রিয়েক্ষণং।
ভৃশং বিনিশ্বস্য নিজার্থসিদ্ধয়ে নিযোক্তুমৈচ্ছন্নগরান্তরাগতাং॥ ১২
তামাহ শৌরির্নিভৃতং শৃণু ত্বং নির্হেতুকস্নেহময়স্বভাবা।
অজ্ঞাতনাম্না ময়ি যদ্ব্যথাভি র্বিজ্ঞাত-মর্মব্যথিতেব ভাসি ॥ ১৩
প্রস্থাপিতা নু ব্রজসুন্দরীভি র্ন জ্ঞায়তে কা ভবতী ময়াপি।
অপ্রার্থিতং প্রার্থিতবদ্ যদি স্যাত্তত্রানুকূলো বিধিরেব নূনং ॥ ১৪
দিষ্ট্যা যদি ত্বং স্বয়মাগতা তৎ সংপ্রার্থয়ে ত্বামিদমেব ভূয়ঃ।
কার্য্যানুরোধাদহমত্র যাবত্তাবদ্ বিধেয়ানি গতাগতানি ॥ ১৫

---

(১১) এইভাবে মথুরার উপকণ্ঠনিবাসিনীর (দূতীর) বাক্যরূপ উষ্ণজলবিন্দু সহসা নিষেবণ করিয়া অন্তরের বিরহবেদনায় বিমোহিত হইয়া কৃষ্ণ (শ্রীরাধার বার্ত্তা জানিবার জন্য) সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। (১২) অশ্রুধারায় নেত্রপদ্ম প্লাবিত করত এবং ক্ষণকালের জন্য নিজ হৃদয়ে প্রিয়তমার (স্ফূর্ত্তিতে) দর্শনলাভ করিয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি নিজ বাঞ্ছিতার্থ-সিদ্ধি-বিষয়ে অন্যনগর হইতে আগতা দূতীকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। (১৩) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নির্জনে বলিলেন—"শুন ত, তুমি অহৈতুক স্নেহময়-স্বভাবা; তোমার নাম না জানিলেও কিন্তু আমার ব্যথার মর্মানুভব করিয়া তুমিও যেন ব্যথিতাই হইয়াছ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। (১৪) ওহে! তুমি কি ব্রজদেবীগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ? তুমি যে কে, তাহা ত আমি বুঝিতেছি না; যদি অপ্রার্থিত বস্তুও প্রার্থিতবৎ হইয়া থাকে, তবে তাহাতেও অনুকূল বিধাতারই হস্ত আছে, নিশ্চয় বুঝিতে হয়। (১৫) ভাগ্যফলে যদি তুমি

কিঞ্চেদমত্রাধ্বনি গোকুলে বা ন ক্বাপি বাচ্যং খলু বৈবধিক্যং।
স্বার্থেঽপি চিন্তা নহি তে ময়ৈব যেনোপপত্তি স্তব তদ্ বিধেয়ম্ ॥১৬
এতন্নিশম্যাহ তদগ্রতঃ সা কিঞ্চিদ্ বিহস্যাত্মগতং সুশীলা।
যাচে ন কিঞ্চিন্ননু মদ্‌বিধত্তে মুখ্যোপকারঃ পর এষ লাভঃ ॥ ১৭
এতেন তস্যা বচসা নিরুক্তা প্রীতি র্বিশুদ্ধেতি হরিঃ প্রশংস্য।
বিশ্বস্তপাত্রীং খলু তাং স মেনে ভূয়ো যথেষ্টং গদিতুং প্রবৃত্তঃ ॥ ১৮

অন্তর্বার্ত্তাং শৃণু সুচরিতে যা ত্বয়া তত্র দৃষ্টা
ক্রন্দন্তীনাং পথি মৃগদৃশাং মণ্ডলেনাবরুদ্ধা।
যানারূঢ়ে ময়ি নিপতিতা তৎক্ষণাৎ ক্ষৌণীপৃষ্ঠে
মূর্চ্ছাপন্না শ্বসিতি বিধুরা সৈব রাধেতি বিদ্ধ্যাঃ ॥ ১৯

স্বয়ং আগমনই করিয়াছ, তবে তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধই করিতেছি যে, যতদিন আমি কার্য্যানুরোধে এই পুরীতে অবস্থান করিব, ততদিন যেন তুমি এস্থলে গমনাগমন করিও। (১৬) আর এক কথা—এই মথুরায়, পথে বা গোকুলে কোথাও তুমি তোমার এই বার্ত্তাবহনের কথা বলিবেনা; তোমার স্বার্থসিদ্ধিবিষয়েও কোন চিন্তা নাই, যাহাতে তোমার সর্বসমাধান হয়, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিব।" (১৭) এই কথা শুনিয়া স্বগত মৃদু হাস্যসহকারে সেই সুশীলা (দূতী) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বলিলেন—'ওহে আমি কিছুরই প্রত্যাশা করিনা, আমা হইতে যদি তোমার কোনও মহোপকার সাধিত হয়, তাহাই আমার পরম লাভ।' (১৮) দূতীর এই বাক্যে বিশুদ্ধা প্রীতি প্রকাশিত হইল দেখিয়া শ্রীহরি প্রশংসা-পূর্বক তাঁহাকে বিশ্বাসপাত্রী মনে করিয়া পুনরায় স্বাভীষ্ট-বিষয়ে বলিতে লাগিলেন। (১৯) হে সুচরিতে! আমার অন্তরের কথা শুন—তুমি সেই মথুরার পথে

তামাদায় শ্বসিতপবনোদ্ধৃত-নাসাগ্রমুক্তাং
ব্যক্তীভূত-জ্বলনপটলীং ব্যাকুলাঃ সন্তি যা স্তাঃ।
একাত্মানঃ পরিচিতবিধৌ খ্যাতিমাত্রেণ ভিন্নাঃ
প্রাণা যদ্বৎ স্থিতিগতিভিদা সংজ্ঞয়া পঞ্চধা স্যুঃ ॥ ২০

নেত্রাম্ভোভি স্তিমিতবসনা হন্ত তস্যা ন সখ্যঃ
প্রাণা এব প্রিয়সহচরীব্যাজতঃ সঞ্চরন্ত্যঃ।
প্রাদুর্ভূতা স্তনুমনুগতাঃ প্রাণবর্গেষু রাধা
রাধায়াং মদ্বিরহদহন স্তাসু তাপোপসত্তিঃ ॥ ২১

রোদনপরা নারী-মণ্ডলী-কর্তৃক অবরুদ্ধা যাঁহাকে দেখিয়াছ, যিনি আমি রথারোহণ করিলে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়িনী ও মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন—তাঁহাকে বিরহ-কাতরা 'রাধা' বলিয়াই জানিবে। (২০) নিশ্বাস বায়ুতেই মাত্র যাঁহার নাসিকাগ্র-স্থিত মুক্তা কম্পিত হইতেছিল, যাঁহাকে দেখিলে মূর্ত্তিমান্ অগ্নিপুঞ্জ বলিয়াই মনে হইত—সেই রাধাকে বেষ্টন করিয়া যাঁহারা ব্যাকুল হইয়া ছিলেন—তাঁহারা পরিচয়কারণ নামেমাত্রই ভিন্ন হইলেও একাত্মাই বটে, স্থিতিগতি-ভেদে পঞ্চবিধ সংজ্ঞা (নাম) প্রাপ্ত হইলেও যেমন পঞ্চপ্রাণ একই [তদ্রূপ শ্রীসখীগণও শ্রীরাধার সহিত অভিন্ন।] (২১) হায়! নেত্রজলে যাঁহাদের বসন ভিজিয়াছে, তাঁহারা ত শ্রীরাধার সখী নহে, কিন্তু প্রিয়সহচরী ছলে তাঁহার প্রাণই বাহিরে সঞ্চরণশীল হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই সেই মূল তনু (শ্রীরাধার) অনুগত, প্রাণসমূহের মধ্যে (বেষ্টনে) শ্রীরাধা, সুতরাং শ্রীরাধাতে আমার বিরহবহ্নি প্রজ্জলিত হইলে সেই

এবং চন্দ্রাবলিরপি ভবেদদ্য তত্রৈব নেত্র-
দ্বারা সম্যক্তব পরিচিতা গোকুলে যা প্রসিদ্ধা।
যা রাধায়াঃ স্থিতিদিশমপি প্রেক্ষতে ন প্রসঙ্গা-
ন্নীচৈঃ সা রোদিতি সুমিলিতং তৎকপোলং কপোলে ॥২২

হা রাধেতি ধ্বনিমুখরিতা শ্বাসবৃন্দেতিমন্দে
বন্দে নন্দীশ্বরপুরমিমাং রক্ষ রক্ষেতি ভূয়ঃ।
কৃষ্ণেনৈবং বিহিতমিতি চ ব্যাহরন্ত্যেকপার্শ্বে
ধত্তে নাসাপুটমুপকরাম্ভোজশাখাং বিশাখা ॥ ২৩

রে শীতাম্বু-ব্যজনমচিরাদানয়স্বানয়স্বে-
ত্যাভাষ্যাপি স্বয়মতিশয়ব্যগ্রচিত্তা ব্রজন্তী।
ব্যাবৃত্তাস্থান্ দ্রুতমকুশলা শঙ্কয়া লোকয়ন্তী
রাধাং ভূয়ঃ স্খলতি ললিতা স্বাশ্রুভিঃ ক্ষালিতাঙ্গী ॥ ২৪

সখীগণে তাপ সংক্রমিত হয়। (২২) এইরূপেই আবার চন্দ্রাবলীও বিরহ-কাতরা হইয়াছেন। অদ্য তুমি স্বনয়নে তাঁহাকে দেখিয়াছ, গোকুলে তিনিও প্রসিদ্ধাই বটেন! তিনি শ্রীরাধার নিবাসস্থলের দিকেও প্রসঙ্গক্রমেও দেখেন না; অদ্য তিনিও শ্রীরাধার কপোলে (গণ্ডে) গণ্ড মিশাইয়া অবনতমস্তকে রোদন করিতেছেন!! (২৩) শ্রীরাধার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমশঃ অতিমন্দ হইয়া আসিলে বিশাখা তাঁহার একপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া মুহুর্মুহু 'হা রাধে,' 'হা রাধে' ধ্বনি করিতেছেন! আর এই নন্দীশ্বর-পুরীকে প্রণাম করিতেছি, এই রাধাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, কৃষ্ণই এই ব্যাপার ঘটাইয়াছে ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন এবং তাঁহার নাসাপুটের নিকটে নিজের করকমলশাখা (অঙ্গুলী) ধরিয়াছেন (প্রাণ

পদ্মা পদ্মস্থিতিবিরহিতা কাননান্তে লুঠন্তী
রোদিত্যার্ত্তা শরদি কুররীখেচরীবার্ত্তনাদম্।
জল্পন্তীদং মুহুরিহ কদা কেলিকুঞ্জে ভবন্তং
দ্রক্ষ্যে গোবর্দ্ধনগিরিদরীশর্বরীনাথ নাথ !! ২৫

শ্যামা মামাক্ষিপতি বিমলা দৈবমাত্মানমন্যা
ধন্যাক্রূরং শমলমপরা পালিকাগ্রং ললাটং।
শৈব্যা নব্যং বপুরনুভবং যোষিতাং জন্ম তারা
মন্দাক্রান্তা বিরহ-বিপদা কা ন বা গোকুলস্থা ॥ ২৬

আছে কিনা ?)। (২৪) 'ওরে ! শীঘ্র শীতলজল ও ব্যজন আন, আন' বলিয়াও কিন্তু ললিতা স্বয়ং মহাব্যাকুলা হইয়া উহা আনিতে যাইতেছেন, কিন্তু শীঘ্রই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখ ফিরাইয়া রাধাকে দেখিতেছেন, পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হইতেছে, অশ্রুধারায় স্বয়ং অভিষিক্ত হইতেছেন !! (২৫) পদ্মা পদ্মাসন ছাড়িয়া কাননপ্রান্তে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে করিতে আর্ত্ত হইয়া শরৎকালে কুররীপক্ষির ন্যায় আর্ত্তনাদে রোদন করিতেছেন। এই কথাই তিনি মুহুর্মুহু জল্পনা করিতেছেন— "হে গোবর্দ্ধনগিরিগুহার চন্দ্রমা ! হে নাথ ! কবে তোমাকে এই ব্রজের কেলিনিকুঞ্জে দর্শন করিব ?" (২৬) শ্যামা আমাকে আক্ষেপ (নিন্দা) করিতেছে, বিমলা দৈবকে, অন্যা গোপী নিজকে, ধন্যা অক্রূরকে, অপর গোপী নিজকৃত পাপকে, পালিকা অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজ ললাটকে নিন্দাবাদ করিতেছে !! শৈব্যা নবীন (তরুণ) বয়সের অনুভাবকে (রত্যাদিসূচক গুণক্রিয়াদিকে) অথবা এই সংসারে নবীন (মধ্যতারুণ্য) কালকে এবং তারা নারীদের জন্মের প্রতিই আক্ষেপ করিতেছে !

আস্তাং তাবৎ পশুপসুদৃশাং জ্ঞাপনং বিস্তরেণ
সংক্ষেপেণাপ্যবকলয়িতুং ন ত্বরায়াং সমাপ্তিঃ।
সুপ্রস্থানং ভবতু তব যদ্ বৈছ্যমাস্তেঽবশিষ্টং
সর্বং জ্ঞাতং সপদি ভবিতা গোকুলালোকমাত্রে ॥ ২৭
ইত্থং তস্য প্রণয়মধুরাং বাচমাচম্য শুদ্ধাং
বুদ্ধাত্মানং পরিজনগণে স্বীকৃতং শৌরিণেতি।
মত্বামুষ্মিন্ জনুষি ফলিতং নারদস্যোপদেশং
নত্বাভীষ্টং ভবদনুচরী গোকুলং সা জগাম ॥ ২৮
তামালোক্য ব্রজমভিমুখীং রাধিকাপ্রাণসখ্য
শ্চক্রোল্লেখাপরিচিতপথালম্বিনী মূহয়ন্তি।
দৃষ্টা তস্মিন্নহনি সখি যা তদ্বদেষা নু সৈব
স্নিগ্ধা চাস্মান্ প্রতি তদনয়া লভ্যতে কৃষ্ণবার্ত্তা ॥ ২৯

অহো! গোকুলের কোন্ রমণীই না বিরহ-বিপদে সুদারুণ পীড়িতা হয় নাই হে? (২৭) গোপসুন্দরীদের কথা বিস্তারিতভাবে জ্ঞাপন করা দূরে থাকুক, সংক্ষেপেও তাহার উদ্দেশ করিতেও শীঘ্র সমাপ্তি হইবে না। তুমি ঐ স্থলে শুভগমন কর, তুমি গোকুলের দর্শনমাত্রে শীঘ্রই অবশিষ্ট সব তথ্য জানিতে পারিবে। (২৮) এইভাবে সেই কৃষ্ণের প্রণয়মধুর ও শুদ্ধ (নিষ্কপট বাক্য শ্রবণচষকে পান করিলে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিজনগণ-মধ্যে নিজকে স্বীকৃত মনে করিয়া নারদের উপদেশ এই জন্মেই ফলিত হইল ভাবিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্বক তিনি সেবিকারূপে অভীষ্ট গোকুলে গমন করিলেন। (২৯) শ্রীরাধার প্রাণসখীগণ তাঁহাকে রথচক্রে উৎখাত অথচ পরিচিত পথালম্বনে ব্রজাভিমুখে আসিতে

তাপার্ত্তাপি স্বয়মতিতরাং সত্বরোপস্থিতায়াঃ
সদ্যস্ত্যধ্বশ্রমমুপশমং সংবিধায়াশু কিঞ্চিৎ।
আপন্নাপি প্রথয়তি নহি স্বাপদং সজ্জনানি
যাবন্ন স্যাদ্বত সমুচিতং মানমভ্যাগতানাম্ ॥ ৩০
কা ত্বং ধীরে ক্ব তব বসতি ব্রূহি কিং নামধেয়ং
কস্মাদস্মিন্নশরণগণে নান্যথা ত্বৎপ্রয়াণম্।
আধির্ব্যাধিঃ কাচন বিধিনা নির্মিতঃ প্রাঙ্নু পশ্চা-
ন্নারীজাতি র্জগতি জনিতা তদ্বিশেষানুভূত্যৈ ॥ ৩১

সা চাহ—

ত্বং বিখ্যাতা জগতি ললিতা দেবি লালিত্যহীনা
স্বান্তে লীনা ভবতি তব বাক্ কস্য নান্তর্বিলীনম্।
আত্মাবেদং সুমুখি বিদধে কিঞ্চিদত্রাবধানং
নিঃসন্দেহং কুরু পরিচরী নাহমস্মীতি তথ্যম্ ॥ ৩২

দেখিয়া বিচার করিতে লাগিলেন—হে সখি! সেইদিন যাঁহাকে (মথুরাপথে) দেখিয়াছিলাম, ইনি ত তাঁহারই তুল্য, না, তিনিই ত বটে; ইনি আমাদের প্রতি স্নেহশীলা মনে হইতেছে, সুতরাং ইঁহার নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা পাইব। (৩০) সখীগণ স্বয়ং মহাতাপার্ত্তা হইলেও সংপ্রতি সত্বরা গৃহাগতা নারীর শীঘ্রই যৎকিঞ্চিৎ পথশ্রম উপশম করিলেন। যেহেতু বিপন্ন হইলেও সজ্জনগণ অভ্যাগতগণের সমুচিত মান দান না করিয়া নিজের বিপদের কথা বলেন না। (৩১) [তৎপরে ললিতা জিজ্ঞাসা করিলেন] হে ধীরে! তুমি কে? তোমার নিবাস কোথায়? তোমার নাম কি বলত? এখানে কেন আসিয়াছ? প্রয়োজন ব্যতীত

গান্ধর্বীয়কুলে মমাদিবসতি স্তত্রৈব তৌর্য্যত্রিকে
দৈবাদন্যমনস্কতাজনি তয়া মত্তাল-ভঙ্গোঽভবৎ।
গান্ধর্বাধিপতিঃ শশাপ স রুষা মর্ত্ত্যোদ্ভব স্তেহস্তু চেৎ
কৌমারং ব্রতমাচরিষ্যসি তদা ভূয়ঃ পদং লপ্স্যসে ॥ ৩৩
ততো বিষণ্ণাত্মকুলং বিহায় জাতাস্মি কাঞ্চীনগরে প্রসিদ্ধে।
তাতস্তু মে তত্র সমীক্ষ্য কালং স্বয়ম্বরারম্ভমলঞ্চকার ॥ ৩৪
তদৈব দৈবান্মুনিরাজগাম ত্রৈকালিকজ্ঞো হি স নারদাখ্যঃ।
মৎপূর্ববৃত্তান্তমনুগ্রহেণ বিজ্ঞাপ্য মাঞ্চোপদিদেশ গূঢ়ম্ ॥ ৩৫

এই অশরণ (নিরাশ্রয়) গোপীগণের নিকট আগমন হইতে পারে না। কঠিন বিধি প্রথমতঃ আধিব্যাধি প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছেন—তৎপরে ঐ আধিব্যাধি বিশেষরূপে অনুভব করিবার জন্য নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন! (৩২) তখন নবাগতা বলিলেন—'হে দেবি! তুমি জগতে ললিতা বলিয়াই বিখ্যাত হইয়াছ—কিন্তু তোমার লালিত্য (মাধুর্য্য) হীন নিজান্তরে লুক্কায়িত এই বাক্য কাহার অন্তরকে না বিলীন (বিদ্রুত) করিতেছে? হে সুমুখি! নিজ কাহিনী বলিতেছি —ইহাতে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দাও, কোনও সন্দেহের কারণ নাই, আমি কোনও পরিচারিকা নহি—ইহাই সত্য কথা। (৩৩) আমার আদি নিবাস গন্ধর্বনগরে, তথায় দৈবাৎ আমার অন্যমনস্কতাবশতঃ তৌর্য্যত্রিকে (নৃত্য, গীত ও বাদ্যে) তালভঙ্গ হইয়াছিল। তখন গান্ধর্বাধিরাজ ক্রোধহেতু এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে 'তুমি মর্ত্ত্যলোকে জন্মধারণ কর। কৌমারব্রত (ব্রহ্মচর্য্য) আচরণ করিলে পুনরায় স্বস্থানে আসিতে পারিবে।' (৩৪) তখন বিষণ্ণচিত্তে নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ কাঞ্চীনগরে জন্মধারণ করিয়াছি। বিবাহযোগ্য বয়স দেখিয়া আমার

ভদ্রে ব্রজ ত্বং ব্রজমণ্ডলান্ত র্ব্রজ্যাং সমাস্থায় জনু র্নয়েথাঃ।
অভীষ্টসিদ্ধি র্ভবিতা তবারাদিত্যাজ্ঞয়াহং সমুপাগতাস্মিন্ ॥ ৩৬
যদৃচ্ছয়া সদ্ভবনে বনে বা তিষ্ঠামি দেহানুগতিং প্রতীক্ষ্য।
নাম্না পুরাসং রতিমঞ্জরীতি তেনৈব গোবিন্দ-পদে নিযুক্তা ॥ ৩৭
ইত্যাত্মবিজ্ঞপ্তিরথোচ্যতে তদ্ যদথমত্রাগমনং মমাস্ত।
আলোকিতুং বঃ কথিতুং চ কিঞ্চিৎ প্রবাসিনঃ প্রেষ্ঠতমস্য বৃত্তং ॥৩৮
বিজ্ঞালীনামপি সদসি যা নাশু বিজ্ঞাতভাবা
শ্লেষে লীনা ভবতি হৃদয়ে যা সুবর্ণোজ্জ্বলাঙ্গা।
যা বিচ্ছেদত্রুটি ন সহতে সা চিরং বিপ্রলম্ভান্
মন্দাক্রান্তা বদ পরমতঃ কামবস্থামবৈতি ॥ ৩৯

পিতা স্বয়ম্বরের আয়োজন করিলেন। (৩৫) তৎক্ষণাৎ দৈবক্রমে ত্রিকাল-দর্শী নারদমুনি আগমন করত আমার পূর্ববৃত্তান্ত সকল অনুগ্রহবশতঃ নিবেদন করিয়া আমাকে গোপনে উপদেশ করিলেন,—(৩৬) 'হে কল্যাণি! তুমি ব্রজে গমন কর, ব্রজ্যা (পর্য্যটন) করিয়া করিয়া এই জন্ম অতিবাহিত কর। অচিরকালে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে'—এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি এস্থলে আসিয়াছি। (৩৭) স্বেচ্ছায় কখনও কোনও সজ্জনগৃহে অথবা বনে দেহযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য অবস্থান করি। পূর্বে আমার নাম ছিল—রতিমঞ্জরী, এক্ষণে এই নামেই আমি গোবিন্দচরণে নিযুক্ত হইয়াছি। (৩৮) এই পর্য্যন্ত আমার আত্ম-কাহিনী বলা হইল—এক্ষণে যেজন্য অদ্য আমি এস্থানে আসিলাম, তাহাই নিবেদন করিব—তোমাদিগকে দর্শন এবং প্রবাসী প্রিয়তমের কোনও বার্ত্তা নিবেদনই আমার অত্রত্য কার্য্য। (৩৯) বজ্ঞ (প্রবীণ) সখীগণের সমাজেও যাঁহার ভাব ঝটিতি বিজ্ঞাত হয় না, সুবর্ণ হইতে উজ্জ্বল-অঙ্গ-

এতৎ পদ্যং পঠতি স মুহু শ্চক্ষুষী মুদ্রয়িত্বা
চন্দ্রালোকে বদতি পরিতো রুন্ধি চন্দ্রাতপেন।
মালাং দৃষ্ট্বা মিলিত-মথুরানাগরী-কামলেখাং
নহ্যামোদং ক্বচন লভতে ভাষতেঽন্যাপদেশম্ ॥ ৪০
[যুগ্মকম্]

অন্যাপদেশো যথা—

মুক্তা বিদ্রুমবৎ স্বুবর্ণবলিতা পূর্বানুপূর্বা ন চে-
ন্নেত্রানন্দকরী পদং পদমভিব্যক্তাদ্ভূতান্তর্গুণা।
চিত্তোল্লাসবিধায়িনী যদি ন সা কণ্ঠস্থলালম্বনাৎ
কিং সন্দর্ভিতয়া তয়া কবিতয়া কিম্বা তয়া কান্তয়া ॥ ৪১

বিশিষ্টা যে রমণী পরিরম্ভণকালে আমার বুকে লীনা হইয়া থাকেন, যিনি ত্রুটি (অত্যল্পকালও) বিরহও সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বহুদিন যাবৎ বিরহে গুরুতর পীড়িতা হইয়া অতঃপর কি অবস্থা প্রাপ্তি করিয়াছেন—তাহাই বল। (৪০) সেই প্রিয়তম মুহুর্মুহু এই পদ্যটিই পাঠ করিতেছেন—চক্ষুদ্বয় নিমীলন করিয়া জ্যোৎস্নায় এই বলেন, 'চারিদিকে চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) খাটাইয়া জ্যোৎস্নার অবরোধ কর।' সম্মিলিতা মথুরা-নাগরীদের কামলেখা ও মাল্যাদি দর্শন করিয়া কোথাও আনন্দ লাভ করিতেছেন না, অন্য ছলে কথাবার্ত্তা বলেন। অন্যাপদেশ—(৪১) পৌর্বাপর্য্যক্রমে মুক্তা ও প্রবালের ন্যায় সুন্দর বর্ণে (অক্ষরে) সংযোজিতা, প্রতিপদে (বিভক্তিযুক্ত শব্দে) নিজ অভ্যন্তরের অদ্ভুত (মাধুর্য্যাদি) গুণাবলীর প্রকাশকারিণী হইয়াও নেত্রানন্দকরী (নায়কের আনন্দজননী) না হইলে, কণ্ঠস্থ করিলেও চিত্তের উল্লাসদায়িনী না হইলে

অপি চ—

চিত্রং যত্র স পত্র-পুষ্প-কলিকা-কীর্ণা ন বর্ণাবলী
কর্ণাভ্যর্ণমুপেত্য চ ত্বরয়তে স্বাদায় নান্যেন্দ্রিয়ম্ ।
আস্যোল্লাসি-সুধারসেন রসনা-লৌল্যেন চেন্মানসং
মুগ্ধীকৃত্য ন তত্র তিষ্ঠতি চিরং কিন্তেন কাব্যেন বা ॥ ৪২

সেই কবিতার রচনায় কি ফল ? পক্ষান্তরে—ক্রমশঃ মুক্তা ও প্রবালজটিত স্বর্ণহারে মণ্ডিতা, প্রতিপদবিক্ষেপে বা প্রতিকথার আন্তর অদ্ভুত গুণাবলী (হাব, ভাবাদি, কিলকিঞ্চিতপ্রভৃতি) প্রকাশকারিণী হইয়াও নয়নানন্দ-দায়িনী না হইলে এবং কণ্ঠে ধৃতা হইয়াও চিত্তের আনন্দাতিরেকসম্পাদিকা না হইলে সেই কান্তার সঙ্গমেই বা কি লাভ ? (৪২) অধিকন্তু—যে কাব্যে দলের সহিত পুষ্প (পদ্মবন্ধাদি শব্দালঙ্কারবিশেষ) ও কলিকা (বিরুদকাব্যান্তর্গত চণ্ডবৃত্তাদি ; তালদ্বারা নিয়মিত 'কলা'সমূহের সমষ্টি) দ্বারা নিবদ্ধ অক্ষরসমূহ নাই, যাহা কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলকেও উহার বিচিত্রভাবে আস্বাদনে প্রেরণা দেয় না, এবং বদনে উল্লাদসায়ক অমৃতরসের সহিত জিহ্বার লোলতা বৃদ্ধি করত মনোমোহকর হইয়া মনে চিরকাল বাস করিতে পারে না, সেই কাব্যরচনায় কি ফল ? [পক্ষান্তরে—যে কান্তার লাবণ্যরাশি পত্রভঙ্গী-রচনা ও পুষ্পকলিকা-মাল্যাদির ধারণে দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হয় না, অথবা পত্রভঙ্গী ও পুষ্প-কলিকামাল্যাদি যে কান্তা ধারণ করে না, যাঁহার কথা বা উচ্চারিত অক্ষর-সমূহ কর্ণসমীপে সমাগত হইয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও বিচিত্রভাবে আস্বাদন-লোলুপতা জন্মায় না, বদনের উল্লাসকর (অধর) সুধারসের দ্বারা জিহ্বার লৌল্য সম্পাদনপূর্বক নায়কের মনোমোহন করত নিয়ত মনোমন্দিরে

অপি চ—

নানার্থাবগতি র্বিচিত্র পদবিন্যাসৈ র্মনোমোহিনী
শংসন্তী নিজনির্ম্মিতেঃ কুশলতা সীমাং সুবর্ণাদিভিঃ।
কর্ণানন্দবিধায়ি-কোমলতয়া ব্যক্তধ্বনি র্বাক্‌সুধা
সা রাধা রসমাধুরীসহচরী নেত্রেঽপি চিত্রায়তে॥ ৪৩

প্রায়ো ব্যক্তা সুকবি-সদসি ত্বং তদেতৎ পঠোচ্চৈঃ
শ্লাঘ্যো ভূয়াজ্জনিরিতি সদাধ্যাপনৈকোপলক্ষং।
ধারাধারেত্যনুলপতি স প্রাগুপন্যস্য দিব্যা
নিত্যং সেব্যা মদনদহনেনাপি মন্দাকিনীতি॥ ৪৪

বাস করিতে পারে না—সেই কান্তারই বা কি প্রয়োজন ?] (৪৩) আরও বলি—যাহাতে বিবিধ অর্থের জ্ঞান হয়, যাহা বিচিত্র পদসমূহের প্রয়োগে মনোমোহন করে, সুন্দর সুন্দর বর্ণ (অক্ষর) বিন্যাসে যাহা (কবির) নিজরচনার নৈপুণ্যাবধির অভিব্যক্তি করে, কর্ণানন্দদায়ক কোমলতা-গুণে যাহাতে ধ্বনির স্পষ্টতা উপলব্ধ হয়, রাধার রসমাধুর্য্যসদৃশী সেই বাক্যসুধা (কাব্যে) নেত্রেও চিত্রতা (বিস্ময়) আনয়ন করে। [পক্ষান্তরে, যাঁহার বিচিত্র চরণ-চালনে পৃথক্ পৃথক্ স্বাভিলাষের উদ্বোধন করে, যিনি আমার মনোমোহিনী, জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য-লাবণ্যাদির সমাবেশে যাঁহার রচনা করায় বিধাতার নিজনির্মাণ-কুশলতার সীমা প্রকটিত হইয়াছে, শ্রবণ-রসায়ন কোমলতাগুণে যাঁহার ধ্বনির (বাক্য, শিঞ্জিত, শীৎকারাদির) অভিব্যক্তি হয়, রসমাধুরী-নিধান সেই 'রাধা' নামক বাক্যামৃত নেত্রেও বিচিত্রতা দান করে অথবা নায়কশিরোমণি আমাকেও বিস্মিত করে !!]

ইত্থং ত্বদ্‌গুণমালয়া গ্রথিতয়া ত্বন্নামধেয়াক্ষরং
রাধে মন্ত্রমিব স্মরন্নপি পরং নাপ্নোতি সন্ধুক্ষণম্ ।

প্রাসাদং পরিহৃত্য নির্জনবনে কৃত্বৈকতানং মন
স্ত্বয্যাবেশ্য বিভর্ত্ত্যসূন্মধুপুরে ন যোগী ভোগী হরিঃ ॥ ৪৫

ইতি কৃষ্ণস্য বৃত্তান্তং বিজ্ঞাপ্য ব্রজসুন্দরীঃ ।
তাসাং বাচিকমাদায় সা পুনর্মথুরাং যযৌ ॥ ৪৬

দৃষ্টং শ্রুতং চানুমিতং যদেতৎ কৃষ্ণসন্নিধৌ ।
সর্বং নিবেদয়ামাস নিভৃতং রতিমঞ্জরী ॥ ৪৭

---

(৪৪) অতএব তুমি সুকবি-সভায় ব্যক্ত (উপস্থিত) হইয়া এই কাব্য (রাধা-নামটি) নিরন্তর উচ্চকণ্ঠে পাঠ কর, ইহাতেই তোমার জন্ম প্রশংসনীয় হইবে। কৃষ্ণও নিরন্তর অধ্যাপনাকেই একমাত্র উপলক্ষ করিয়া 'ধারা ধারা' এই কথা জপ করিতেছেন, যেহেতু কামানলে দন্দহ্যমান হইলেও দিব্যা মন্দাকিনীধারার নিত্য সেবা (স্নান) করাই বিধি। (৪৫) হে রাধে! এইভাবে তোমার গুণমালার সহিত গ্রথিত তোমার নামাক্ষর মন্ত্রবৎ স্মরণ করিয়াও তিনি কিন্তু বিন্দুমাত্রও স্বস্তিবোধ করিতেছেন না!! রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্বক নির্জনবনে একতান ও তোমাতেই আবিষ্টচিত্ত হইয়া হরি মধুপুরে প্রাণধারণ মাত্র করিতেছেন—তাঁহাকে যোগীই বলিতে হয়, কখনও ভোগী নহেন। (৪৬) এইরূপে সেই রতিমঞ্জরী ব্রজসুন্দরীগণকে কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহাদের বাচিক সংবাদ লইয়া পুনরায় মথুরায় গেলেন। (৪৭) ব্রজে যাহা যাহা তিনি দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন এবং অনুমানও করিয়াছেন—তাহা তাহাই কৃষ্ণনিকটে সর্বথা

অশ্রান্তং বহতি স্বলোচনজলস্তোমং গলদ্ধারয়া
তাসাং ত্বদ্বিরহ-জ্বরেণ গুরুণা সন্তপ্তমন্তর্বহিঃ।
দৃষ্টং ভোঃ প্রতি সকুঞ্জযমুনাকূলদ্রুমূলস্থলং
হা কৃষ্ণেতি পদং বিনা নহি পরং কিঞ্চিৎ শ্রুতং গোকুলে॥ ৪৮

রাধায়া মুরলীধরেতি বদনধ্যানাবৃতার্দ্ধধ্বনি
র্নিধৃ তাঞ্জনরঞ্জনাদি-সকলাকল্পোপ্যনল্পায়তে।
কালিন্দীব কলিন্দশৈলশিখরং বক্ষোজমাপ্লাবয়
ধাবন্তী বসুধাং হরেহদ্য শতধা ধারা দৃগম্ভোজয়োঃ॥ ৪৯

আস্তে তদ্বদনং কুচোপরি শুচা ন্যস্তং তথাঙ্ঘ্রি দ্বয়ং
ব্যাপ্তং লোচনয়ো র্জলেন হতদৃক্ তত্রাপ্যলং মন্যতে।
কিং প্রাত র্বিধুমণ্ডলঃ সুরগিরা বস্থৈব হেতো রিদং
সম্যঙ্ ন প্রতিভাতি পদ্মযুগলং মগ্নার্দ্ধকায়ং জলে॥ ৫০

বিজ্ঞাপন করিলেন। (৪৮) সেই গোপীদের নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রুপ্রবাহ হইতেছে—তোমার দারুণ বিরহতাপে তাঁহাদের অন্তর-বাহ্য সন্তপ্ত হইয়াছে। ওহে! ব্রজের প্রতিগৃহ, প্রতিকুঞ্জ, যমুনাকূল, প্রতিবৃক্ষ-মূল, প্রত্যেকস্থল দেখিয়াছি, কিন্তু সর্বত্রই 'হা কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য কোনও পদই গোকুলে শ্রুতিগোচর হইল না!! (৪৯) শ্রীরাধার বদনে 'মুরলীধর!' এই মাত্র ধ্যানাবৃত অর্দ্ধধ্বনি এবং কজ্জল, অঙ্গরাগ প্রভৃতি সকল বেশ নির্ধৃত হইলেও ক্রমশঃ বৃহৎ হইতেছে। হে হরে! অদ্য তাঁহার নয়নপদ্ম হইতে শত শত ধারা কুচগিরি আপ্লাবিত করিয়া পৃথিবীতলে ধাবিত হইতেছে, মনে হয় যমুনাই বুঝি কলিন্দ-পর্বত-শিখর ডুবাইয়া বসুন্ধরায় প্রবাহিত হইতেছে। (৫০) বিরহবশতঃ তাঁহার বদন কুচোপরি বিন্যস্ত

ধ্বস্তাকল্পাঃ কিমলকলতা স্তালবৃন্তানিলেন
স্থিত্বা স্থিত্বা তদলিকতটে বিস্ফুরন্ত্যল্পমল্পম্।
আহো ভৃঙ্গাবলি রভিনবা স্নানপানানভিজ্ঞা
হিত্বোৎফুল্লং কমলমিতি কিং কুট্মলং গন্তুমুৎকা ॥ ৫১

সুহই

লোচনলোরওর নাহি চরকই ধারা পদতলে গেল।
জলসঞে আধ উয়ল কিয়ে জল রুহ মঝু মনে ঐছন ভেল॥
মাধব! কি কহব সো পরসঙ্গ।
সহচরী মেলি কোরে করি রোয়ই হেরি অবশ প্রতি অঙ্গ॥ ধ্রু
উচ কুচ উপরে রহই মুখমণ্ডল সো এক অপরূপ ভাতি।
জনু কনয়া গিরি- শিখরে শশধর প্রাতর ধুসর কাতি॥
বীজন পবনে বিথরি অলকাবলী বিচলহুঁ পুন পুন বেরি।
বিকচ কমল সঞে নব অলিকুল কিয়ে উছলই কোরক হেরি॥
ঐছে দশাপর যাকর কলেবর হেরইতে ঐছন ভান।
কহ ঘনশ্যাম দাস তহি কৈছন তোহারি মিলন নাহি জান॥ ৫

রহিয়াছে, নয়নজলে চরণদ্বয় প্রক্ষালিত হইতেছে; তাহাতে দুর্ভগা নয়নের সম্মুখে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাতঃকালে (ধূসরকান্তি) চন্দ্রমণ্ডল সুমেরু-পর্বতে দৃশ্যমান হইয়াছে! ইহারই জন্য (নয়ন-)জলে মগ্নার্দ্ধদেহ এই (চরণ) পদ্মদ্বয় সুচারুরূপে প্রতিভাত হইতেছে না। (৫১) তালবৃন্ত (বীজন) কৃত বায়ুর আঘাতেই কি তাঁহার অলকাবলী বেশ-বিন্যাসচ্যুত হইয়া মৃদুমন্দভাবে ললাটদেশে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতেছে? অথবা স্নান-পান-বিষয়ে অনভিজ্ঞ নবীন ভ্রমর-পংক্তিই কি প্রস্ফুটিত কমল ত্যাগ করত কোরকের দিকেই গমন করিতে উৎসুক হইয়াছে?

অন্তর্ব্যথার্তা ভবদীয়বার্ত্তা পীযূষমাপীয় মনাক্ স সম্বিৎ।
আসামিমাং বীক্ষ্য হৃদি স্থিতাশামাক্ষিপ্য পদ্যৈকমুবাচ পদ্মা ॥ ৫২

প্রাণেষু প্রিয়বিপ্রয়োগ-বিধুরপ্রায়েষু মুঞ্চৎস্বলং
সন্তপ্তাং তনুমন্বহং নবনবৈ র্নো চেদ্ দুরাশা-শতৈঃ।
প্রত্যূহ ক্রিয়তে ত্বদীয়বিরহে মোহপ্রদে ত্বদ্গুণৈ-
র্যেন স্নেহময়ে ন সিধ্যতি মুহুর্বাধা বিধিস্তৎ কুতঃ ॥ ৫৩

অপি চ—রামং নাম মনো মমৈব যদভূদ্বদ্ধং মুদা তদ্গুণৈঃ
প্রেমগ্রন্থিচয়ং দুরাশয়তয়া জালং বিধায় স্বয়ম্।
প্রাণেনোৎক্রমণোদ্যমে যদি পুন র্নাশু ক্ষিপেদ্বাগুরা-
মাশাপাশময়ীন্তদীয়বিরহে বাধা মুহুস্তৎ কথম্ ॥ ৫৪

---

(৫২) অন্তরে বিরহবিধুরা হইলেও তোমার বার্ত্তামৃত পান করিয়া কিঞ্চিৎ চেতনা-লাভে ইঁহাদের হৃদিস্থিতা এই (তোমার আগমন) আশা দেখিয়া (জানিয়া) সেই পদ্মা ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করত এই পদ্যটি বলিলেন। (৫৩) প্রতিদিন যদি নব নব শত সহস্র দুরাশা না জাগিত, তবে প্রিয়তমের বিরহবিধুর প্রাণ নিশ্চয়ই মহাসন্তপ্ত দেহ ত্যাগ করিত। তোমার মোহপ্রদ বিরহে তোমার গুণাবলি প্রত্যহ (বিঘ্ন) দান করিতেছে, যেহেতু (পদ্মার) এই স্নেহময় ব্যাপার না থাকিলে মুহুর্মুহু এই সব বাধা-বিপত্তি কোথায় থাকিত ?

(৫৪) অধিকন্তু—আমার মনই প্রতিকূল হইয়াছে, যেহেতু আনন্দে হার গুণগণ-সহিত প্রেমগ্রন্থি-বহুল জাল স্বয়ং নির্মাণ করত তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছে। প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে যদি আবার উহা শীঘ্র আশা-

যথারাগ

তছু গুণগণ সঞে প্রেম গাঁঠিময় আপন জাল নিরমাই।
তঁহি পরবেশি হরখি বরখি অব অবচিত উচিত ফল পাই ॥
সজনি তোহে কহইতে কিয়ে ওত।
যদি হত মনে সহই আপন রস তব্ কিয়ে ঐছন হোত ॥ ধ্রু
তনুমাহা সো পুন বিপিনে লুবধ জনু রছ মৃগ-বন্ধনি ভারি।
প্রাণ-পয়ান-সময়ে যব রোধয়ে আশা পাশ পসারি ॥
ধৈরয লাজমান সব খোয়লু চেতন পুন নাহি খোই।
কহ ঘনশ্যাস দাস নহ কৈছনে বেদন-অনুভব হোই ॥ ৬

খেদপ্রদেশাঃ প্রতিভাবশেষাঃ সখ্যোঽশ্রুমুখ্যঃ স্তুতিভিঃ সুমুখ্যঃ।
ঊচু নর্ম স্তে ভুবনে সমস্তেঽতুল্যাধিকায়াঃ খলু রাধিকায়াঃ ॥ ৫৫

এতস্যাঃ কুলকীর্ত্তিগৌরবরুচঃ সর্বাঃ স্বয়ং শ্যামলা
দোষঃ কোঽপি ন বিদ্যতেঽত্র ভবতঃ শ্যামৈকধামা ভবান্।
যাবদ্ গৌরগুণাঃ স্ফুরন্তি পরিতঃ সর্বে বিশুদ্ধাত্মনঃ
কে বা কৃষ্ণগুণপ্রসঙ্গরসিকাঃ কৃষ্ণাত্মকা ন ক্ষিতৌ ॥ ৫৬

পাশময়ী বাগুরা (জাল) নিক্ষেপ না করিত, তবে কেন কি আর মুহুর্মুহু এত বাধা (পীড়া) সহ্য করিতেছি ?

(৫৫) এই সুবদনা সখীগণ নিরন্তর খেদেরই আশ্রয় হইয়াছে, উহাদের প্রতিভামাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে, অশ্রুবদনা হইয়া তাঁহারা তোমার প্রতি স্তুতিনতি করত এই মাত্র বলিয়াছে—"চতুর্দশ ভুবনে অসমানোর্দ্ধ (বা অতুলনীয় বিরহাধিপীড়িতা) রাধিকার নমস্কার জানিও।"
(৫৬) ইহার কুল, কীর্ত্তি গৌরব ইত্যাদি (পূর্বে শুভ্রকান্তি হইলেও) এক্ষণে স্বয়ং শ্যামল বর্ণ হইয়াছে, ইহাতে আপনার ত কোনই দোষ নাই,

যস্যান্তর্বহিরেকতা স সুজনঃ সর্বৈরিদং কথ্যতে
নৈবং ক্বাপি নিদর্শ্যতে নয়নয়ো র্ন স্যাৎ প্রতীতি স্ততঃ।
দৃষ্টান্তে স পুন স্ত্বমেব যদিদং ব্যক্তীকৃতং হৃত্ত্বয়া
দ্বন্দ্বং লোচনকর্ণয়ো র্গতমতঃ কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥ ৫৭

সুহই

তুয়া উপচার করল যব সুন্দরী তনু মন দুহুঁ একু মেলি।
তৈখনে যত ছিল নিরমল কুলশীল সবহুঁ শ্যামময় ভেলি॥
শুন মাধব! ইথে কিয়ে দোখব তোয়।
জগতে অসিত সিত কবহু নাহি হোয়ত সিত পুন নিজ তনু খোয়॥ধ্রু
জগমাহা সুজন সোই যছু অন্তর বাহির সঞে নাহি ভেদ।
শুনইতে যৈছন হেরিলা তৈছন ইহ এক মরমক খেদ॥
অব তোহে চিন খীন ভেল এতদিনে লোচন-শ্রবণ-বিরোধ।
কহ ঘনশ্যাম দাস হতচিতহি তবহুঁ নাহি পরবোধ॥ ৭

যেহেতু আপনি কৃষ্ণবর্ণৈকবিগ্রহ। যতদিন শুভ্র গুণমালা সর্বত্র প্রতিফলিত হয়, ততদিনই সকলে বিশুদ্ধস্বভাব থাকে; কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন কে কে আছে যাহারা বিশুদ্ধস্বভাব হইলেও কৃষ্ণগুণপ্রসঙ্গে রসিক হইয়া কৃষ্ণাত্মক (কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণময়) না হইয়াছে? (৫৭) জগতে সকলে তাঁহাকেই সুজন বলে যাঁহার অন্তর ও বাহির সমান হইয়াছে; এরূপ দৃষ্টান্ত ত কোথাও নয়ন-গোচর হইল না, অতএব উহা প্রতীতি-যোগ্যও হয় নাই; অন্তর ও বাহিরে সমান কালর দৃষ্টান্ত কিন্তু তুমিই, যেহেতু তোমার (কুটিল) হৃদয়টি (গোপীগণের সহিত ব্যবহারে) তুমি প্রকটিত করিয়াছ। এতদিনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ গেল, অতএব হে (অন্তরে বাহিরে সর্বথা) কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার !!

ন্যক্‌কৃত্বা কুলগৌরবং নিজবপু স্তয্যর্পিতং মাধব !
ত্বন্তূত্থাপ্য বিহায়সি প্রিয়তয়া বিন্যক্ষিপ স্তৎক্ষণাৎ।
সর্বস্বং বিনিবেদ্য বামনপদে মূর্দ্ধাণমপ্যর্পয়দ্
য স্তং ভূপমধোনয় দ্বিজমিষাৎ শ্যামাত্মনে তে নুমঃ ॥ ৫৮

বরাড়ি (১৬৯৭)

নিজকুল-গৌরব খোয়। তনু মন সোঁপল তোয় ॥
তুহুঁ সে গগন পরশাই। তৈখনে তেজলি তাই ॥
শুন শুন নাগররাজ। তোহারি সে ঐছন কাজ ॥ ধ্রু ॥
পুর-নায়রী সঞে ভোর। তছুঁ নামহিঁ দিয়া ডোর ॥
সো পুন ঐছে নিদান। কব কিয়ে হোত না জান ॥
অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়। তোহে জানি অপযশ হোয় ॥
সখীগণ ছোড়ল পাশ। কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ৮

দন্দহ্যতে বিরহবহ্নিশিখা স্বভাবা-
স্তত্রাগতঃ সময় এব বসন্তনামা।
হা হন্ত হন্ত কিমহং করবাণি কেন
সংরক্ষয়ে জিগমিষুং তদসূন্নমুষ্যাঃ ॥ ৫৯

---

(৫৮) হে মাধব! নিজকুলগৌরব বিসর্জন দিয়া তিনি তোমার চরণে নিজদেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তুমি কিন্তু প্রিয়তা দেখাইয়া গগনে উঠাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিক্ষেপ করিলে !! যিনি সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া বামনপদে নিজ মস্তক দান কবিলেন, সেই বলিরাজকে তুমি ব্রাহ্মণবালকছলে অধোনয়ন (পাতালগামী) করিয়াছ! হে শ্যামাত্মা! (কৃষ্ণবর্ণ, বিপরীত লক্ষণায়, অন্তর-বাহির-আচরণাদি সব কুটিলতাময়) তোমাকে প্রণাম করি।

দীপ্তহুতাশনমিবেন্দুমুদীক্ষ্য ভীতা
নেত্রে নিমীল্য নিলয়ং বিশতি ব্যথার্ত্তা।
ধত্তে ধিয়ং মলয়জে গরলেন তুল্যাং
কেনোপচারবিধিনা তদিয়ং শমীয়াৎ ॥ ৬০

সিন্ধুড়া (১৭২৫)

একে বিরহানল সহজে দুরন্ত। দোসর ভেল তাহে সময় বসন্ত॥
মাধব কহলুঁ তুয়া পায় লাগি। সো অব জীবই বহু পুণ-ভাগী॥ ধ্রু
কিয়ে ঘর বাহির নাহিক সংবিৎ। যত উপচার ততহিঁ বিপরীত॥
হিমকর হেরি হুতাশন ভান। ঘরে পৈঠে ভয়ে মুদিত নয়ান॥
কোকিল-কলরবে কুলিশ গেয়ান। হরি হরি বলি ততহিঁ মূরছান॥
গরল গরল কিয়ে মলয়জ ভাস। কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥৯

মর্য্যাদাপহৃতা বৃথা জনরবৈ শ্চেত স্ত্বয়া চেতনা
বিচ্ছেদেন বলং বলানুজ তব প্রেমানলজ্বালয়া।
কান্তি শ্চঞ্চলয়া বয়শ্ছবিরবিচ্ছিন্নাবলদ্‌বন্যয়া
শোভারত্নখনি র্ব্যলুন্ঠি নিখিলৈ স্তস্যা স্তনো স্তদ্‌গুণৈঃ ॥৬১

---

(৫৯) বিরহাগ্নিশিখা নিরন্তর দগ্ধই করিতেছে, তাহাতে আবার বসন্ত-সময় সমাগত হইল! হায় রে হায়! আমি কি করিব? কি উপায়ে উহার (রাধার) মৃত্যুদশাপন্ন প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিব? (৬০) চন্দ্র দর্শনে তিনি দীপ্ত অনল-বুদ্ধিতে ভীত হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক ব্যথিতচিত্তে গৃহে প্রবেশ করেন। চন্দনেও তাঁহার বিষবৎ বুদ্ধি হইতেছে। তবে কোন্ উপচার-প্রয়োগে ইনি শান্তি লাভ করিবেন—বল দেখি!!

(৬১) হে বলানুজ (কৃষ্ণ)! তাঁহার কুলমর্য্যাদা বৃথা জনরব (পরীবাদ) হরণ করিয়াছে, তুমি চিত্তকে, বিরহ-চৈতন্যকে, তোমার প্রেমাগ্নিশিখা

তথারাগ (১৬৭৮)

কুল-মরিয়াদ হরল পরিবাদহি তুঁহু মন হরি বহু দূর।
বচন আদি করি সকল শকতি হরি মদন-মনোরথ পূর॥
মাধব তোহে পুনকি কহব আর।
জগতে লুঠাওলি ধনিক কলেবর শোভা-রতন-ভাণ্ডার॥ ধ্রু॥
অঞ্জন লেই তনু রঞ্জন নবঘন দামিনী দ্যুতি হরি নেল।
লেই যৌবন-ছিরি নব অঙ্কুর করি নিধুবন ঘনবন ভেল॥
তহিঁ পুন এক লতা তুয়া রোপিত আশা যাকর নাম।
তা সঞে জড়িত কণ্ঠগত নিরখত অবহুঁ জীবন ঘনশ্যাম॥ ১০

ইত্যাক্ষেপবচস্তাসাং নিশময্য মুরান্তকং।
নিশম্য তস্য বৈবশ্যং পুনঃ সৈবাহ রাধিকাম্॥ ৬২

ব্যামুগ্ধোঽপি ন লক্ষ্যতে পুরসুহৃদ্বৃন্দে গভীরাশয়
স্তীব্রান্তর্বড়বানলোঽপি জলধিস্নিগ্ধো বহি[১] দৃশ্যতে।
ত্বদ্বার্ত্তালবমাকলয্য মুরজিদ্ধৈর্য্যাবলম্বেঽক্ষমঃ
শ্বাসোল্লাসমুদশ্রুগদ্গদপদং যত্তেঽলিখত্তৎ শৃণু॥ ৬৩

তাঁহার বলকে, বিদ্যুৎ-কান্তিকে, সুন্দর বনরাজি তাঁহার অবিচ্ছিন্না যৌবন-শ্রীকে এবং তোমার নিখিল গুণমালা তাঁহার দেহস্থিত যাবতীয় শোভারত্ন-খনিই লুণ্ঠন করিয়াছে।

(৬২) এইভাবে গোপীগণের আক্ষেপবাণী শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর করিয়া সেই রতিমঞ্জরী কৃষ্ণের বিরহ-বৈবশ্য দর্শনপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীরাধাকে বলিলেন—(৬৩) গম্ভীরাশয় হরি অন্তরে বিশেষভাবে বিরহাতুর হইলেও মথুরাবাসী বান্ধবগণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না ; সমুদ্রের মধ্যে তীব্র

১। হরিঃ।

জানীথ স্ববশোঽস্মি যৎ পরবশা যূয়ং তদেতদ্দ্বয়ং
নাতথ্যং পরমত্র যদ্বিবরণং লেখ্যৈকবেদ্যং ন তৎ।

হৃদ্‌বাধাঃ প্রশমং প্রযান্তি হৃদয়োদ্‌ঘাটেঽপি কিঞ্চিৎ ক্বচিন্
মর্ম্মজ্ঞেষু তদস্তু হন্ত ন হি মে ব্যাদাতুমপ্যাননম্ ॥ ৬৪

সুহই

হিয়া বিরহানল জ্বলত নিরন্তর লখই ন পারই কোই।
জনু বড়বানল জলনিধি অন্তরে বাহিরে বেকত না হোই॥

সুন্দরি! কো কহু কানু স্বতন্ত্র।
তুয়া গুণনাম গুপত অবলম্বন সোই সতত জপমন্ত্র॥ ধ্রু॥

তোঁহারি সম্বাদ শুনলুঁ যব মো সঞে ধৈরয ভেল উদাস।
দীঘ নিশ্বাস নয়নজল ছল ছল গদগদ বোলত ভাষ॥

নখরশিখরে মহী লেখি বুঝাওল কহইতে নাহি যছু ঠাম।
মরমক বেদন মরমে সমাপই সো ঘনশ্যামর নাম॥ ১১

বাড়বাগ্নি থাকিলেও ত বাহিরে তাহাকে স্নিগ্ধ (সুস্থিরই) দেখা যায়। তোমার সামান্য মাত্র বার্ত্তা পাইয়াও মুরারি ধৈর্য্যাবলম্বনে অক্ষম হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস, অশ্রুপাত ও গদ্‌গদ্ হইয়া তোমাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। (৬৪) তোমরা মনে কর যে, আমি স্বতন্ত্র, অথচ তোমরাই পরাধীন, এই দুই কথাই তথ্য (সত্য) নহে। কিন্তু ইহার যে বিবরণ, তাহা কখনও লেখনীর দ্বারাই জ্ঞাতব্য নহে। হৃদয়ের ব্যথাসমূহ কোথাও মর্ম্মজ্ঞের নিকট হৃদয়োদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু হায়! এস্থলে আমার মুখব্যাদানের (মুখ খোলার)ও উপায় নাই !!

ইতি বিজ্ঞাপ্য কৃষ্ণস্য সন্দেশং গোকুলাৎ পুনঃ।
সমাগত্য মধুপুরীং সাজগাদ হরেঃ পুরঃ ॥ ৬৫

ভো গোকুলেঽভূন্নপরোঽদ্য ভূপ স্বন্নামভাজাং কিল কালরূপঃ।
কাস্ত্যাত্মভূ স্তস্য চ বিগ্রহো বা নির্ণায়কানাং পুরি নায়কত্বম্ ॥ ৬৬

ইত্যানুমানিকং প্রোক্তং পুরমাগতয়া তয়া।
মিথো যদ্‌ভাষণং কিঞ্চিচ্ছ্রুতং তচ্চ নিগদ্যতে ॥ ৬৭

নায়ং মেঘো ন তস্য ধ্বনিরপি ন তথা বারিবিন্দু র্ন বিদ্যুদ্
দুর্বারো হ্যেষ হস্তী তমধিবিরহিণী-কালকন্দর্পভূপঃ।
নিষ্কাস্য স্বস্য কোষাৎ প্রখরমসি মসৌ দর্শয়ন্ দীর্ঘরোষাদ্
গর্জ্জন্নায়াতি বাণৈ র্দিশি দিশি সকলাধ্বানমগ্রে নিরুন্ধন্ ॥ ৬৮

---

(৬৫) ওহে! গোকুলে সংপ্রতি আর একজন রাজা হইয়াছেন—তিনি তোমার নামাশ্রয়ীদের কাল(যম)-স্বরূপ। কোথায় আত্মভূ (কামদেব), কোথায় বা তাঁহার বিগ্রহ? নায়কশূন্য নগরে এক্ষণে সকলেই নেতা হইয়াছেন !!···

(৬৬) রতিমঞ্জরী মথুরায় আসিয়া উপরোক্ত বাক্যটি অনুমানবলে বলিলেন। গোপীদের পরস্পর আলাপে যাহা শুনিয়াছেন—তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। (৬৭) ইহা ত মেঘ নহে, তাহার ধ্বনিও নহে, জলবিন্দু নাই, বিদ্যুৎও দেখা যায় না,—ইহা হইতেছে দুর্দান্ত গজরাজ, তদুপরি বিরহিণীগণের যম মদনরাজ ঐ আসিতেছেন। ইনি স্বকীয় কোষ হইতে প্রখর অসি (খড়্গ) নিষ্কাশিত করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়া দারুণ ক্রোধে গর্জন করিতে করিতে দশদিকে বাণ-বর্ষণে সকল পথ-নিরোধনপূর্বক ঐ অগ্রভাগে আসিতেছেন।

যথারাগ

ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝুমকল ঝিঁ ঝিঁ ঝনকত ঝাঁঝিয়া।
ডিণ্ডিমায়িত মণ্ডূকীরব মৌ'র নাটক সাজিয়া॥
রে ঘন ঘননহ গহন দূরগহ গগনে ঘন ঘন গর্জিয়া।
আওয়ে রতিপতি মত্তগজবর বিরহিণীগণ তর্জিয়া॥
হানে তনু মন পলকে পলকন ঝলকে দামিনী কাঁতিয়া।
খরধার খরগ উঘারি ঝাকত বীররসে ভর মাতিয়া॥
অরু বিন্দু নহ পরজিউ সংহর অসম-শরবর খণ্ডিয়া।
নন্দ নন্দন- চরণে ভণ ঘন শ্যামদাস নমন্তিয়া॥ ১২

অপি চ—অয়ং পাপী মাসঃ শমিতসকলাশঃ খলু সহা
মহামোহধ্বান্তাঃ সরিদুপবনান্তা শ্চ পরিতঃ।
যদেতস্মিন্ কান্তঃ পুরমনু স পান্থ শ্চিরমভূৎ
স্ফুটদ্বক্ষোলক্ষঃ প্রিয়বিরহবহ্নি র্বিকশতি॥ ৬৯
সমায়াত স্ত্বেষ স্তুহিনমরুতৈঃ প্রিয়যুষা-
মশীতার্ত্তারম্ভং নিবিড়পরিরম্ভং জনয়তি।
নিশাং নেষ্যে হৈমীমতিথিরিব ভৈমী মিহচিরং
বিনিদ্রালীমং হা ভুজকলিতজঙ্ঘা হরি হরি॥ ৭০

---

(৬৯) সকল আশার শান্তি অথবা সকল দিক্ শান্ত করিয়া এই যে পাপী **অগ্রহায়ণ-মাসের** প্রবৃত্তি হইল। নদী ও উপবনাদির সর্বত্র ভোগেচ্ছারূপ-অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। যেহেতু এই সময়ে প্রাণনাথ মথুরাপুরে চিরপ্রবাসী হইয়াছেন ; অতএব লক্ষ লক্ষ বক্ষঃ বিদীর্ণ করত প্রিয়বিরহানল প্রজ্বলিত হইতেছে !! (৭০) হিম (শীতল) বায়ুর সহিত এই যে **পৌষমাস** আসিল, এই সময় প্রিয়তমকে যাহারা নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে ধরিয়া সেবা করিতে পারে, তাহারা আর শীতাতুর হয় না।

হিমস্তোমপ্রখ্যৈ র্বলিত-সুষমৈঃ কুন্দকুসুমৈ
র্জগত্তাপং লুঞ্চন্নপি তপনতেজো মৃদুলয়ন্।
তনোত্যুচ্চৈ স্তাপান্ মম তু স তপাঃ কাচগুণভাগ্
বিধৌ বামে চিন্তামণিরপি সুচিন্তাং জনয়তি ॥ ৭১

তপস্যেঽস্মিন্ ফল্গূৎসবজনিতবল্গূদ্ধতগতিং
স্তুবন্ত্যাং বন্দিন্যাং বলিতরসবন্যা মুরজিতং।
ধৃতাশাহং ধ্যানে কথমপি যদা বক্ষসি দধে
তদৈবেদং দুর্হৃদ্ ভ্রমতি ন তমীক্ষে ক্ষণমপি ॥ ৭২

ঋতূনাং রাজাসৌ বিশতি মধুমাসে প্রতিভয়ং
স কন্দর্পোঽভ্যেতি ভ্রমর-রবভেরীধ্বনিরিহ।
প্রহর্ত্তুং চেতাংসি প্রিয়বিরহিণীনাং মৃগদৃশাং
কুহূকণ্ঠাধ্বানৈ রিষুভি রবরুন্ধন্নিব দিশঃ ॥ ৭৩

হরি হরি (খেদে) !! অতিথির ন্যায় এই ভয়ানক হিম-ঋতুর রাত্রিগুলি অনিদ্রারূপসখীসহ দুই হাতে জঙ্ঘাদ্বয় চাপিয়াই কি কাটাইব ? (৭১) হিমস্তোম (তুষার, চন্দ্রসমূহ অথবা কর্পূর)-সদৃশ ধবল, সুষমা-মণ্ডিত কুন্দ-পুষ্পমালা দ্বারা জগতের তাপনাশ-সহকারে সূর্য্যতেজ মন্দীকৃত করিয়া এই তপাঃ (**মাঘমাস**) আমার ত মহাতাপই বিস্তার করিতেছে ! হায় রে ! দৈব প্রতিকূল হইলে চিন্তামণিও কাচগুণবিশিষ্ট হইয়া মহাচিন্তাই দান করে !! (৭২) এই ফাল্গুনমাসে ফল্গু (ফাগু)-উৎসব-জনিত মনোরম প্রচণ্ড নৃত্যপরায়ণ মুরারিকে বন্দিনী স্তব করিতে লাগিলে আমি মহারসবন্যায় নিমগ্না ও আশান্বিতা হইয়া কোনও প্রকারে যখন তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলাম, তৎক্ষণাৎই এই দুষ্ট হৃদয় ভ্রম ঘটাইল, আর তাঁহাকে

সদা প্রেমোল্লাসী সো পিয়া পরবাসী বিধিবশাৎ
শশী বহ্নিপ্রায়ঃ করিব কি উপায়ঃ কানুরসে।
গৃহৈকান্তস্থানে তাতেও লাগে কাণে কুলিশবৎ
কুহূকণ্ঠীনাদঃ কি হল্য পরমাদঃ প্রিয়-(কহ) সখি ॥ ৭৪

দধদ্বাণশ্রেণীকুসুমবিসরব্যাজমতনোঃ
সখায়ং বৈশাখঃ স্ফুরতি পরিতঃ পশ্য যদিহ।
নিরাতঙ্কং হুঙ্কারয়তি মধুলিট্ ঝঙ্কৃতিভরৈ
র্ধনুঃ পৌষ্পং ভেত্তুং বিরহিজনহৃন্মর্ম স খলঃ ॥ ৭৫

জ্বলদ্বহ্নি র্জৈ্যষ্ঠস্তনুবনমিদং শীর্ণমভিতঃ
প্রিয়োপেক্ষা গ্রীষ্মে হৃদয়হ্রদমুচ্ছোষমগমৎ।
দুরাশাখ্যৈঃ পাশৈরিহ পরিবৃতাঃ প্রাণহরিণা
বহির্গন্তুং স্থাতুং কিমপি ন সমর্থা হরি হরি ॥ ৭৬

ক্ষণকালের জন্য দেখিতে পাইলাম না !! (৭৩) মধু (**চৈত্র**)-মাসে ঋতুরাজ এই বসন্ত প্রবেশ করিল। ভয়ঙ্কর সেই কন্দর্পও আগমন করিল—ভ্রমর-ঝঙ্কারে চতুর্দিকে ভেরীধ্বনি হইতেছে। মৃগনয়না প্রিয়বিরহিণীগণের চিত্ত প্রহার করিবার উদ্দেশ্যে কামদেব দশদিক্ অবরোধ করিয়াই বুঝি কোকিলের কুহুতানে শর বর্ষা করিতেছে !! (৭৪) [মিশ্রভাষা] সর্বদা প্রেমোল্লাসী সেই প্রিয়তম দৈববশতঃ প্রবাসী হইয়াছে। এক্ষণে চন্দ্রও অগ্নিপ্রায় হইয়াছে, কি উপায় করিব ? কোথায় থাকিব হে ? যদি গৃহমধ্যে নির্জনে থাকি, তাহাতেও কোকিলধ্বনি বজ্রবৎ কর্ণে জ্বালাদান করে ! হে প্রিয় সখি ! কি প্রমাদ ঘটিল—বলত !! (৭৫) ঐ দেখ—অতনু কামদেবের সখা এই **বৈশাখ** মাস কুসুমরাশিছলে বাণশ্রেণী ধারণ

শুচি র্নাম্নং সূচীমুখবিশিখমাত্রৈক-নিলয়ঃ
ক্ষয়াপেক্ষাপ্রায়ঃ প্রহরণবিধেঃ শম্বর-রিপো।
কদম্বাদ্যা যস্মিন্ প্রখরশতধারাঢ্যশিখরাঃ
কিমন্যাসাং বার্ত্তা ন বদ সুমুখীনাং সুমনসাম্॥ ৭৭

স আষাঢ়ঃ স্ফুর্জন্নবজলধরোঽপ্যগ্নিবিরমে
সমীরোঽয়ং ধীরোঽপ্যজনি ভুজগশ্বাসসদৃশঃ।
অহেয়ং চাহেয়ং সজলকমলং চিত্র-কদলং
বিধে বৈর্মুখ্যেন জ্বলদনলবৃষ্টি র্বিধুরপি॥ ৭৮

করিয়া সর্বদিকে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে! যেহেতু এই খল বৈশাখ বিরহি-জনগণের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল ভেদ করিবার জন্য ভ্রমরসমূহের ঝঙ্কারাতিরেকে কুসুমধনুতে নির্বাধে টঙ্কার দিতেছে। (৭৬) জ্বলন্ত অগ্নিবৎ এই **জ্যৈষ্ঠ** মাস—এই তনুবন সর্বথা শীর্ণ হইয়াছে। প্রিয়তমের উপেক্ষারূপ তাপে হৃদয়রূপ হ্রদ শুষ্ক হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণহরিণগণ কেবল দুরাশা-পাশা-বলিতেই আবদ্ধ হইয়াছে! হায় হায়! উহারা বাহিরে যাইতে বা স্বস্থানে থাকিতে, কিছুই করিতে পারিতেছে না!! (৭৭) এই মাস শুচি (**আষাঢ়**)- সংজ্ঞক হইলেও কেবল সূচীমুখের ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণেরই আধার, কামদেবের অস্ত্ররূপে সকলকে মৃত্যুর প্রতীক্ষাতেই পর্য্যবসান করিয়াছে। এই সময়ে যখন কদম্বাদি বৃক্ষগণেরও শিখরদেশ প্রখর শত ধারাপাতে অভিষিক্ত হইতেছে, তখন আর অন্য নারীদের—বিশেষতঃ সুন্দরী (বিরহিণী) মনস্বিনীদের কথা কি বলিব? উহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিও না। (৭৮) এই আষাঢ় মাসে নবজলধর-সমাগমে অগ্নিতাপ নিবৃত্ত হইলেও মৃদুমন্দ সমীরণও সর্পশ্বাসবৎ দারুণই হইয়াছে! সজল কমল, বিচিত্র কদলীপত্রাদি উপাদেয় হইলেও সর্পবিষবৎ মনে

গভীরং গর্জন্তি শ্রবণভয়দাঃ শ্রাবণঘনা
ঘনাসারৈ র্ভেকীকুলমকমকীকর্ণকটুভিঃ।
বিদীর্ণান্তর্বক্ষ স্ত্রসতি ভৃশমাত্মাপি সততং
তড়িদ্ব্যাজাৎ খড়্গং যদিহ চিনুতে হন্ত মদনঃ ॥ ৭৯

নভস্য-স্বর্ভানোঃ খলু পরিচিতঃ কায়িনিবহঃ
সুধাংশুঃ শুভ্রাংশু র্দ্বয়মপি যদন্তর্হিতমভূৎ।
ইহৈকান্তঃ কান্তে দিবসরজনীভেদরহিতে-
প্যনায়াতঃ কান্ত স্তদলমধুনাপ্যস্মি যদহম্ ॥ ৮০

গতা যাসামাশা স্তদপি ন হতাশা গতবতী
পুনর্ব্বীক্ষে কৃষ্ণং মদধর-সতৃষ্ণং ব্রজভুবি।
তদাস্যেন্দো র্বাক্যামৃতমপি পিবামীতি হৃদয়ং
নিবধ্নাতি প্রাণানহহ শরদর্দ্ধেঽপি চ গতে ॥ ৮১

হইতেছে। হায় রে! বিধি যদি প্রতিকূল হয়, তবে চন্দ্রও জ্বলন্ত অগ্নি বর্ষণ করে। (৭৯) এই **শ্রাবণ** মাসে মেঘমালা কর্ণের ভীতিপ্রদ গম্ভীর গর্জন করিতেছে—ভেকী-সমূহের মকমকীশব্দ ঘন ঘন ধারাপাতের সহিত কর্ণে কর্কশতা আনয়ন করে। হায় রে! ঐ মদন তড়িৎ ছলে খড়্গ ধরিয়াছে, তাহাতে নিরন্তর অন্তর্হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আত্মাও ত নিয়ত ব্যস্তসমস্ত হইতেছে!! (৮০) এই **ভাদ্র মাস**-রূপ রাহুর সমাগমে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া প্রাণিমাত্রই ঐ রাহুর কবলে পড়িয়াছে!! এই দিবস-রজনীভেদ-রহিত রমণীয় নির্জন সময়েও যখন প্রাণবল্লভের আগমন হইল না, এখন আর আমার জীবিত থাকিয়া কি লাভ? (৮১) যাহাদের সকল আশা কৃষ্ণাগমনরূপ (দীর্ঘাকাঙ্ক্ষা) তিরোহিত

রজন্যোর্জী জাতাজনি জলজজাতি বিকশিতা

সমুৎফুল্লৈঃ কাশৈ র্ধবলিতমভূদ্ ভূতলমিদম্।

ইয়ং সা রাকাপি স্মরণপদবীং যাতি ন হরে

র্মহিষ্যাসক্তস্য শ্রুতিমভিরহঃ কেন গময়ে ॥ ৮২

যথারাগ (১৮১৬-১৮২৭)

দেখ পাপী **আঘণ** মাস। জনু নাহ-বিরহ-হুতাশ ॥
দরশাই সুখ বিহি নেল। হিয়ে কৈছে সহ ইহ শেল ॥
রে হিয়ে কৈছে সহ ইহ শেল ভেল মঝু প্রাণপিয়া পরদেশিয়া ॥
জনু ছুটল বিখ-শর ফুটল অন্তর রহল তঁহি পরবেশিয়া ॥ ১৩

অব **পৌষ** ভেল পরবেশ। মঝু নাহ রহু দূরদেশ ॥
গণি সোই কামিনী ভাগী। রহু পিয়ক হিয় হিয় লাগি ॥
রহু পিয়ক হিয় হিয় লাগি শয়নহি বয়ন বয়নহি ঝাঁপিয়া।
হাম সে পাপিনী পৌষ-যামিনী লেব থরহরি কাঁপিয়া ॥ ১৪

দিনরজনী গুণি গুণি শেষ। অব মাঘ ভেল পরবেশ ॥
অরু কতহু হেরব পন্থ। নাহি যাত জীবন দুরন্ত ॥
রে নাহি যাত জীবন দুরন্ত অন্তর কান্ত সন্তত চিন্তিয়া।
মরম জরজর নয়ন ঝর ঝর তিলেক নাহি বিছুরন্তিয়া ॥ ১৫

হইলেও কিন্তু তাহাদের হৃদয়স্থিত দুরাশা গেল না! সেই আশা এই—'আবার ব্রজভূমিতে আমার অধররস লোলুপ কৃষ্ণকে দেখিব, তাঁহার মুখ-চন্দ্রের বাক্যামৃতও পান করিব'। অহহ!! এই ভাবিয়া অর্দ্ধ শরৎ গত হইলেও হৃদয় প্রাণ ধারণ করিতেছে!!! (৮২) এইত **কার্ত্তিক**-মাসীয় রজনী আসিল, পদ্মরাশি বিকশিত হইয়াছে। প্রস্ফুটিত কাশ-পুষ্পে এই ধরাতলও ধবলিত হইতেছে। এই সেই রাকা (পূর্ণিমা)-রাত্রিও মহিষীতে

অব ভেল ফাগুন মাস। নাহি গেল তবহু তুরাশ ॥
হত চিতে আন না ফুর। দিন রাতি তছু গুণ ঝুর ॥
রে দিনরাতি তছুগুণ ঝুর দূরসো উর পর যব লাইয়ে।
তব হিঁ হত চিত হোয়ত সচকিত হেরি পুন নাহি পাইয়ে ॥১৬
দেখ শিশিরনিশি বহি গেল। মঝু পিয়াক দরশ না ভেল ॥
মধুমাস পহিলহিঁ সাজ। হত মদন সঞে ঋতুরাজ ॥
রে হত মদন সঞে ঋতু রাজ আওত ভ্রমর গাওত মাতিয়া।
কুহরে কোকিল সতত কুহু কুহু কুহলিয়া উঠে ছাতিয়া ॥ ১৭
অব ভেল মাহ বৈশাখ। তরু কুসুম ভরু নবশাখ ॥
বহ মলয় মারুত মন্দ। ঝরু মাধবী মকরন্দ ॥
রে ঝরু মাধবী-মকরন্দ গন্ধ সোঁ মত্ত মধুকর ঝঙ্কহিঁ।
টঙ্কারি কার্মুক সাধি মনসিজ বিঁধে মরম নিশঙ্কহিঁ ॥ ১৮
ইহ জৈঠে পৈঠলি আগি। মঝু (দহ) দহত তনুবন লাগি ॥
রহু বেঢ়ি আশ পাশ। নাহি জীউ-হরিণী নিকাশ ॥
নাহি জীউ হরিণী নিকাশ শ্বাস না নিকসে ফাঁপর ধূমহিঁ ॥
হৃদয় হ্রদ শেষ রস শোষিত লুঠত সুতপত ভূমহি ॥ ১৯
অব মাস ভেল আষাঢ়। হিয়া-দাহ দশগুণ বাঢ় ॥
যাঁহা দৈব দারুণ লাগি তাঁহা চাঁদ বরিখয়ে আগি ॥
তাঁহা চাঁদ বরিখয়ে আগি লাগয়ে গরল মলয়জ-পঙ্কহিঁ।
কমলকোমল সজল কিশলয় আনল সম হেরি শঙ্কহিঁ ॥ ২০
অব ভেল শাঙন মাস। অরু নাহি জীবনক আশ ॥
ঘন গগনে গরজে গভীর। হিয়া হোত জনু চৌচির ॥
রে হিয়া হোত জনু চৌচির হির না বাধে পলক আধরে।
ঝলকে দামিনী খোলি খাঁপহি মদন লেই তরোয়াল রে ॥ ২১

অব ভেল ভাদর মাস। ঘন বরিখে নাহি দিশপাশ ॥
কিয়ে কাল রাহুক লাগি। দিন-রাতি-পতি ভয়ে ভাগি ॥
রে দিনরাতিপতি ভয়ে ভাগি রহলহি দিবস রজনী অভেদ রে।
ঐছে সময়ে না কাহ্নু মন্দিরে কৈছে সহ ইহ খেদ রে॥ ২২
দশদিশি ভেল পরকাশ। ভৈগেল আশিন মাস ॥
হত চিত অবহুঁ না জান। অরু পুন কি হেরব কান ॥
অরু পুন কি হেরব কান নিরখব নিয়ড়ে সো মুখ চন্দরে।
অমিয়া মাখন মধুর ভাখণ শুনব পুন মৃদুমন্দরে ॥ ২৩
দেখ সোই কাতিক মাস। নাহি যাত তবহুঁ হুতাশ।
(ভেল কুলকুসুম বিকাশ)।
পুন সই রজনী সুঠান। ইহ সবহুঁ বিছুরল কান ॥
রে ইহ সবহুঁ বিছুরল কান কান হি কোন পুন সোঙরাবরে।
পিয় নন্দনন্দন- চরণে যব ঘন শ্যাম দাস ন আওরে ॥ ২৪

সাক্ষাৎ সূর্য্যবদেকদিব্যপুরুষঃ সন্ন্যাসিবেশোহদ্য মে
স্বপ্নে প্রাহ তবাচিরেণ ভবিতাভীষ্টপ্রিয়স্তাবুকঃ।
ভক্ত্যাহঞ্চ কৃতাভিবাদনবিধি স্তস্মৈ প্রদায়াসনং
জিজ্ঞাসামনুসন্ধিতেতি রজনী যাতা প্রভাতা সখি ॥ ৮৩ ॥

আসক্তচিত্ত হরির স্মরণ-পথে আসিতেছেনা! এই তত্ত্ব (গোপ্য) কি উপায়ে তাহার কর্ণগোচর করাইব?

(৮৩) হে সখি! সাক্ষাৎ সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল সন্ন্যাসিবেশী এক দিব্য পুরুষ অদ্য আমাকে স্বপ্নে বলিলেন—'অচিরে তোমার অভীষ্ট প্রিয়বস্তু প্রাপ্তি হইবে।' আমি ভক্তিভরে তাঁহাকে আসন দিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে উৎসুক হইলে রজনী প্রভাত হইল।

বিভাষ (১৯৭১)

আজু হাম স্বপনে সমুখে এক মুনিবর হেরি করলু পরণাম।
সো মোহে কহল অচিরে তুয়া মঙ্গল পূরব মানস কাম ॥
সজনি! ইহ পুন কহ জানি কোই।
রজনীক শেষ সময় অরুণোদয় স্বপন বিফল নাহি হোই ॥ ধ্রু ॥
আওব কানু পুনহুঁ কিয়ে ব্রজমাহা ঐছে মনহি যব কেল।
তবহুঁ একজন ফুকরিয়ে আওত তত বিহি ইঙ্গিত ভেল ॥
ফুরয়ে বাম নয়ন ভুজ ঘন ঘন হোওত মনহি উল্লাস।
ঐছন সুলক্ষণ আন নহত পুন ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥ ২৫ ॥

সুহৃদ্ গণানুসন্ধিতং সুবন্দিবৃন্দবন্দিতং।
সুবর্ণবিস্তৃতিপ্রতিপ্রতীক-সন্ধি-সন্ধিতম্।
বিমানগর্ব্ব[১]গত্বরং ব্রজাভিমুখ্যসত্বরং।
গজেন্দ্রমৌক্তিকোল্লসদ্ বিচিত্রপঞ্চচামরম্ ॥ ৮৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবল্লভা স্তদন্যজন্মদুর্লভা।
মৃতাব্ধিমগ্নমানসাঃ প্রিয়াবলোকলালসাঃ।
পদে পদে স্খলৎপদারবিন্দসত্ত্বসম্পদা।
বভূবুরেতুমক্ষমাঃ প্রভূতচারুবিভ্রমাঃ ॥ ৮৫ ॥
[যুগ্মকম্]

(৮৪) যিনি সুহৃদ্‌গণের অন্বেষণীয়, উত্তম বন্দিগণ-কর্ত্তৃক স্তুত, সুবর্ণ-রাশিদ্বারা যাঁহার প্রতি অঙ্গের সন্ধিস্থল ভূষিত (অথবা সুবর্ণরাশি-দানে প্রত্যেক প্রতিকূল ব্যক্তির সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ), গজমুক্তা-জটিত বিচিত্র পঞ্চচামরান্দোলনে বীজিত ও বিমানোপরি আরূঢ় হইয়া

১। গর্ভ।

কণ্ঠে কৃষ্ণগুণঃ স্ফুরত্যবিরতং সর্বস্য শুক্লাত্মনঃ
কীর্ত্তির্নাস্তি তমন্তরেণ মহতী কস্যাপি সোঽয়ং জিতঃ।
শ্যামাত্মা শুচি ভাতি নায়কমণিঃ স্মেরাদিভি র্যদ্‌গুণৈঃ
শুদ্ধং নাম তবৈব রাজতি ভৃশং রাধেতি বিশ্বং যশঃ ॥ ৮৬ ॥

কামোদ

শ্যামরগুণগ্রহ বিনা নাহি জগমহ বিহিক বিশদ নিরমাণ।
রতিপতি বৈরী- কণ্ঠে যব অনুখণ ফুরয়ে তাহে কিয়ে আন॥
শুন শুন শুন, বৃষভানু কুমারি!
সোপুন তোহারি বশ অতয়ে বিমল যশ জগজনে কেবল তোহারি॥ ধ্রু॥
সুরত রতনখনি কত শত সুরমণী মণিময় মন্দির ছোরি।
তোহারি মিলন যাঁহা সোই নিকুঞ্জমাহা পন্থ নেহারত তোরি॥
তছুকর বিরচিত হার সফল কর পহিরহ নিরমল বাস।
চাঁদনি রাতি চন্দন অনুলেপহ কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ২৬॥

ব্রজভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। (৮৫) শুনিয়া কৃষ্ণবল্লভাগণ গোপী-জন্ম ব্যতীত দুর্লভ (কৃষ্ণাস্বাদন) অমৃতসমুদ্রে মগ্নচিত্ত ও প্রিয়তমের দর্শনে লুব্ধমনাঃ হইয়া পদে-পদে স্খলিত হইতে হইতে বিবিধ সাত্ত্বিক ভূষণে ভূষিত ও সুবহু সুচারু বিভ্রম (ভূষাস্থান-বিপর্য্যয়)-গ্রস্ত হইলেন এবং মিলনস্থানে আসিতে অক্ষম (অপারক) হইলেন। (৮৬) সকল পূতচরিত্র ব্যক্তিরই কণ্ঠে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ স্ফুরিত হয়। (কৃষ্ণভক্ত বা কৃষ্ণগুণগান) ব্যতীত কাহারও মহাকীর্তি হইতে পারে না; হে রাধে! সেই কৃষ্ণকে তুমি জয় করিয়াছ! যেহেতু, তোমার মৃদুমন্দ হাস্যাদিদ্বারা সেই নায়ক-চূড়ামণি শ্যামসুন্দর ও শুচি (পবিত্র)-ভাবে বিরাজ করেন। তোমারই এই 'রাধা' নাম শুদ্ধ এবং তোমারই বিমলযশঃ বিশ্বব্যাপী রহিয়াছে!!

অথৈতাং কৃষ্ণসন্দেশ-সুধোদঞ্চত্তনূরুহাং।
বিলোক্য গমনাশক্তাং পুনরাহ হরেঃ পুরঃ ॥ ৮৭ ॥

চিরবিরহসুদীনা ধ্বন্যলঙ্কারহীনা।
ন ভবনগমনেশা প্রাণমাত্রাবশেষা।
স্রজমনু তব বার্ত্তাঃ প্রাপ্য সম্ভাষণার্ত্তা।
ত্বদভিস্থতিকৃতাশা মালিনী সাম্প্রতং সা ॥ ৮৮ ॥

বরাড়ী (১৬৯৬)

সুচির বিরহজ্বর ক্ষীণ কলেবর বিগলিত ভূষণ-বেশ।
আছয়ে তোহারি পরশ-রস-লালসে কেবল জীবন শেষ।
মাধব ! শুনইতে তোহারি সংবাদ।
শিশিরে লতা জনু বিনা অবলম্বনে উঠইতে করু কত সাধ ॥ ধ্রু ॥
তোহারি রচিত ফুল-হার নিরখি ধনী পহিলহি শির পরলাই।
তুয়া পরিরম্ভণ অনুভবি তৈখন পহিরলি হৃদয়ে বুলাই ॥
উয়ল মনোজ- ভরমে অভিসারই বাঢ়ল অধিক তিয়াস।
চলইতে খলই কৈছে পুন আওব কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ২৭ ॥

---

(৮৭) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তারূপ অমৃতাস্বাদনে উৎপুলকা শ্রীরাধাকে গমনে অপারক দেখিয়া পুনরায় সেই রতিমঞ্জরী হরির সম্মুখে বলিলেন— (৮৮) শ্রীরাধা চিরবিরহে সুক্ষীণদেহা হইয়াছে, অঙ্গে অলঙ্কার নাই, তাহার প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে সঙ্কেতগৃহে গমনে তাহার সামর্থ্য নাই। মাল্যসহিত তোমার বার্ত্তা পাইয়া সে তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতে উৎকণ্ঠিতা হইয়াছে এবং এক্ষণে অভিসার করিতে বিবিধ আশা চিত্তে ধারণ করিতেছে।

ঔৎসুক্যাদ্ভবদাপ্তয়ে চিরমতিক্ষীণাপ্যভূদুদ্যতা
নালং সর্ত্তুমিহাধ্বনি দ্যুমণিনা ব্যাপ্তা রহস্যস্থলী।
কন্দর্পোঽপি মহাভয়ঙ্করতমঃ কুঞ্জাস্তশৈলে তদা
রাধামন্দিরমৈন্দ্রকোণমুদগাদ্ বৃন্দাবনেন্দু র্দ্রুতম্ ॥ ৮৯ ॥

বিচ্ছেদার্দিতয়ো শ্চিরান্মিলিতয়োঃ সোল্লাসমুৎপশ্যতো
রানন্দাশ্রু-ভুজপ্রসারণমৃদুস্মেরাস্য-রোমাঞ্চয়োঃ।
অন্যোন্যাধরসংপুটান্তর-লসন্মাধ্বীক-সংলুব্ধয়ো
রাধামাধবয়োরবাধিতপরীরম্ভোদ্যমঃ পাতু বঃ ॥ ৯০ ॥

কামোদ (১৯৮৮)

অধর সুধারস লুবধক মানস তনু পরিরম্ভণ চাহ।
অনিমিখ লোচনে মুখ অবলোকন কৈছে হোত নিরবাহ॥
দেখ সখি! রাধামাধব-প্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানয়ে পরশন গঁঠিক হেম॥ ধ্রু॥
আনন্দনীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে তবহি পসারিত বাহ।
কাঁপয়ে ঘনঘন কৈছে করব পুন সুরত-জলধি-অবগাহ॥
মধুরিম হাসি সুধারস-বরিখনে গদগদ রোধয়ে ভাষ।
চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন ভণ ঘন শ্যামর দাস॥২৮॥

---

(৮৯) তোমার সহিত মিলন করিবার জন্য ঔৎসুক্য-বশতঃ বহুদিনের বিরহে অতিক্ষীণ কলেবর হইলেও শ্রীরাধা গমনোদ্যতা হইয়াছে, কিন্তু পথে অগ্রসর হইতে পরিতেছেনা ; যেহেতু, সূর্য্যালোকে বিজন পথও উদ্ভাসিত হইয়াছে। কামদেবও মহাভয়ঙ্করতম হইয়াছেন। তখন কুঞ্জরূপ অস্তাচলে রাধার মন্দিরে পূর্বকোণে শীঘ্রই বৃন্দাবনচন্দ্র উদিত হইলেন !! (৯০) তখন চিরকালের বিরহব্যথিত যুগলকিশোর মিলিত

দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৯১ ॥

রাধায়াঃ স্তনমণ্ডলে হরিপরিরম্ভেণ দম্ভোদ্ধুরং
ব্যাপ্ত্যা স্বর্ণধরাধরং জলধরারম্ভোত্থ ভূয়ানভূৎ।
স্বস্থানং পরিহৃত্য কৌস্তুভমণি-ব্যাজেন নির্বাণদং
স্থাতুং সংপ্রতি নূনমম্বরমণিস্তৎসন্ধিমভ্যাবিশৎ ॥ ৯২ ॥

চঞ্চদ্বর্হকচগ্রহাদিসুরতাবেশাৎ প্রিয়াং চুম্বতঃ
কৃষ্ণস্যাজনি দোর্লতাবলয়িনী বেণীবিচূড়ামণিঃ।
ভীতাসৌ ভুজগী ভুজঙ্গমভুজঃ পক্ষোল্লসদ্বায়ুনা
মন্যে ত্যক্তফণামণিঃ ফণিধিয়া পাণিং সমাবেষ্টয়ৎ ॥ ৯৩ ॥

হইলে উল্লাসভরে পরস্পর সন্দর্শন করিতেছেন—আনন্দাশ্রুপাত, ভুজ-প্রসারণে আলিঙ্গন, মৃদুমধুর হাস্যশোভিত বদনদর্শন ও রোমাঞ্চাদি চলিতে লাগিল। পরস্পর অধরসম্পুটের মধুর মধুপানের জন্য সম্যক্ লুব্ধ হইয়াছেন—এই শ্রীরাধা-মাধবের অবাধিত আলিঙ্গনোদ্যম তোমা-দিগকে পালন করুন (তাৎকালীন সেবাসৌখ্য দান করুন)।

(৯১) পারতন্ত্র্য-বশতঃ বিরহবিধুর নায়ক-নায়িকার দুর্লভ দর্শনস্থলে যদি হঠাৎ মিলন হয়, তবে যে উহাদের সম্ভোগাতিরেক সম্পাদন হয়, তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলে। (৯২) শ্রীরাধার কুচমণ্ডল হরির পরিরম্ভণ জন্য সর্বভরে উন্নত হইল, সেই (কুচ) স্বর্ণপর্বত ব্যাপিয়া অদ্য (শ্যাম) জলধরের মহান্ অভ্যুদয় হইয়াছে। মনে হয় যে, সূর্য্য স্বস্থান পরিত্যাগ করত কৌস্তুভমণিচ্ছলে সংপ্রতি পরম শান্তিপ্রদ বা বিশ্রান্তি-প্রদ (কুচগিরিদ্বয়ের) সন্ধিস্থলেই প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে !!

কেদার বিহাগড়া (২০১০)

ঝাঁপল কনয়-ধরাধর জলধর দামিনী জলদ আগোর।
নিজ চঞ্চল গুণ জলদে সোঁপি পুন তছু ধৈরয করু চোর॥

দেখ সখি! অপরূপ বাদর ভেল।
নিজপদ পরিহরি দিনমণি সঞ্চরি গিরিবর সাঙ্কিম গেল॥ ধ্রু॥

সশবদ ঘনঘন বহই সমীরণ থরকয়ে মোরক পাখ।
ভয়ে আকুল ফণী ধরণী ছোড়ি মণি বেড়ি রহল পাঁচশাখ॥
ভণ ঘনশ্যামর দাস পুন হেরই সবহুঁ ভেল বিপরীত।
উলটল ভূধর মেঘ মহীতল অদভুত দৈব চরিত॥ ২৯॥

কন্দর্পাগম-কোবিদৌ তদুচিতামোদেন সংমোদিতৌ
স্বেদান্তঃকণমৌক্তিকৈরুপচিতৌ দৃষ্টা গবাক্ষাদিভিঃ।
আগত্যান্তি সনর্মনা পরিচরন্[১] গন্ধাদিনা বীজয়ন্
আনন্দোত্তরলঃ সুখং দিশতু তে রাধাসখীনাং গণঃ॥ ৯৪॥

---

(৯৩) চঞ্চলায়মান ময়ূরপুচ্ছ ও কেশকলাপগ্রহণাদি সুরতাবেশ-বশতঃ প্রিয়া রাধাকে কৃষ্ণ চুম্বন করিলে চূড়ামণিচ্যুতা বেণী কৃষ্ণের বাহুলতা বেষ্টন করিয়াছে। মনে হয় যে, ময়ূরের পক্ষজাত বায়ুসঞ্চালনে সর্পী ভীত হইয়া ফণাস্থিত মণি পরিত্যাগ পূর্বক সর্পবুদ্ধিতে বাহুকেই বেষ্টন করিয়াছে!!

(৯৪) উভয়েই কামশাস্ত্রপারঙ্গম, তদুচিত (কামকেলিবিলাসোপ-যুক্ত) আনন্দে মহামত্ত, এবং স্বেদজলকণারূপ মুক্তামালায় ব্যাপ্তকলেবর হইয়াছেন। গবাক্ষ বা লতারন্ধ্র ইত্যাদি পথে এই দৃশ্য অবলোকন করত রাধা-সখীগণ কুঞ্জমধ্যে নিকটে গমনপূর্ব্বক নর্মবাক্য-প্রয়োগে ও গন্ধাদি-

---

১। আগত্যান্তিক সনর্মনা বিলসয়ন্……(পা)

হা কৃষ্ণ ক্ব গতোঽসি মামশরণাং ত্যক্ত্বা বিদূরে চিরং
ভূয়স্ত্বদ্বদনং বিলোক্য কিমহং ত্যক্ষ্যাম্যসূংস্ত্বৎপুরঃ।
এবং কিং সুদিনং ভবিষ্যতি মমামুষ্মিন্নিতি স্বাপিকং
রাধায়াঃ পরিদেবনং নিশময়ন্মুগ্ধো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৯৫ ॥

অথ স্বাধীনভর্তৃকা—

মঞ্জীরং বিনিযুজ্য যাবকরসৈ রঙ্ঘ্রিদ্বয়ং রঞ্জয়ন্
গঞ্জৎকঞ্জকুলাভিমানমভিতো দৃগ্‌ভির্দিদৃক্ষু ধ্রুবং।
রাধায়া শ্চরণাঙ্গুরীয়-বিলসদ্রত্নাবলী-সংক্রমা-
দেকোঽনেকতয়া চরন্নভিমতং প্রীতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৯৬

দানে তাহাদিগকে পরিচর্য্যা করিয়া আনন্দচঞ্চল হইয়াছেন—তাঁহারা তোমার সুখবিধান করুন (তাৎকালীন সেবা-সৌভাগ্য দান করুন।)।

(৯৫) "হা কৃষ্ণ! অসহায়া আমাকে ত্যাগ করত তুমি কোন সুদূরে বহুকাল যাবৎ অবস্থান করিতেছ হে? আবার তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া তোমার সম্মুখে আমি প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিব কি? এই জীবনে এমন সুদিন কি হইবে?"—এই ভাবে শ্রীরাধার স্বাপ্নিক বিলাপ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হরি তোমাদিগকে পালন করুন।

(৯৬) **স্বাধীনভর্তৃকা**—শ্রীরাধার কুঞ্জকুলাভিমানভঞ্জন চরণযুগলে শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরাইয়া অলক্তকরসে রঞ্জিত করিয়া বুঝি লক্ষ নয়নে তাহার শোভা সন্দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার চরণাঙ্গুরীয়স্থিত রত্নাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের একমূর্ত্তি সংক্রমিত হইয়াও বহু মূর্ত্তিরূপে দৃশ্যমান হইতেছেন—এইরূপে শ্রীরাধার নিজাভিমত বেশ রচনা করিতে করিতে প্রীত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

বিভাষ (২৭৪০)

যাবক রচইতে সচকিত লোচন পদ সঞে বয়ান সঞ্চার।
অধর রাগ সঞে বুঝি অনুভব করু কোন অধিক উজিয়ার॥
দেখ সখি! কানুক রঙ্গ।
রাইক বেশ বনাওত অভিমত নিরখি নিরখি প্রতি অঙ্গ॥ ধ্রু॥
চরণ বিভূষণ মনিগণে উয়ল শ্যাম মূরতি পরতেক।
নিরখি (হেরব) লাখ নয়ানে হেন মানিয়ে অতয়ে সে ভেল অনেক॥
কিয়ে প্রতিবিম্ব দন্ত সঞে নিজতনু চরণনিছনি পরকাশ।
শম্বর-বৈরী বিজয় বেকত ভেল ভণ ঘনশ্যামর দাস॥ ৩০॥

অথ **রসোদ্গারঃ**—

সখ্যাস্তে মণিকিঙ্কিণীধ্বনি-গতা মাধুর্য্যহো কীদৃশী
নির্বক্তুং নহি শক্যতে খলু ময়া মুগ্ধীকৃতং মন্মনঃ।
যদ্বেণুধ্বনিনা ব্যধায়ি জড়বদ্ বিশ্বং মনোমোহনং
সোঽহং নাস্য বিদাঞ্চকার কিমপি ক্বাসং কিমাপং তদা॥ ৯৭

---

(৯৭) **রসোদ্গার**—[হে ললিতে] তোমার সখী রাধার মণি-কিঙ্কিণীর ধ্বনি হইতে উদ্গত মাধুরী যে কি প্রকার, তাহা আমি নিরূপণ করিতে অসমর্থ, যেহেতু তাহা আমার মনকে মুগ্ধীকৃত করিয়াছে। আমি বেণু-ধ্বনিতে বিশ্বের মনোমোহন করিয়া উহাকে জড়বৎ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই আমি অন্য কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না যে, আমি কোথায় আছি বা কি পাইয়াছি?

বিভাষ

শুন শুন শুন পুন আজুক রঙ্গ।
তুয়া সখি অঙ্গ- ভঙ্গি সঞে আওল পহিলহি সহজ অনঙ্গ।ধ্রু॥
মধুর আলাপন শুনইতে সো পুন নটনে ঘটন করু মোই।
শুনি নূপুরধ্বনি শর বরিখন ঘন বিছুরল উনমত হোই॥
শর সঞে শরাসন ডারল মনসিজ কিঙ্কিণীরব যব ভেল।
নিজ বৈভব তব হরখি বরখি শর মদনমুগ্ধ ভই গেল॥
হাম পুন কোন কি করি কাঁহা আছিয়ে অনুভবি ওর না পাই॥
কহ ঘনশ্যাম দাস জগমানস- মোহন-মোহিনী রাই॥ ৩১॥

গোবিন্দঃ শরণং মমাস্তু সুপদৈ র্গোবিন্দমীড়ে মুদা
গোবিন্দেন বিধাস্যতে হিতমতস্তস্মৈ নমঃ সর্বথা।
গোবিন্দাৎ পরমো ন বন্ধুরভিত স্তস্যৈব হেতো রতি
র্গোবিন্দেঽখিলকারকত্বমিতি চেদ্ গোবিন্দকা মৎক্রিয়া॥৯৮

ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং গোবিন্দরত্যামোদো নাম পঞ্চম-স্তবকঃ।

সমাপ্তা চেয়ং শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী॥

---

(৯৮) গোবিন্দ আমার শরণ হউক, সুন্দর পদাবলী রচনা দ্বারা আনন্দ-সহকারে আমি গোবিন্দকেই স্তব করিতেছি। গোবিন্দ-কর্ত্তৃকই মদীয় হিতানুষ্ঠান হয়, সুতরাং তাঁহারই চরণে আমি সর্বথা (কায়মনোবাক্যে) প্রণত হইতেছি। গোবিন্দ ব্যতীত চতুর্দ্দশভুবনে পরম বন্ধু কেহই নাই, গোবিন্দের জন্যই আমি রতি (নিষ্ঠা) বহন করিতেছি, গোবিন্দে নিখিলকারকত্ব বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমার সকল কার্য্যের কারক (চালক) হইতেছে গোবিন্দ (কৃষ্ণ বা গুরুদেব গোবিন্দগতি ঠাকুর)।

ইতি গোবিন্দরত্যামোদ-নামক পঞ্চম স্তবক।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেবায় সমর্পণমস্তু।